# দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

ব্রহ্মসঙ্গীতের দ্বিতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। পুস্তকের আকার দ্বিগুণ পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। দ্বিতীয় ও তৃতীয় ভাগের অধিকাংশ সঙ্গীত গৃহীত হইল। তদ্ভিন্ন আদি ব্রাহ্মসমাজ, ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্ম-সমাজের সঙ্গীত পুস্তক প্রথমভাগ ও সঙ্গীতসুধা-সিন্ধু, বাবু পুণ্ডরীকাক্ষ মুখোপাধ্যায়ের সঙ্গীতহার ও বাবু কালীপ্রসন্ন ঘোষের সঙ্গীত মঞ্জরী হইতে অনেকগুলি গান গৃহীত হইয়াছে, তজ্জন্য তাঁহা-দিগকে আন্তরিক কৃতজ্ঞতা প্রদান করা যাইতেছে। এই পুস্তকে আমাদের দ্বিতীয় ও তৃতীয়ভাগের যে সকল নূতন সঙ্গীত আছে তদ্ভিন্ন ৯০টী গান সম্পূর্ণ নূতন।

সঙ্গীত সমূহের দুটী প্রধান বিভাগ করা হইয়াছে, উপাসনাকালীন এবং বিশেষকালীন। উপাসনা-কালীনসঙ্গীত উপাসনার অঙ্গানুসারে চারিটী অধ্যায়ে বিভক্ত হইয়াছেঃ—প্রথম অধ্যায়ে উদ্বোধন ও

উপদেশ, দ্বিতীয় অধ্যায়ে আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা, তৃতীয় অধ্যায়ে প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপ, চতুর্থ অধ্যায়ে উপাসনা শেষ। বিশেষ কালীন সঙ্গীত উৎসব, অনুষ্ঠান ইত্যাদি বিষয়ক। শেষ অধ্যায়ে সঙ্কীর্ত্তন যে সকল সঙ্গীত বিলম্বে হস্তগত হইয়াছে অথবা ভুলক্রমে যথাস্থানে নিবেশিত হয় নাই, তাহা পরিশিষ্টে দেওয়া গেল। প্রত্যেক অধ্যায়ের সঙ্গীত রাগিণী, তাল ও সময়ানুসারে নিবিষ্ট হইয়াছে। যাহাতে সহজে সঙ্গীত গাওয়া যাইতে পারে, এই জন্য একসুরের গান সকল একত্র দেওয়া গিয়াছে এবং অনেক সঙ্গীতের সুর তাহার উপর লিখিয়া দেওয়া হইয়াছে। প্রাতঃকাল ৫টা হইতে যে সকল সঙ্গীত ১২টা পর্য্যন্ত গাওয়া যায়, তাহা পূর্ব্বাহ্ন বলিয়া চিহ্নিত হইয়াছে, তদ্ভিন্ন সমুদায় গান অপরাহ্নে সন্নিবেশিত হইল।

কেহ কেহ আমাদিগকে পুস্তকস্থ রাগিণী সমূহের কাল নিরূপণ করিবার জন্য অনুরোধ করিয়াছেন, এই জন্য নিম্নে ইহার একটী তালিকা দিলাম:—

পূর্ব্বাহ্ন:—৫॥০টা—৬টা, ললিত। ৬টা—৮টা ভৈরব, ভৈরবী, আশা, রামকেলী, যোগিয়া ও খট। ৮টা—১০ টা ;—বিভাস, দেবগিরি, কুকব, আলাইয়া, বেলাওল, শুক্ল বেলাওল ও, সরফরদা ; ১০টা,—১২টা, সিন্দুড়া, সিন্ধু, কাফি, টৌড়ি এবং আসোয়ারি।

মধ্যাহ্ন :—১২—২, শারঙ্গ, গৌড়শারঙ্গ ও, সামন্ত।

অপরাহ্ন :—২ ৪, ভীমপলশ্রী, মুলতান, মুল-তানী, বারোঁয়া, ও পিলু ; ৪-৬, পুরবী ও গৌরী।

সায়াহ্ন :—৬-৮, কল্যাণ, জয়জয়ন্তী, ভূপালি ইমন্ ও ইমনকল্যাণ; ৮-১০, হাম্বীর, শ্যাম, কেদারা ছায়ানট, নটনারায়ণ এবং নারায়ণী।

রাত্রি :—১০-১২, কানেড়া, বাগশ্রী, আড়ানা সাহানা, গাবা, পাহাড়ী, খাম্বাজ, ঝিঁঝিট, পরজ ও কালাংড়া। নিশীথে, ১২-৩, বেহাগ, শঙ্করা শঙ্করাভরণ, অহং ও বসন্ত।

উষা :—৩-৫॥০, মালকোষ ও সোহিনী।

সর্ব্বকালে গেয় :—মেঘ, মল্লার, বসন্ত, দেশ, সুরট, সুরটমল্লার, ধোরিয়া, ধুন্ ও বাউলে সুর।

কোন কোন গান যথাস্থানে সন্নিবেশিত হয় নাই। ভরসা করি তৃতীয় সংস্করণে সংশোধন করা যাইবে।

কলিকাতা,
১১ নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট.
সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ।
ব্রাহ্ম সংবৎ, ৫১।

প্রকাশক।

# সূচী।

# ব্রহ্মসঙ্গীত।

## প্রথম অধ্যায়।

## উদ্বোধন ও উপদেশ।

### পূর্ব্বাহ্ণ।

রাগিণী আসোয়ারী—তাল ঝাঁপতাল।

জাগো সকলে (এবে) অমৃতের অধিকারী;
নয়ন খুলিয়া দেখ করুণানিধান, পাপতাপহারী।
পূরব অরুণ-জ্যোতি মহিমা প্রচারে,
বিহগ যশ গায় তাঁহারি।
হৃদয়-কপাট খুলি দেখরে যতনে,
প্রেমময় মূরতি জন-চিত্ত-হারী;
ডাকো রে নাথে, বিমল প্রভাতে,
পাইবে শান্তির বারি। ১।

রাগিণী আসোয়ারী—তাল ঝাঁপতাল।
( ঐ সুর )

ভজ প্রাণারামে, ভুবনমোহনে,
ভব ভয় হরণ পতিত পাবনে, পাবে পরিত্রাণ।
শান্তি সুধা আর কোথায় পাইবে,
তিনি এক শান্তি নিধান।
মগন হওবে তাঁর প্রেমনীরে,
জুড়াইবে তাপিত হৃদয় ;
প্রাণসখা আসি হৃদে প্রকাশিলে,
শীতল হবে মন প্রাণ।
মুক্তি ভিখারী আছ যত নরনারী,
ডাকবে করুণানিধানে ;
দীনহীন-সখা তিনি, পরম কৃপাময়,
দাসে দিবেন দরশন ॥ ২ ॥

---

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।
প্রাতঃ সময়, জাগ রে হৃদয়, স্মর রে ভবতারণে।
চেয়ে দেখ নিশি যায় যায় যায়,
সরোজবান্ধব সমুদিত প্রায়,

ঝলসিছে নব নীল নীরদ,
দেখ রে স্নিগ্ধ গগনে।
এই ছিল বিশ্ব নিস্তব্ধ নীরব,
নিদ্রাগত প্রাণী বিহঙ্গ মানব,
জীবকোলাহল, আহা ঐ শোন,
উঠিল পুন ভুবনে।
যাঁহার প্রসাদে লভিলে জীবন,
যাঁর কৃপাবলে মেলিলে নয়ন,
প্রেমমূর্ত্তি তাঁর হায় রে এখন,
হের না কেন নয়নে
পুঞ্জীকৃত পাপ হইবে বিনাশ,
পরিতৃপ্ত হবে আশার পিয়াস,
মনস্তামরস প্রফুল্ল মানসে,
সঁপরে তাঁর চরণে ॥ ৩ ॥

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

মোহন মৃদু তানে ললিত গাইছে বন-পাখী।
আরক্তিম হের পূর্ব্ব গগন,
কতই হাসিছে তরুণ অরুণ,

মুদিত কুমুদ মধুর মূর্ত্তি,
কমল মেলিছে আঁখি।
তারা শশী সব পাণ্ডু বরণ,
শীতল বহিছে সুখ সমীরণ,
ফুল দলে ঝরে শিশির নীর,
মগন ভাবুক নিরখি।
উষার শোভন শুভ আগমনে,
স্মর রে ভুবন-কারণ পরমে,
গাও রে আনন্দে বিভুর নাম,
হইবে চরমে সুখী॥ ৪॥

---

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।
( ঐ সুর )

ডাকো রে সবে পরম ব্রহ্মে মনের হরিষে যতনে।
জগতকারণ, জগতজীবন, ভব-ভয়-বারণে।
সৃজন-কারণ, পালন, তারণ,
বিঘ্ন-বিনাশন, পতিত পাবন,

সে জনে অন্তরে করিলে স্মরণ,
ভয় কি বল শমনে ?
যাঁহার কারণে পেয়েছ জ্ঞান,
গাও রে মন তাঁর গুণ গান,
কাম, ক্রোধ, লোভ, মান, অভিমান,
অঞ্জলি দাও তাঁর চরণে ॥ ৫ ॥

---

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।
( ঐ সুর )

পাপ নাশনে করে রে স্মরণ হইবে জীবন সফল।
সুখ মোক্ষদাতা, অখিল বিধাতা, পাপী তাপীর সম্বল।
সেই পুণ্য সূর্য্য হইলে প্রকাশ,
মোহ অন্ধকার হইবে বিনাশ,
ফুটিবে হৃদয় সরসী সলিলে, শত শত প্রেম শতদল।
পুণ্যের সৌরভে হবে পুলকিত,
আনন্দ সাগরে ভাসিবে নিয়ত,
তাঁর পুণ্য সহবাসে নিরন্তর ভুঞ্জিবে বাসনা সকল।

হৃদয় মন্দিরে দেখরে আজ,
সেই পুণ্যময় করেন বিরাজ,
ভক্তিপুষ্প লয়ে কৃতাঞ্জলি হয়ে পূজরে ভক্তবৎসল ॥৬॥

---

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

ওঠ জয় ব্রহ্ম বলে হওরে চেতন,
দেখ নিরখিয়ে, নয়ন মেলিয়ে,
কিবা শোভা অনুপম ;
মারুত হিল্লোলে, বনরাজি দোলে,
করে সুরভি বহন ;
শিশির সিঞ্চিত, নব কুসুমিত,
শ্যামল উপবন।
সুমধুর রবে, বিহঙ্গম সবে,
সুখে গায় বিভুগুণ ;
সরসী সলিলে, প্রফুল্ল কমলে,
ঝঙ্কারে অলিগণ।
লোহিত বরণে, পূরব গগনে,
উদিত তরুণ তপন ;

হল মনোহর, পরম সুন্দর,
প্রকৃতির প্রিয়বদন।
মহা কলরবে, জেগে উঠে সবে,
দেয় নিজ কার্য্যে মন;
ছিল মৃতপ্রায়, বিঘোর নিদ্রায়,
(এবে) পাইল নব জীবন।
দিবসের কর্ম্ম, নিত্য ব্রত ধর্ম্ম,
সাধনের কর আয়োজন;
প্রণমি ঈশ্বরে, বিনীত অন্তরে,
স্বকার্য্যে কর গমন।
হইয়ে প্রহরী, যিনি বিভাবরী,
করিলেন জাগরণ;
সেই দয়াময়ে, কৃতজ্ঞ হৃদয়ে,
কর রে জীব স্মরণ।
ছিলে তাঁরই কোলে, ঘোর নিশাকালে,
গভীর নিদ্রায় মগন;
তিনি প্রাণাধার, কর বার বার,
তাঁহারে অভিবাদন ॥৭॥

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

( জয় ভবকারণ—সুর )

গা তোলো পুরবাসী, রজনী পোহাইল,
দয়াময় নাম কর গান ;
কর হে ভজন, কর হে সাধন,
কর হে চিত্ত সমাধান।
অলস ত্যজিয়ে, হৃদয় ভরিয়ে,
দয়াময় নাম রস কর পান।
ভজ হে দয়াময়, পূজ হে দয়াময়,
দয়াময় রূপ কর ধ্যান ;
শয়নে দয়াময়, স্বপনে দয়াময়,
দয়াময় নাম বল অবিরাম।
অনলে, অনিলে, অচলে সলিলে,
দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
নগরে প্রান্তরে, অন্তরে বাহিরে,
দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।
ভূতলে গগণে, অরুণ কিরণে,
দেখ হে দয়াময় বিরাজমান।

তরুলতা নীরবে, পশু পক্ষী মানবে,
গাইছে সকলে দয়াময় নাম ॥ ৮ ॥

---

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।
( জয় ভবকারণ—সুর )

ভোর ভযো পক্ষীগণ বোলে,
উঠ জন্ প্রভু গুণ গাওরে।
লখ্ প্রভাত প্রকৃতি কি শোভা,
বার্ বার্ হর্ষাও রে।
প্রভুকি সুমের নিজ মনমে,
সরস্ ভাও উপজাও রে।
হোয় কৃতজ্ঞ প্রেমমে উনকে
নয়নন্ নীর বাহাও রে।
ব্রহ্ম রূপ সাগরমে মনকো,
বারম্বার ডুবাও রে।
নির্ম্মল শীতল লহরেঁ লেলে,
আতম তাপ বুঝাও রে ॥ ৯ ॥

---

রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালি।

হৃদয় মন্দিরে বিরাজেন তিনি ধরি অতুল মহিমা।
অযুত তারকাগণ চন্দ্রমাতপন, উজলয়ে ত্রিদিব ভুবন;
সে রাজরাজেশ্বরে, প্রকাশিতে নাহি পারে,
সে শোভার নাহি তুলনা।
কুসুম কাননে, উষার গগণে কতই সুন্দর মাধুরী;
সে পরম সুন্দর, জিনিয়া সবে সুন্দর,
পরাজিত কোটি চন্দ্রমা।
আকাশ পাতালে, স্থল জল অচলে,
দেখেছ কতই মহিমা;
জননী হৃদয় ধামে, সতীর পবিত্র প্রেমে,
দেখেছ কি তাঁর করুণা?
পাপীর হৃদয় ধামে, পুণ্যের বসনে,
বিরাজেন পতিত পাবন;
যেমন অমা অন্ধকার, নাশে পূর্ণ শশধর,
শীতল হইল হেরি প্রাণ।
সে চরণ সরোজে, রাখিয়া হৃদয় মাঝে,
দেখ অনিমেষ নয়নে;

শোক তাপ নাশিবে, শান্তি নীরে ভাসিবে,
রবেনা কলুষ যাতনা ॥ ১০ ॥

---

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

সবে মিলে গাও তাঁহার মহিমা ;
আজ কর রে জীবনের ফল লাভ।
হৃদয় থাল ভার, ভক্তি পুষ্প হার,
প্রভুর চরণে দাও রে দাও।
নব নব রাগ রচিত বন্দন-মালা,
গাঁথি গাঁথি দেও উপহার ;
বিশ্বাধার প্রভু সেই, যশোগীত তাঁরি,
প্রচার সকল সংসার ॥ ১১ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

ভজ মন বিভুচরণারবিন্দে,
গাও তাঁর গুণ পরম আনন্দে।
সেই চিত্তবিনোদন, মুরতি মোহন,
ধ্যান ধর সদা হৃদে ;

ত্যজিয়ে বাসনা, অসার কল্পনা,
পিয় প্রেম রস অবিচ্ছেদে।
যোগিজন চিত, সদা প্রলোভিত,
যাঁর প্রেম-মকরন্দে ;
জীবন সঞ্চার, পাতকী উদ্ধার,
হয় নিমেষে যাঁর প্রসাদে।
মনঃ সংযমন, ইন্দ্রিয় দমন,
করি লহ স্থান ব্রহ্মপদে ;
গাও তাঁর জয়, হইয়ে নির্ভয়,
সুখ সম্পদ দুঃখ বিপদে॥ ১২॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

প্রাণ খুলে সবে মিলে ডাকরে তাঁরে ;
আসিবেন প্রাণেশ প্রাণের মাঝারে।
বৃথা চিন্তা পরিহরে, ভাবরে ভাব তাঁহারে,
অনুপম শান্তি সুখ পাইবে অচিরে ;
দুঃখ পূর্ণ এ জীবন, সফল কর এখন,
বসায়ে হৃদয়-নাথে হৃদয় মন্দিরে।

যাঁহার প্রেমের বারি, একবার পান করি,
বহু দিনের পাপের জ্বালা যাই পাসরে ;
কেমনে তাঁরে পাসরি, বল এ জীবন ধরি,
এস আজ প্রাণ ভরি, ডাকি সেই প্রাণেশ্বরে ॥ ১৩ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

প্রভাতি গাইছে বিপিনে পাখী।
বরষি শ্রবণে অমিয় ধারা ॥
যাঁর গুণে বাঁধা রে ভুবন,
নাম গুণ গাওরে তাঁহার।
যাঁর যশে ভাসিছে জগত্‌,
তাঁরে তরে মেলরে আঁখি ॥ ১৪ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

এসেছি সকলে পিতার ভবনে ;
পিতা পিতা বলি ডাকিব সঘনে।
লইবেন পিতা সকলে, পাতিয়ে স্নেহের কোলে,
ঢালিবেন শান্তি-বারি তাপিত প্রাণে।

দেখাবেন প্রেম-আননে, আজি পুত্র কন্যাগণে,
মোরা আঁখিভরে হেরিব সে আননে।
(আঁখি ফিরাবনা)
সে প্রেমের চাঁদ উদিলে, হৃদে সুখসিন্ধু উথলে,
আঁখি পান করিবে, সে চাঁদের কিরণে।
(চকোরের মত)
আসিছেন পিতা আমাদের, জানিতে বেদনা হৃদয়ের,
এস লুটাইগে প্রাণ মন তাঁরি চরণে ॥ ১৫ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

এমন দিন না রবে তা জান।
এসেছিলে একেলা একা যাইবে।
চির দিন রহিবে যে ধন,
সেই ধনে রাখ যতনে ॥ ১৬ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল তেওট্।

শেষের সে দিন মন, কররে স্মরণ,
ভবধাম যবে ছাড়িবে।

সুখ স্বপন যত, দেখিছ অবিরত,
চিরদিনের মত ফুরাবে।
কাল-শয্যায় শুয়ে, নিজ পাপ স্মরিয়ে,
যবে দুধারে নয়ন ধারা বহিবে;
ভাই ভাগিনী যত, কাঁদিবে অবিরত,
শিশু সন্তান ধূলায় লুটাবে।
স্নেহময়ী জননী, হারায়ে নয়ন-মণি,
গাইয়ে তব গুণ কাঁদিবে?
প্রাণ সম প্রেয়সী, অধোবদনে বসি,
কেঁদে ধরাতল নয়ন জলে ভাসাবে।
অতএব লও, ব্রহ্ম পদে আশ্রয়,
যদি বিপদে নিরাপদ হইবে।
তিনি হে মৃত্যুঞ্জয়, যাঁহার কৃপায়,
মরণে নব জীবন পাইবে ॥ ১৭ ॥

---

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

ও ভাই থেকনা বিষয়ে মগন।
গেল গেলহে দিন হও সচেতন ॥

মানব জনম লয়ে, আছহে বল কি লয়ে,
অলসে অবশ হয়ে, যায় যে জীবন।
প্রভুর ইচ্ছা পালনে, এস সবে প্রাণপণে,
আনন্দে উৎসর্গ করি এ দেহ এখন।
তাঁরি কার্য্যে সদারব, সেবিয়ে কৃতার্থ হব,
তাঁহারি করুণা স্রোতে দিব সন্তরণ ॥ ১৮ ॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

যার মা আনন্দময়ী তার কিবা নিরানন্দ।
তবে মা মা করে পাপে রোগে শোকে কেন কাঁদ।
মাঝখানে জননী বসে, সন্তানগণ তাঁর চারি পাশে,
ভাসাইছেন প্রেমময়ী প্রেমনীরে;
পাপ তাপ সব দূরে গেল, আনন্দ রস উথলিল,
বাহু তুলে মা মা বলে নৃত্য কর সন্তানবৃন্দ ॥১৯॥

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল একতালা।

শিব সুন্দর চরণে মন মগ্ন হয়ে রও রে।
ভজ রে আনন্দময়ে, সব যন্ত্রণা এড়াও রে,

বিভু পাদপদ্মে সুধাহ্রদে ডুবে প্রাণ জুড়াও রে।
শুদ্ধ, সত্য, হিরণ্ময় মানস-পটে তাঁরে,
নিরখিয়ে সচেতনে পূর্ণকাম হওরে ॥২০॥

---

রাগিণী সিন্ধুভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

উথলে হৃদয় যাঁর নাম গানে রে মন।
বৃথা কি ভাবরে আর, ভুলরে ভব সংসার,
শুন তাঁর নাম গুণ, এক মনে এক তানে।
অস্থিতে অস্থিতে নাম, লিখ হবে পূর্ণকাম;
শীতল হবে হৃদয়, ঐ নাম পীযূষ পানে ॥২১॥

---

রাগিণী টোড়ি—তাল আড়াঠেকা।

আনন্দ মনে, বিমল হৃদয়ে, ভজ রে ভব-তারণে।
ভরিয়ে হৃদয় প্রীতির কুসুমে,
ঢালি দাও প্রভুর চরণে ॥২২॥

---

রাগিণী টোড়ি—তাল আড়াঠেকা।

গেল বিভাবরী, আইল শুভ্র-বসনা উষা;
মগন হও রে অমৃত সাগরে।
চির দিন তাঁরে রাখ হৃদয়ে;
কেহ তাঁর সমান, চখে দেখে নাই, শুনে নাই
শ্রবণে ॥ ২৩ ॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কত আর নিদ্রা যাও ভারত সন্ততিগণ।
নয়ন খুলিয়া দেখ, শুভ উষা আগমন।
অধীনতা অন্ধকার, পাপ তাপ দুর্নিবার,
মঙ্গল জলধি জলে হতেছে চির মগন।
সযতনে ধীরে ধীরে, প্রাতঃসমীরণ স্বরে,
ডাকেন ভারত মাতা পরি উজ্জ্বল বসন;
উঠ বৎস প্রাণসম, যত পুত্র কন্যা মম,
কাল রাত্রি অবসানে উদিল সুখ-তপন।
বিশাল বিশ্ব মন্দিরে, সত্য-শাস্ত্র শিরে ধরে,
বিশ্বাসেরে সার করে, কর প্রীতির সাধন;

নর নারী সমুদয়ে, এক পরিবার হয়ে,
গলবস্ত্রে পূজ তাঁরে, যা হতে পেলে এদিন ॥২৪॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

এত দিনে পোহাইল ভারতের দুঃখ রজনী।
প্রকাশিল শুভক্ষণে নব বেশে দিনমণি।
দেখে পাপেতে কাতর, সর্ব্ব জনে জয় জয়,
পাঠায়েন স্বর্গরাজ্য, মুক্তি দাতা পিতা যিনি।
সেই রাজ্যে প্রবেশিতে, এস সবে আনন্দেতে,
ছিন্ন করি পাপ পাশ বীর পরাক্রমে ;
ঊর্দ্ধ দিকে হস্ত তুলি, গাও তাঁরে সবে মিলি,
জয় জগদীশ বলি, কর সদা জয়ধ্বনি ॥২৫॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

শান্তি নিকেতন ছাড়ি কোথা শান্তি পাবে বল ;
সংসারে শান্তির আশা, মরীচিকায় যথা জল।
কভু সুখ পারাবার, কভু হয় হাহাকার,
জীবন যৌবন ধন সকলি অতি চঞ্চল।

আজ পুত্র আলিঙ্গন, কাল তারে বিসর্জ্জন,
আজ প্রিয় প্রেমালাপ, কাল বিলাপ কেবল ;
সংসারের এই দশা, কোথায় শান্তির আশা,
শান্তি সুখ চাহ যদি, সেই আনন্দ ধামে চল ॥২৬॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

দুঃখ নিশা হল অস্ত, থাক কেন অচেতন ,
উঠ, হের উজলিল, সত্য জ্যোতিতে ভুবন।
বিহঙ্গ মধুর স্বরে, বিভুগুণ গান করে,
মাতিল জগত আজি, পরমেশ প্রেমভরে ;
প্রকৃতি খুলি ভাণ্ডার, দিতেছে তাঁর উপহার,
আমরা কি ঘোরাবেশে, থাকিব নিদ্রায় মগন, ?
আছি মোরা বহুদিন, জ্ঞানপ্রেমভক্তিহীন,
সত্য প্রস্রবণ ছাড়ি, রয়েছি পাপেতে লীন ;
হবে সব দুঃখ শেষ, পূজি গিয়ে পরমেশ,
তাঁহার অর্চ্চনা বিনা, কোথায় নব জীবন ॥২৭॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কাল রাত্রি পোহাইল উদিল সুখ তপন,
আর কি ভারত যুবা থাকে ঘুমে অচেতন।
এত শোক যার ঘরে, সেকি গো ঘুমাতে পারে,
তার কি উচিত হয়, থাকে হয়ে অচেতন?
অধীনতা কারাগারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
কোটী কোটী নারী নরে উঠে কর দরশন।
কারার বন্দিনী প্রায়, বৃথা দিন চলি যায়,
রহিল পশ্চাতে পড়ি ভারত ললনা;
বিধবার হাহাকারে, প্রাণ ফাটে ঘরে ঘরে,
রমণীর নেত্রাসারে ভাসিছে বিধুবদন।
যুবক যুবতী যত, পাশবদ্ধ পাখী মত,
দারিদ্র্য দুর্দ্দশা ক্লেশ কত যে করে বহন;
বহু পরিবার লয়ে, অর্থাভাবে ম্লান হয়ে,
অশেষ যন্ত্রণা সয়ে বিষাদে কাটে জীবন।
এই সব মহাপাপে, এই সব মনস্তাপে,
পড়েছ কি অভিশাপে আছ হয়ে বিচেতন;

করো নাক অবহেলা, নাহি ঘুমাবার বেলা,
বিধাতা ডাকিছেন দ্বারে উঠ হে মেলি নয়ন ॥২৮

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

অয়ি সুখময়ি উষে, কে তোমারে নিরমিল ?
বালার্ক সিন্দূর ফোঁটা কে তোমার ভালে দিল ?
হাসিতেছ মৃদু মৃদু, আনন্দে ভাসিছে সবে,
কে শিখা'ল এই হাসি, কেবা সে যে হাসাইল ?
ভুবন মোহিত করি, গাইছ বিপিনে কারে,
বল কে সে পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করিছ যাঁরে ?
কমল নয়ন মেলি, কার পানে চেয়ে আছ,
কার তরে ঝরিতেছে প্রেম অশ্রু নিরমল ?
এই ছিল জীবগণ, মৃতপ্রায় অচেতন,
তব দরশন মাত্র পাইল নব জীবন ;
বারেক আমারে তুমি, দেখাও দেখাওদেখি তাঁরে,
হেন সঞ্জীবনী শক্তি যে তোমারে প্রদানিল ॥২৯॥

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

আমায় বল ওগো ধরণি। তুমি ধনী কার ধনে,
দয়া করে বল মোরে পাই না তাঁরে আমি মনে।
উজ্জ্বল হেম অম্বরে, শিশির মুকুতা হারে,
কে তোমার কলেবরে, সাজাইল সযতনে;
কে সাজাল তোমায় বল, ফুল ফল আভরণে,
গর্ভ তব কে পূরিল দিয়ে বিবিধ রতনে?
সুখময়ী উষে বল, পাইয়ে কাহার বল,
ধরেছ রূপ উজ্জ্বল, পরেছ সিন্দূর ভালে;
প্রভাকর প্রভাকর, বল কাহার প্রভা গুণে,
কাহার গুণে জগজ্জনে তুমি আনিলে চেতনে?
বল তরু লতাগণ, সরিত সাগর বন,
নির্ঝর গিরি পবন, যত বিহঙ্গমগণ;
কাহার বলে অবহেলে, রহিয়াছ এ ভূতলে,
সবে মিলে কুতূহলে আছ কার গানে ধ্যানে?
তোমরা সকলে যাঁরই, আশ্রয়েতে আছ তাঁরই,
আশ্রিত আমরা সবে চাই পূজিবারে তাঁরে;

এস তবে মিলে সবে, ভক্তিভাবে উচ্চরবে,
সঘনে প্রীত মনে মজি তাঁরই গুণগানে ॥৩০॥

---

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

বচন অতীত যাহা কয়ে কি বুঝান যায়;
আকাশ যাঁহার নাম, সাদৃশ্য দিব কোথায় ?
দেশ কাল উভে জিনি, বিস্তারেন রাজ্য যিনি,
বাক্য কি বলিবে তাঁরে মন যাঁরে নাহি পায় ?
যদ্যপি চাহ জানিতে, দৃঢভাব করি চিতে,
চিন্তহ তাঁহায়,
পাইবে যথার্থ জ্ঞান, নাশিবেক মিথ্যা ভান,
নাহি আর অন্য উপায় ॥৩১॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া ঠেকা।

জগত মোহিনী উষা আগত অবনীতলে।
নয়ন মেলবে মন জয় জগদীশ বলে।
যাঁর স্নেহময় কোলে, নিশ্চিন্ত নির্ভয়ে ছিলে,
প্রসারণ কর পদ নমি তাঁর পদতলে।

কবি-জন-মনোহরা, সুন্দর শ্যামল ধরা,
দিতেছে অঞ্জলি দেখ, অশ্রুসিক্ত ফুলদলে।
জড়তা ত্যজরে মন, শীঘ্র হও সচেতন,
নাম জয় ধ্বনি শুন,বাজিতেছে জলস্থলে ॥৩২॥

---

রাগিণী ললিত—তাল জলদ তেতালা।

জাগরে প্রাণ বিহঙ্গ, ত্যজ নিদ্রাবেশ।
ঝঙ্কারি ললিত তান, ডাক হৃদয়েশ ॥
বিমল প্রভাতে, ডাক প্রাণনাথে,
মেলিয়ে প্রেম নয়ন হের অনিমেষ।
আনন্দবদনে নাম, গাও গাও অবিরাম,
অপার আনন্দে প্রাণ, হইবে মগন ;
প্রাণেশ শোভন, বিভু মনোমোহন,
দিবেন দরশন, রাজরাজেশ ॥৩৩॥

---

রাগিণী ললিত—তাল ঢিমে তেতালা।

অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যেই করিল রচনা ;
কি ভুলে ভুলিয়া মন বারেক তাঁরে ভাবনা ?

জলে স্থলে শূন্যে যিনি, আছেন ব্যাপ্ত আপনি,
যাহতে হতেছে এই সংসার কল্পনা ॥ ৩৪॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

উঠরে অলস মানস আমার,
প্রণতি কর রে বিভুচরণে;
হল নিশি অবসান, বিভুগুণ গান,
কর রে মন রে অতি যতনে।
নিদ্রায় অচেতন ছিলে যে কালে,
রাখিলেন যিনি অতি কুশলে,
এখনি তাঁহারে ভুল কি করে;
তরঙ্গ-পূরিত সংসার জলে,
সন্তরিবে আজ কাহারি বলে,
তোমায় উঠাইতে কূলে, এ মহীমণ্ডলে,
আর কেহ নাই সে বিভু বিনে।
লোহিত বরণ রবি গগনে,
তরু লতা আর বিহঙ্গগণে,
মজেছে দেখ রে সে গুণ গানে;

অরে যত সব অচেতনগণ,
গাও বিভু গুণ হয়ে সচেতন,
তুমি হবে সচেতন র'লে অচেতন,
চেতনের চেতনে ডাক সঘনে ॥৩৫॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

ধর ধৈর্য্যধর, ক্রন্দন সম্বর,
আশা কর নিরাশ হ'ও না হ'ও না।
পাপীর ক্রন্দন ধ্বনি, শুনিবেন জননী,
চিরদিন দুঃখ রবে না রবে না।
লয়ে প্রেম ক্রোড়ে, বসায়ে আদরে,
ভাসাইবেন সবে আনন্দের নীরে;
মধুর বচনে, তুষিবেন যতনে,
ক্ষান্ত হও খেদ কর না কর না।
মুছাইয়ে চক্ষের জল,
তাপিত প্রাণ কর্‌বেন শীতল,
করিবেন মঙ্গল, স্থান দিবে শান্তি নিকেতনে;

শিশুর ক্রন্দন রব মায়ে কি কখন,
নির্দ্দয় হয়ে পারেন করিতে শ্রবণ,
লইবেন কোলে, পাপী পুত্র বলে,
স্থির হও আর কেঁদ না কেঁদ না।
তাঁর স্নেহের নাই উপমা,
অসীম তাঁর করুণা,
নির্ভর কর তাঁহাকে, অধীর হইও না;
দেখ রে দৃষ্টান্ত তোমার মত কত,
শোকে তাপে যারা ছিল অভিভূত,
চরণ ছায়ায়, পাইয়ে আশ্রয়,
করিছে নির্ভয়ে সত্যের জয় ঘোষণা ॥৩৬॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

আর কেন বৃথা দিন করি হে হরণ।
যদি জেনেছ হে ভাই, পরিত্রাণ নাই,
বিনা সে সুহৃদ পতিত পাবন।

শান্তি ছাড়ি কেন, অনিত্য কারণ,
বাশি রাশি কতই পাপ করি অনুক্ষণ;
একবার গদ গদ মনে, প্রভুর চরণে,
কৃতাঞ্জলি পুটে লইগে শরণ ॥ ৩৭ ॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

হৃদি পদ্মাসনে বসায়ে যতনে,
করবে অর্চ্চনা সেই প্রাণেশ্বরে।
নব নব ভাবে প্রেম অনুরাগে,
গাও তাঁর যশঃ প্রাণ মন ভরে।
পরম সুন্দর পবিত্র চরণ,
যতনে কররে হৃদয়ের ভূষণ,
ভক্ত চিত্তহারী ভবার্ণব তরী,
অতুল মাধুরী বর্ণিতে কে পারে?
পাপ তাপ নাহি রবে,
আনন্দ নীরে ভাসিবে,
পুণ্যময়ের আবির্ভাবে,
নিমেষে সন্তাপ হরে;

ছাড় আর যত অসার সাধন,
হৃদয়ে দেখরে হৃদয়ের ধন,
হয়ে শান্তচিত প্রেমে বিগলিত,
পিয প্রেমামৃত প্রফুল্ল অন্তরে ॥৩৮॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালি।

চিন্তয় মম মানস;
পূর্ণ ব্রহ্ম নিরঞ্জনে,
বিষয় মদিরা পানে, থেকো না অচেতনে,
অসার সুখে অবশ।
দেখ রে যতনে, মাজি হৃদি দরপণে,
অরূপ অপরূপ প্রাণ রমণে,
সফল করহ মানব জীবন;
কিবা কায আছে আর আসি ভব বাসে,
থাকিয়ে বন্দীসম মহা মোহ পাশে;
কাট ভববন্ধন, স্মরি ভব বন্দন,
বিভু প্রেম সুধারসে, হয়ে সরস ॥ ৩৯ ॥

রাগিণী বিভাস— তাল কাওয়ালি।

জয় জগবন্দন সত্য সনাতন।
গাও তাঁহাব যশঃ আনন্দে হবে মগন॥
প্রেম অঞ্জলি দেও তাঁহার চরণে,
বসায়ে প্রাণেশ্বরে হৃদয় আসনে;
দেখ তাঁর প্রেমমুখ নয়ন ভবিয়ে,
ভক্তিভবে কর তাঁব প্রেম কীর্ত্তন।
তাঁর প্রেম তত্ত্ব কে জানে সংসারে,
প্রেমিক দেখে তাহা হৃদয় মাঝারে;
প্রেমে পরাজিত বিশ্ব ভুবন,
প্রেমসিন্ধু সেই ভুবনমোহন॥ ৪০ ॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল কাওয়ালি।

( মধুকানের সুব )

পেয়েছ নিকটে তাঁরে, হারাইও না হেলা করে,
তিনি অন্তরের ধন রাখিতে হয় অন্তরে।
সেই প্রাণ সখা হতে, নাহি থেক অন্তরেতে,
তবে অবিচ্ছেদে তাঁরে, পাইবে নিজ অন্তরে।

দেখিতে চাহিলে তাঁরে, দেখা দিবেন অন্তরে,
তিনি অন্তরের ধন, কভু না থাকেন অন্তরে।
যত যোগীন্দ্র মুনীন্দ্র, নিরখিছে সেই চন্দ্র,
আমাদের প্রাণবল্লভ, প্রাণ মাঝে দেখ তাঁরে ॥৪১॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

তুমি কার কে তোমার কারে বলরে আপন।
মহামায়া নিদ্রাবশে দেখিছ স্বপন।
নানা পক্ষী এক বৃক্ষে, নিশিতে বিহরে সুখে,
প্রভাত হইলে দশ দিকেতে গমন।
তেমতি জানিবে সব, অমাত্য বন্ধু বান্ধব,
সময়ে পলাবে তারা কে করে বারণ।
কোথা কুসুম চন্দন, মণিময় আভরণ,
কোথা বা রহিবে তব প্রাণপ্রিয়জন,
ধন যৌবন মান, কোথা রবে অভিমান,
যখন করিবে গ্রাস নিষ্ঠুর শমন ॥ ৪২ ॥

---

রাগিণী ললিত বিভাস -তাল ঢিমাতেতালা।

( ইংরেজী সুর )

বহিছে ধীর, প্রাতঃ সমীর,
লয়ে নাথের বারতা মধুর।
মধুর স্বরে, বলিছে সবারে,
দেখ দুয়ারে, প্রাণের ঈশ্বর।
লয়ে অমৃত, প্রাণনাথ,
এলেন ত্বরিত, জাগিয়ে হের;
হৃদি দুয়ার, খুলি তোমার,
লও তাঁহারে লও সত্বর।
হেরি তাঁহারে, ভাস সুখনীরে,
গাও তাঁহার নাম মধুর;
প্রাণেশ বলি, ডাক প্রাণ খুলি,
সকল তাপ যাইবে দূর ॥৫৩॥

---

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

যিনি মহারাজা, বিশ্ব যাঁর প্রজা,
জান না রে মন আমি পুত্র তাঁর।

সামান্যত নই, রাজ পুত্র হই,
পিতার ধনে আমার পূর্ণ অধিকার।
আমারি পিতার রাজ্য সমুদয়,
আমারে কে বা দিতে পারে ভয়,
এ ভব সংসার, পিতার পরিবার, কণ্ঠের হার রে;
পিতার রাজসিংহাসন হৃদয় আমার।
পিতার ভালবাসায় সবে ভালবাসে,
বৃক্ষগণ নানা ফল ফুলে তোষে,
বায়ু বহে গায়, জলদ যোগায়, জল রে;
তাইতে রবি শশী এসে নাশে অন্ধকার ॥৪৪॥

---

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

ভোর হইল নিশা ডাকরে মানস—
বিহঙ্গ নিজরবে প্রাণেশে।
থেকো না ভবনীড়ে, করিরে বারণ,
মৃতপ্রায় মোহ নিদ্রাবেশে।
পোহাল যামিনী, নব দিনমণি,
বিকাশি নবীন বিভা গায় তাঁরে;

তুমি নব রাগে, নব প্রেমে মাতি,
গাও সে নিত্য মহেশে ॥৪৫॥

রাগিণী রামকেলি—তাল আড়া ঠেকা।

গ্রাস করে কাল পরমায়ু প্রতিক্ষণে ;
তথাপি বিষয়ে মত্ত সদা ব্যস্ত উপার্জ্জনে।
গত হয় আয়ু যত, স্নেহে কহ হলো এত,
বর্ষ গেলে বর্ষ বৃদ্ধি বলে বন্ধুগণে।
এসব কথার ছলে, কিম্বা ধন জন বলে,
তিলেক নিস্তার নাই কালের দর্শনে।
অতএব নিরন্তর, চিন্ত সত্য পরাৎপর,
বিবেক বৈরাগ্য হলে কি ভয় মরণে ॥৪৬॥

রাগিণী রামকেলি—তাল আড়া ঠেকা।

এক দিন যদি হবে অবশ্য মরণ ;
তবে কেন এত আশা এত দ্বন্দ্ব কি কারণ ?
এই যে মার্জ্জিত দেহ, যাতে এত কর স্নেহ,
ধূলিসার হবে তার মস্তক চরণ।

যত্নে তৃণ কাষ্ঠ খান, রহে যুগ পরিমাণ,
কিন্তু যত্নে দেহনাশ না হয় বারণ।
অতএব আদি অন্ত, আপনার সদা চিন্ত,
দয়া কর জীবে, লও সত্যের শরণ ॥৪৭॥

---

রাগিণী রামকেলি—তাল আড়াঠেকা।

মনে কর শেষের সে দিন ভয়ঙ্কর;
অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।
যার প্রতি যত মায়া, কিবা পুত্র কিবা জায়া,
তার মুখ চেয়ে তত হইবে কাতর।
গৃহে হায় হায় শব্দ, সম্মুখে স্বজন স্তব্ধ,
দৃষ্টিহীন নাড়ীক্ষীণ হিমকলেবর।
অতএব সাবধান, ত্যজ দম্ভ অভিমান,
বৈরাগ্য অভ্যাস কর, সত্যেতে নির্ভর ॥৪৮॥

---

রাগিণী কুকব—তাল তেওট।

তাঁহারি শরণ লয়ে রহিও, শরণ লয়ে রহিও।
যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন;
তাঁরে আগে দেখিও ॥৪৯॥

রাগিণী কুকব—তাল আড়াঠেকা।

কেন ভোল ভোল চির সুহৃদে,
ভুল না চির সুহৃদে।
ধন প্রাণ মান সকলি যাঁহ'তে,
এমন সুহৃদে, কেন ভোল।
থেক না থেক না তাঁ হতে অন্তর,
তাঁবে ছেড়ে ত্রাণ কোথায়, কোথা শান্তি বল;
চিরজীবন সখা, চির-সহায়ে,
করুণা-নিলযে, কেন ভোল ॥৫০॥

---

বাগিণী আলাইযা—তাল কাওযালি।

অন্তরতর অন্তবতম তিনি যে, ভুলনারে তাঁয়;
থাকিলে তাঁহাব সঙ্গে পাপ তাপ দূবে যায়।
হৃদয়ের প্রিয়ধন তাঁর সমান কে,
সেই সখা বিনে সুখ শান্তি দিবে কে তোমায়?
ধন জন জীবন সব তাঁরি করুণা,

তাঁর করুণা মুখে বলা নাহি যায়;
এত যার করুণা তাঁরে কি ভুলিবে,
তাঁরে ছাড়িয়ে ভব-সাগরে ত্রাণ কোথায় ॥৫১॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

আনন্দ বদনে জয়জগদীশ বল রে।
জীবন সফল কর নাম-সুধা পানে রে।
যাঁহার ইঙ্গিত ক্রমে, দেখ পূরব গগনে,
লোহিত বরণে ভানু কি শোভা ধরিল রে।
এই যে মলয়ানিলে, বহিয়া মৃদু হিল্লোলে,
শীতলে জীবের প্রাণ তাঁহার আদেশে রে;
এই যে বিহগগণে, মোহন মধুর তানে,
তাঁহার মহিমা গানে ঢালিছে সুধায় রে।
এই যে কুসুম কুল, সৌরভে করি আকুল,
তাঁর প্রেম পবিত্রতা বিকাশে হাসিয়া রে;
প্রকৃতি শিশির ছলে, তাঁর প্রেম রসে গলে,
ফেলিছে নয়ন বারি আনন্দে মাতিয়া রে।

গাইলে তাঁহার নাম, সুখ শান্তি অবিরাম,
নিত্য প্রেম পবিত্রতা লভিবে জীবনে রে ;
সারা নিশি যাঁর বুকে, ঘুমায়ে ছিলাম সুখে,
সুখের প্রভাতে এস তাঁর গুণ গাইরে ॥৫২॥

---

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—তাল কাওযালি।

ওরে দয়াল নামে ভাস সুখে মন আমার।
কেন রে ভাব আর ;
ওরে দয়াময় এই মন্ত্র জ'পে, দয়াময়ে প্রাণ সঁপে,
দয়াল বলে ভবার্ণবে দাও সাঁতার।
তরঙ্গ গর্জ্জনে শঙ্কা পেও না,
কলুষ কুম্ভীর পানে ফিরেও চাহিও না ;
ভয় কিরে মহামন্ত্র ভুলোনা,
কিছুতেই কিছু হবে না ;
যদি পড়রে আবর্ত্ত জলে, ঊর্দ্ধে দুই বাহু তুলে,
বলো কোথায় র'লে ভবের কর্ণধার।
চেয়ে দেখ হলো বেলা অবসান,

মিছে কাযে কেন হায় রে ভুল নিজ পরিত্রাণ,
দূরে ফেলে দাও ধূলির ধন মান,
বিবেক ভেলায় দৃঢ় বাঁধ প্রাণ;
ওরে সাহসে নির্ভর করে, ঝাঁপ দিয়ে যাওরে পড়ে,
ডুবিলেও অবশ্য পাবে উদ্ধার ॥৫৩॥

---

রাগিণী খট—তাল বৎ।

কি ভয় ভাবনা রে মন লয়েছি যাঁর আশ্রয়।
সর্ব্বশক্তিমান তিনি অনন্ত করুণাময়।
একবার ব্যাকুল অন্তরে, দয়াল বলে ডাকলে তাঁরে,
সেই দীনবন্ধু ভক্তবৎসল দেখা দিবেন তোমায়।
কি করিবে ভ্রাতৃগণে, অপমানে নির্যাতনে,
না হয় মরিব প্রাণে, গাইয়ে তাঁহার জয়।
শুনেছি আশা বচন, মরিলে পাব জীবন,
চিরকাল সুখে থাকিব, এই তাঁর অভিপ্রায়।
নির্জ্জন হৃদিকুটীরে, লয়ে সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
আনন্দে আহ্লাদে সদা করিব জীবন ক্ষয়।

তাঁর কাছে খুঁটি হয়ে, থাকহে তুমি নির্ভয়ে,
বিশ্বাসের দুর্গে বসে, বল জয় জয় দয়াময় ॥৫৪॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল পোস্ত।

দয়াল নামামৃত রসে ডুবে থাক্‌রে আমার মন।
চিরবৈরাগ্য ব্রত করিয়ে অবলম্বন।
নিষ্কাম নিঃসঙ্গ ভাবে কর সংসার পালন;
জ্ঞান ভক্তি কর্ম্মযোগের একত্র কর সাধন।
প্রেমসুধাপানে মত্ত হয়ে অনুক্ষণ,
সাধুসঙ্গে সৎপ্রসঙ্গে কর সুখে কাল হরণ ॥৫৫॥

রাগিণী খট মিশ্র—তাল ছপকা।

মানুষ জনম সফল হো যায়
ভক্তিপ্রেম প্রভু সঙ্কীনে।
যবহি ভক্তি হৃদয়মে জাগে,
শরণ পিতা কি লীণে;
পাপ বিকার মিটেঁ ছিন্ ছিন্ মে,
প্রভু চরণন্ চিত্ত দিনে।

কপট রহিত যে প্রভুকো গাওয়ে
সাধুসঙ্গ নিত রাখে,
ধর বিশ্বাস জপে নিশ্ বাসর,
অমৃত রস ওহ চাখে ॥৫৬॥

---

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়াঠেকা।

হে মন কর আত্মানুসন্ধান,
শমন ভয় রবে না রবে না।
পঙ্কজ-দল-জল, ইব জীবন চঞ্চল,
ধন জন চপলা সমান, রবে না রবে না।
মোহ পাশ-বন্ধন, জ্ঞানাস্ত্রে কর ছেদন,
সত্যে কর প্রীতি, পাইবে পরিত্রাণ।
এখনি হইবে সুখী, আত্মাতে আত্মারে দেখি,
কথা মান প্রবীণ অজ্ঞান, ভুল না ভুল না ॥৫৭॥

---

## অপরাহ্ন।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

ভুলো না ভুলো না,
প্রাণসখারে ভুলো না, যাতনা রবে না।
যাঁর প্রেম মুখচ্ছবি, আকাশে প্রকাশে রবি,
সুধাধার জ্যোৎস্না।
কতবার প্রেমভরে, দাঁড়ায়ে হৃদয়দ্বারে,
ডাকিছেন তোমারে, সুমধুর স্বরে;
কেমন পাষাণ মন, কেমন কঠিন প্রাণ,
শুনিয়েও শুন না॥৫৮॥

—— ——

বাউলে সুর—তাল একতালা।

কোথা যাসরে ভাই তাঁর অন্বেষণে,
বল্ দেখি আমায়।
যে জন ডাক্‌তে জানে, কাতর প্রাণে,
ঘরে বসে সে যে পায়॥

গলায় আছে গলার হার,
কোথায় যাস্ তাঁর তরে আর,
ভাব বুঝে উঠা ভার;
দেখ্‌বে প্রেমনয়নে, হৃদয় ধনে,
হৃদয় মাঝে পাবি তাঁয় ॥৫৯॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

বিনা দুঃখে হয় না সাধন,
সেই যোগী জনার বাঞ্ছিত চরণ রে।
সহজে কি হয় কখন পাষণ্ড দলন রে;
সুখশয্যায় শুয়ে কেবা পেয়েছে কখন,
সেই দেবের দুর্লভ অমূল্য রতন রে?
অশ্রুপাত করে বীজ কর রে বপন রে,
(যদি) মনের আনন্দে শস্য করিবে কর্ত্তন রে।
প্রভুর কার্য্যে হয় যদি এ দেহ পতন রে,
(তবে) পরিণামে দিব্য ধামে করিবে গমন রে ॥৬০॥

বাউলে সুর— তাল একতালা।

পুরবাসী রে,
তোরা যাবি যদি অমৃত নিকেতনে চলে আয়।
থাকুক্ যথা আছে ধন জন,
আর সে ছার ধনে কায নাই।
তোদের মর্ম্ম ব্যথা আর না রহিবে,
রোগ শোক পাপ দূরে গিয়ে প্রাণ শীতল হবে;
একবার দেখ্‌লে প্রভুর প্রেম মুখ,
সব দুঃখ দূরে যায়।
আর কত দিন সে মায়েরে ভুলে,
থাক্‌বি বিদেশেতে মিছে কাজে মায়ের কোল ছেড়ে,
( তোদের ) কোলে নেবার তরে সদাই সে যে,
ডেকে ডেকে ফিরে যায় ॥৬১॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

( ঐ সুর )

কে আমায় ডাক বিদেশী সাধু মধুর ভাবে,
যেতে স্বদেশে।

আমার ধন মান পরিজন কাজ নাই গৃহবাসে।
আমি অভাগা দীন পরাধীন,
আছি রোগে শোকে পাপে তাপে পিতামাতা-হীন;
কবে যাবে জ্বালা প্রাণ জুড়াবে, হৃদে পেয়ে প্রাণেশে।
আর কত দিন এই আঁধারে পড়ে,
থাক্‌ব বিদেশেতে একাকী সেই মায়ের কোল ছেড়ে,
আর ফিরাব না পাষাণ মনে জননীরে নিরাশে।
এবার পাইলে সেই হারাণ রতন,
রাখব মনের সাধে হৃদে গেঁথে করিয়ে যতন;
যাবে জন্মদুখীর সকল দুখ প্রেম-বারি পরশে ॥৬২॥

---

বাউলে স্বর—তাল একতালা।

কি হবে আর ভেবে অসার ভাবনা।
দয়াল নাম রসে ডুবে থাক না।
তত্ত্ব-সুধা পান করে, মত্ত হয়ে প্রেমের ঘোরে,
পরম আনন্দে কর পরব্রহ্মের যোগ সাধনা;
সকল দুঃখ দূরে যাবে পূরিবে মনস্কামনা।

মায়াব কাননে বসি, ভ্রান্ত হয়ে দিবানিশি,
যাদের তরে ভাবিতেছ তাবা কেউ সঙ্গে যাবে না;
যা করেন বিধি তাই হবে, ভাবিলে কিছু
হবে না ॥৬৩॥

---

বাউলে সুব—তাল একতালা।

( কি হবে আব ভেবে অসাব ভাবনা—সুব )

প্রেমতত্ত্ব রসে ডুবে দেখ্‌রে আমার মন বে।
দেখে অবাক্ হবি, ভুলে যাবি,
কত পাবি অমূল্য রতন রে।
কি ছার সুখেব লোভে, বাত্রি দিন মর ভেবে,
তবুত মনের সুখে, গেলনাক কোন দিন;
(ও তোর) সুখ তৃষ্ণা মরীচিকার
(কভু) হবে না বারণ রে।
প্রেমবারি পান করিলে, সব দুঃখ যাবে চলে,
প্রেম হিল্লোলে সুখে, করিবে রে সন্তরণ;
(ও তোব) হৃদয় মাঝে প্রেমের খনি,
কর তায় অবতরণ রে ॥৬৪॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।

প্রেম সাগরের তরঙ্গ দেখে ভয় কর না।
এই যে দেখিছ বিশাল বিক্রম,
এতে ডুবিলেও মানুষ মরে না।
যে জন সাহসে ভর করে, অগাধ প্রেম সিন্ধুনীরে,
একবার ডুবিতে পারে;
সে আর চাহেনা ফিরে আসিতে, মগ্ন হয়ে আনন্দেতে,
করে রত্ন আহরণ, মহামূল্য ধন,
ভুলে জন্মের মতন সংসার বাসনা।
বিষয় বুদ্ধি বিলোপ হবে, ঐহিকের সুখ চলে যাবে,
এখন আর তা ভাব্‌লে কি হবে;
যদি এ পাপ জীবন দিলে, অনন্ত জীবন মিলে,
তাতে আছে কিবা ক্ষতি, ওবে ভ্রান্তমতি,
সত্য কেন ভাব কল্পনা?
যদি প্রেমে পাগল হয়ে, একেবারে যাও হে বয়ে,
স্বর্গের সুখ পাবে হৃদয়ে;
বিষয় মদে পাগল যারা, তোমায় পাগল বলবে তারা,
কিন্তু দিব্য জ্ঞান প্রভাবে, দেখ্‌বে তুমি সবে,
(যেন) চক্ষু থাক্‌তে হয়ে আছে কানা॥৬৫॥

বাউলে সুর—তাল যৎ।

আর কি দেখ রে সদা শুদ্ধ শান্ত মনে।
সচৈতন্যে পূর্ণব্রহ্মে ডাক।
ত্যজিয়ে সংসার আশা, পূর্ণ কর মন-আশা,
যে জন্যেতে ভবে আসা, দেখ যেন ভুলনাক।
ধন জন যৌবন, লজ্জা ভয় অভিমান,
সকল দিয়ে বিসর্জ্জন, পিতার চরণতলে পড়ে থাক ॥৬৬॥

---

রাগিণী পিলু—তাল পোস্ত।

চল সে অমৃত ধামে শান্তিহারা নরনারী।
শীতল হবে যদি চল সবে ত্বরা করি।
যেথানে নাহি শোক, নাহি পাপ নাহি দুঃখ,
আনন্দ সমীরণ বহে যথা স্নিগ্ধকারী।
খোল হৃদয়দ্বার, ঘুচিবে সব আঁধার,
তাঁর পুণ্য আলোকে ভাসিবে দিবা সর্ব্বরী॥
প্রেমসিন্ধু সলিলে, মগন না হইলে,
পাবে না শান্তি সুধা সুমিষ্ট চিত্তহারী।

প্রাণসখারে ভুলে, কার প্রেমে মজিলে ;
হায়, পান না করিলে সে প্রেমবারি ॥৬৭॥

---

রাগিণী দেশ—তাল কাওযালি।

পরমেশ্বর এক তুহি ভজ রে প্রাণ,
আওর কহাঁভি নেহি ওয়াকে কোহি সমান।
শ্বেত ন পীত ন রক্ত ন আকার ;
সকল সৃষ্টি রচো, সো প্রভু হামারা,
এক ব্রহ্ম কো হৃদে রাখো রে ধ্যান। ৬৮।

---

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

পরিপূর্ণমানন্দং ;
অঙ্গবিহীনং স্মর জগন্নিধানং।
শ্রোত্রস্য শ্রোত্রং মনসো মনো যদ্বাচোহবাচং,
বাগতীতং প্রাণস্য প্রাণং পরং বরেণ্যং ॥ ৬৯ ॥

---

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

তাঁরে ভাব অরে মন, যে মনের মন;
নয়নের নয়ন যিনি জীবনের জীবন।
ইন্দ্রিয়ের অগোচর, কিন্তু ব্যাপ্ত চরাচর,
সকলই অনিত্য নিত্য একমাত্র তিনি হন।
জীব জন্তু অগণনা, পতঙ্গ বিহঙ্গ নানা,
অচিন্ত্য রচনা বিশ্ব যাঁহার রচনা;
যিনি সর্ব্ব মূলাধার, ভ্রমষে নিয়মে যাঁর,
সর্ব্বদা পবন শশী নক্ষত্র তপন ॥৭০॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

( কেনহে বিলম্ব—সুর )

অলসে থেকনা আর উঠ শয্যা পরিহরে।
সিদ্ধিদাতা সিদ্ধেশ্বর দেখহে দাঁড়ায়ে দ্বারে।
তাঁর কার্য্যে প্রাণমন, কে করিবে সমর্পণ,
স্বর্গ হতে নিমন্ত্রণ, আসিছে শোন অন্তরে।
শুনেছি পুরাণে কয়, বিশ্বাসের সদা জয়,
সর্ষপ আঘাতে গিরি কাঁপয়ে থর থরে;

পণ করি মন প্রাণে, এস আছ যে যেখানে,
অবিশ্রান্ত তাঁর কার্য্যে রত থাক এ সংসারে।
রণক্ষেত্রে এসে ভাই, কেমনে বা নিদ্রা যাই,
বাজিছে সত্যের ভেরী সুগভীর স্বরে;
মোহ নিদ্রা পরিহর, ওঠ বাঁধ পরিকর,
উড়িল ব্রহ্মের কেতু দেখ হে দেখ অম্বরে।
জয় সর্ব্বশক্তিমান, জয় করুণা নিধান,
দাও শক্তি মুক্তিদাতা দুর্ব্বল হীন নরে;
এমনি কি দিন হবে, তব কার্য্যে প্রাণ যাবে,
এই ভিক্ষা দীনবন্ধু দেও দাসে কৃপা করে ॥৭১।

---

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

( ঐ সুর )

ডাক হে ডাক হে আজ ডাক ব্যাকুল অন্তরে,
দুর্ব্বলের বল সেই সিদ্ধিদাতা পরাৎপরে।
এস তাঁর নাম স্মরি, সত্যের প্রতিষ্ঠা করি,
ঘুষি হে সত্যের জয় সবে মিলি সমস্বরে।

বিচিত্র বিধানে যাঁর, বীজগর্ভে তরুবর,
গিরিগর্ভ হতে নদী উতরে বেগভরে;
নিশা অন্তে দিবা হয়, দুখ অন্তে সুখোদয়,
করুণা কটাক্ষে তাঁর বিষাদবিপত্তি হরে।
জয় বিঘ্নবিনাশন, জয় বিপদভঞ্জন,
সঙ্কটহরণ নাথ, তার সঙ্কট-সাগরে;
সব বিঘ্ন পরিহরি, আঁধারে আলোক করি,
কৃপা করি রাখ হরি, রাখ রাখ এ চরণে ॥৭২॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।

কেন হে বিলম্ব আর সাজ সত্যের সংগ্রামে।
সেনাপতি বিশ্বপতি সহায় রণে।
কর ব্রহ্ম নাম ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
বিশ্বাসের পরাক্রম দেখাও জীবনে।
ব্রহ্ম কৃপা হি কেবল, কর সঙ্গের সম্বল,
শান্তি অসি করে ধরি বিনাশ রিপুগণে;
লোক ভয় পরিহরি, চল চল ত্বরা করি,
প্রভুর আজ্ঞা পালন কর প্রাণপণে।

সাধিতে পিতার কায, পর হে সমর সাজ,
বাজাও বিজয় ভেরী গভীর গরজনে;
বিবেক নির্ম্মল হয়ে, বল অকপট হৃদয়ে,
জীবের নাহি আর গতি, দয়াল নাম বিহনে ॥৭৩॥

---

রাগিণী সুরট— তাল একতালা।

জীবন্ত ঈশ্বর এই ত বর্ত্তমান।
এ যে দেখিবার ধন, অমূল্য রতন,
তৃপ্ত কি হয় মন, করি অনুমান?
এই ত সর্ব্বগত সকলের আশ্রয়,
জাগ্রত প্রহরী পূর্ণ জ্ঞানময়,
এই ত পাপীর বন্ধু দীন দয়াময়,
পূর্ণকর্ম্মা পুরুষপ্রধান।
এইত চিন্তামণি, চিরন্তন ধন,
এইত দয়াল প্রভু, হৃদয়রতন,
প্রাণের ঈশ্বর, প্রাণের ভিতর,
কোথা যাব আর করিতে সন্ধান?

এইত নিত্য সত্য ব্রহ্ম সনাতন,
সুন্দর প্রকৃতি প্রেমের গঠন,
কিবা পুণ্যপ্রভা, অপরূপ শোভা,
শান্তি রসে ভরা প্রসন্ন বদন।
স্থানেতে এখানে, সময়ে এক্ষণ,
প্রাণসখা আমার প্রিয়দরশন,
দেখিলে জুড়ায় তাপিত জীবন,
হারাইলে হৃদয় হয় যে শ্মশান ॥৭৪॥

---

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

মন চল নিজ নিকেতনে।
সংসার বিদেশে, বিদেশীর বেশে,
ভ্রম কেন অকারণে?
বিষয় পঞ্চক আর ভূতগণ,
সব তোর পর কেহ নয় আপন,
পর প্রেমে কেন হয়ে অচেতন,
ভুলিছ আপন জনে?

সত্য পথে মন কর আরোহণ,
প্রেমের আলো জ্বালি চল অনুক্ষণ,
সঙ্গেতে সম্বল রাখ পুণ্য ধন,
গোপনে অতি যতনে ;
লোভ মোহ আদি পথে দস্যুগণ,
পথিকের করে সর্ব্বস্ব মোষণ,
পরম যতনে রাখ রে প্রহরী,
শম দম দুই জনে।
সাধু সঙ্গ নামে আছে পান্থ ধাম,
শ্রান্ত হলে তথায় করিবে বিশ্রাম,
পথভ্রান্ত হলে সুধাইবে পথ,
সে পান্থনিবাসীগণে ;
যদি দেখ পথে ভয়ের আকার,
প্রাণপণে দিও দোহাই রাজার,
সে পথের রাজার প্রবল প্রতাপ,
শমন ডরে যাঁর শাসনে ॥৭৫॥

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

( মন চল নিজ নিকেতনে—সুর )

মন যাবে যদি পুণ্যধামে।
জ্ঞানের নয়নে, ভক্তির অঞ্জনে,
মাখি দেখ তাঁর পানে।
শুধু জ্ঞানে মুক্তি হবে না তোমার,
দিবসের মাঝে দেখিবে আঁধার,
নিরাশে পড়িয়ে করি হাহাকার,
হারাবে এমন প্রাণে।
জ্ঞান ভক্তি মন যতনে মিশায়ে,
বিশ্বাসের কেতু গগনে উড়ায়ে,
প্রসন্ন হৃদয়ে চলরে নির্ভয়ে,
পুণ্য নিকেতন পানে ;
লোক লজ্জা ভয় করোনা গণনা,
জয় ব্রহ্ম জয় কররে ঘোষণা,
বিপদ যন্ত্রণা রবে না রবে না,
সেই বিশ্বজয়ী নামে।

নও তুমি মন হীন এ প্রকার,
রাজা রাজ্যেশ্বর পিতা যে তোমার,
তাঁরি আলিঙ্গনে আছ নিশি দিনে,
বাঁচ তাঁরি দয়া গুণে ;
তবে বল মন একি আচরণ,
শতবার বলি করনা শ্রবণ,
যায় যে জীবন, কত বা মগন,
রহিবে বিষয় কামে ॥৭৬॥

---

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

( মন চল নিজ নিকেতনে—সুর )

মন কে বল গুরু সংসারে ?
বিনা জ্ঞানময়, পিতা দয়াময়,
যিনি অন্তর্যামী, সকল জেনে,
উপদেশ দেন অন্তরে ;
বেদ তন্ত্র পুরাণ পড়ে বহুতর,
জ্ঞানবলে মন কর অহঙ্কার,

প্রলোভন এলে জ্ঞান বল লয়ে,
কি হবে তখন বল ?
পাপ কূপে পড়ি কর হায় হায়,
কে তারিবে তোমায় দেখি নিরুপায় ;
কত গুণী জ্ঞানী হয়ে অভিমানী,
ডুবিল পাপ সাগরে।
গুরু বলে তাঁর লও রে শরণ,
অহঙ্কার ছাড়ি হও অকিঞ্চন,
পিতার চরণে থাকরে পড়িয়ে,
শুনিবে মধুর বাণী,
বিপদ সম্পদে পাবে উপদেশ,
না থাকিবে মনে সংশয়ের লেশ,
মধুর বচনে হৃদয় জুড়াবে,
যাবে ভবার্ণব পারে।
উপদেশ তিনি দেন নিরন্তর,
তাহা না পালিয়ে বধির অন্তর,
পাপে তাপে ডুবে কর হাহাকার,
ওরে ভ্রান্ত মম মন ;

তাঁহার আদেশ মস্তকে ধরিয়ে,
করহে পালন জীবন সঁপিয়ে,
গুরুমন্ত্র তাঁর শুন নিরন্তর,
না রবে পাপ আঁধারে ॥৭৭॥

---

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।
( ঐ সুর )

কেন কর মন বৃথা ভয়?
ভব কর্ণধার, করিবেন উদ্ধার,
কি আছে, এতে সংশয়?
দূরে যায় ভয়, যাঁহার স্মরণে,
কি ভয় আছেরে, তাঁহার ভবনে,
দয়ার তাঁহার, নাহি নাহি পার,
জেনোরে স্থির নিশ্চয় ॥
সূর্য্য যদি সৌর জগত হইতে,
কক্ষভ্রষ্ট হয়ে পড়ে অবনীতে,
নিভে চন্দ্র তারা, চূর্ণ হয় ধরা,
চিহ্ন মাত্র নাহি রয়;

তথাপিও পাপী, পাবে পরিত্রাণ,
প্রতিভূ আপনি, করুণানিধান,
পদ তরি দানে, পতিত সন্তানে,
রাখিবেন প্রেমময়॥
আশা বথে সুখে, করি আরোহণ,
ক্রমে ঊর্দ্ধমুখে, কররে গমন,
যদি দৈব দোষে পড়ে যাও খসে,
দিবেন তিনি আশ্রয়;
জয় জগদীশ ধ্বনি করো মুখে,
বাধা বিঘ্ন নাহি রহিবে সম্মুখে,
তাঁরি কৃপা বলে, মন অবহেলে,
লভিবে শান্তিনিলয়॥৭৮॥

---

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

শুধু ব্রহ্মে জানিলে কি ফল?
লভিতে নারিলে জেনো সকলি নিষ্ফল।
রজত-স্বর্ণ আকরে, মুকুতা আছে সাগরে,
যায় কি দারিদ্র্য দুখ জানিলে কেবল?

নানা তত্ত্ব আছে গ্রন্থে, নানা ভাব আছে মন্ত্রে,
শুনিলে কি হয় কভু, বিদ্বান্ সকল ?
অতএব বলি শুন, করিয়ে নানা সাধন,
লভ সে অমৃত ধন, জীবন হবে সফল ॥৭৯॥

---

রাগিণী গৌড়মল্লার—তাল চৌতাল।

গাও তাঁরে গাও সদা, তরুণ ভানু
যবে অচেতন জগতে দেও প্রাণ।
জন-হৃদয় প্রফুল্ল-কর চন্দ্র তারা,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
সুগভীর গরজনে কাঁপাইবে গগন মেদিনী,
মহেশের মহৎ যশ ঘোষ বারিদ ;
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে।
প্রবল সিন্ধু, স্রোতস্বতী, প্রফুল্ল কুসুম, বনরাজি,
অগ্নি, তুষার, কেহই থেক না নীরব ;
যত বিহঙ্গ চিত্র বিচিত্র সবে, আনন্দ রাব,
গাও বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম,
সবে মিলে মিলে গাও তাঁরে ॥৮০॥

রাগ মেঘ—তাল ঝাঁপতাল।

বিপদ-রাশি দুঃখ দারিদ্র্য কি করে ;
যে নিরঞ্জন পরমে ধ্যান ধরে ?
কি ভয় লোক-ভয়ে ;
বিশ্বপতি মহেশ রাজরাজের প্রসাদ-বারি-গুণে,
বিপদ-সাগর অনায়াসে তরে।
নিরত বহে আনন্দ-পবন, তাহে পাই নব জীবন,
নিমেষে সকল পাপ তাপ হরে।
হৃদয় আকাশে, জ্যোৎস্না প্রকাশে,
যখন দেখি সেই করুণাকরে ॥৮১॥

---

রাগিণী হাম্বীর—তাল ধামাল।

আজি সবে গাও আনন্দে,
তাঁর পবিত্র নাম লয়ে জীবন কর সফল।
সরল হৃদয় লয়ে, চল সবে অমৃতের দ্বারে,
কত সুধা মিলিবে !

দুর্ব্বল সবল, ভীরু অভয়,
অনাথ গতিহীন হয় সনাথ,
সেই প্রেম শশী যবে মধু বরষে
সাধুর হৃদয়াধারে ॥৮২॥

---

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

অহঙ্কারে মত্ত সদা অপার বাসনা;
অনিত্য যে দেহ মন জেনে কি জান না।
শীত গ্রীষ্ম আদি সবে, বার তিথি মাস রবে,
কিন্তু তুমি কোথা যাবে, একবার ভাবিলে না।
এ কারণে বলি শুন, ত্যজ রজস্তমোগুণ,
ভাব সেই নিরঞ্জন, এ বিপত্তি রবে না ॥৮৩॥

---

রাগিণী কেদারা—তাল কাওযালি।

নিরঙ্কার নিরঞ্জন ধ্যায় ওবে মন।
চিন্ময় আনন্দরূপ হৃদবরঞ্জন ॥
সংযত করিয়ে চিত্ত, হয়ে শান্ত সমাহিত,
অনন্ত কালের হিত, করবে মনন।

যোগিজন-মনোহর, রূপ অতুলন,
অরূপ রূপ মাধুরী, প্রাণ বিমোহন;
বঞ্চিত হওরে কেন, লভিতে পরম ধন,
সার্থক কর জীবন, হেরি সে হৃদিশোভন ॥৮৪॥

---

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

এমন চির শরণ, আছে কি আর কোথায়?
লইলে যাঁর আশ্রয়, ভয় তাপ দূরে যায়।
যাঁরে অবলম্ব করে, সদা গগন প্রান্তরে,
রবিতারা শশধরে, শোভে বিচিত্র শোভায়।
জীবজন্তু শত শত, আশ্রয়ে যাঁর নিয়ত,
লভিতেছে নানামত অন্নপান, যে যা চায়।
লহরে শরণ তাঁর, যাবে বিঘ্ন দুঃখ ভার,
পাইবে শান্তি অপার, তাঁহারই কৃপায় ॥৮৫॥

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

যোগী জাগে, ভোগী রোগী কোথায় জাগে?

ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ রস পানে,

প্রীতি ব্রহ্মে যাঁর সেই জাগে।

ধন্য সাধু সুখী সেই, যে আপন মন আসনে,

রাখিতে তাঁরে পারে।

ইন্দ্রিয় নিগ্রহ, পাপ ত্যাগ, ন্যায় সত্য ক্ষমা দয়া

যাঁর, তাঁর লাভ ব্রহ্মধাম॥৮৬॥

---

রাগিণী পুরবী—তাল আড়া।

অবিশ্রান্ত ডাক তাঁরে সবল ব্যাকুল অন্তরে।

হৃদয়ের ধন সেই প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে॥

এই যে সংসার ধাম, নহে নিরাপদ স্থান,

যতনে সঞ্চিত পুণ্য নিমেষে হরণ করে।

মুক্তিপথে নিরন্তর, হও সবে অগ্রসর,

সম্মুখেতে স্বর্গরাজ্য পশ্চাতে চেও না ফিরে॥৮৭॥

---

রাগিণী পূরবী—তাল আড়া।

দিবা অবসান হল কি কর বসিয়া মন ?
উত্তরিতে ভবনদী করেছ কি আয়োজন ?
আয়ু-সূর্য্য অস্ত যায়, দেখিয়ে দেখনা তায়,
ভুলিয়ে মোহ মায়ায়, হারায়েছ তত্ত্বজ্ঞান।
নিজহিত যদি চাও, তাঁহার শরণ লও,
ভব কর্ণধার যিনি, পাপ-সন্তাপ-হরণ ॥ ৮৮ ॥

---

রাগিণী পূরবী—তাল একতালা।

দিনে নিশীথে ব্রহ্ম-যশ গাও,
কভু ভুল না ভুল না রে করুণা তাঁর।
খুলে দেও হৃদয় দ্বার তাঁর মুখ-আলো দেখি
নাশো মনের আঁধার ॥ ৮৯ ॥

---

রাগিণী গৌরী—তাল তেতালা।

অবসান হল দিন দেখ রে নয়নে।
তমোজালে ঘেরিল জীবন-তপনে ;
ত্বরা করি ডাক রে অধমতারণে।

যিনি এক বান্ধব জীবন মরণে,
সব সঁপে দেও রে তাঁহার চরণে ॥ ৯০ ॥

---

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল তেওট।

ভাব সেই একে;
জলে স্থলে শূন্যে যে সমান ভাবে থাকে।
যে রচিল এ সংসার, আদি অন্ত নাহি যাঁর,
সে জানে সকল কেহ নাহি জানে তাঁকে।
তমীশ্বরাণাং পরমং মহেশ্বরং,
তং দেবতানাং পরমঞ্চ দৈবতং,
পতিং পতীনাং পরমং পরস্তাৎ,
বিদাম দেবং ভুবনেশমীড্যং ॥৯১॥

---

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

মায়া হ্রদে ডুবো না;
পাপ-রসে সুখাভাসে ভুল না।
সার নহে সংসার, তিনি মাত্র সার,
যাঁর এই রচনা ॥৯২॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেকা।

ভাবিছ কি আর।
ডাক না তাঁহারে খুলি হৃদয় দুয়ার?
প্রাণের ঈশ্বর যিনি, প্রাণে আসিবেন তিনি,
এ হতে সৌভাগ্য তব আছে কিবা আর?
প্রীতি-ফুল ফুটাইয়ে, রাখহে তুলি হৃদয়ে,
আসিলে সে প্রাণেশ্বর, দিবে তাঁরে উপহার॥৯৩॥

---

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তাঁরে ভজ ভজ রে, সেই আদিদেব ভুবননাথ
পরমপুরুষ পরমেশ্বর একমনে।
ভক্তিযোগেতে পূজ অবিরত মোক্ষসেতু পাপদমনে,
পবিত্র-হৃদয়ে শোভন-স্বরে গাও সতত সেই
জন্ম মরণ-রহিত সনাতনে॥ ৯৪ ॥

---

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

সবে ডাক ডাক রে,
একতানে একপ্রাণে কৃপানিধানে প্রাণপ্রাণে।
সেই পূর্ণ প্রেমশশী, হৃদাকাশে উদিলে আসি,
শোক আঁধার যায় দূরে,
প্রেম তরঙ্গ উথলে প্রাণে॥ ৯৫॥

---

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল একতালা।

খোল রে প্রকৃতি! আজি খোলরে তব দুয়ার,
লুকায়ে রেখো না আর, প্রাণ-সখারে আমার।
তৃষিত চাতক সম, পিপাসিত চিত মম,
হেরিতে সেই প্রিয়তম, করিতেছে হাহাকার।
রবি-শশী তারা দল, নদী গিরি জল স্থল,
ওষধি-তরু সকল, ঢাকিয়ে রেখ না আর।
তাঁহারে মানস পুরে, নিরখি হৃদয় ভরে,
দেখাও বিশ্ব মন্দিরে, বিশ্বাধারে একবার॥৯৬॥

---

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল ধামাল।

শাশ্বতমভয়মশোকমদেহং,
পূর্ণমনাদি চরাচরগেহং।
চিন্তয শান্তমতে পরমেশং,
স্বীকুরু তত্ত্ববিদামুপদেশং।
দিনকরশিশিরকরাবতিযাতঃ,
যস্য ভয়াদিহ ধাবতি বাতঃ।
ভবতি যতো জগতোঽস্য বিকাশঃ,
স্থিতিরপি পুনরিহ তস্য বিনাশঃ।
যদনুভবাদপগচ্ছতি মোহঃ,
ভবতি পুনর্ন শুচামধিরোহঃ।
যেন ভবতি বিষয়ঃ করণানাং,
জগতি পরং শরণং শরণানাং॥ ৯৭॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

প্রথম নাম ওঁকার, ভুবন-রাজ দেব-দেব,
জ্ঞানযোগে ভাব হে তিনি তোমার সঙ্গে।

ভুবনময় যে বিরাজে, ভকত হৃদয় তাঁর সাথ,
প্রাণ-প্রাণ হৃদয়-নাথ, ভুলনা রে তাঁরে।
রাগ সঙ্গীত গানে, মিলিয়ে অনন্ত ধ্যানে,
তাঁর নাম একতানে, গায় ত্রিভুবনে,
ভয় কি অভয় দানে, তোষেন জগত জনে,
ডাক হে আনন্দময়ে, তিনি তোমার সঙ্গে ॥৯৮॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

ধীর গম্ভীর মনে, বিভু প্রেম আলাপনে,
দেখবে হৃদয়াসনে আনন্দ রূপ-মাধুরি।
হওরে শ্রান্ত সংসার তাপে,
শান্তি সলিলে
করিয়ে স্নান,
ঘুচিবে সব পিপাসা, পিবে শীতল বারি;
যাঁর প্রেমরস পানে, অমর হয় মানবগণে,
আসিয়ে সেই অমৃত দ্বারে, যেওনা যেওনা ফিরি ॥৯৯॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

সেই অপরূপ সৎস্বরূপ, চিদানন্দ ব্রহ্মরূপ,
কর ধ্যান ওরে মন হইবে ধন্য পূর্ণকাম।
ছাড়ি মোহ কোলাহল, অদৃশ্য ব্রহ্মাণ্ডে চল,
বিশ্বাস-অচল-শিরে কর ধীরে আরোহণ।
নিভৃত শান্তি-কান্তারে, প্রেম-প্রস্রবণ-তীরে,
গভীর ভক্তিকন্দরে, পাবে তাঁর দরশন;
অতি সুন্দর সে স্থান, পুণ্যালোকে দীপ্তিমান,
যোগী জন পরমানন্দে করেন যথা যোগ ধ্যান॥১০০॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

(আহা আর কোথা যাব—সুর)

চল সেই অমৃত ধামে চল ভাই যাই সকলে;
নাহি যথা ব্যবধান ইহকাল পরকালে।
ঘুচিবে ক্ষুদ্র ভাবনা, না রবে ভব যাতনা,
নিরাপদে সুখে বাস, করিব পিতার কোলে।
সেখানে নাহি ক্রন্দন, শোক তাপ প্রলোভন,
প্রেমানন্দে ভাসে সবে শান্তি সলিলে;

অনন্ত জীবন স্রোত, নিরন্তর প্রবাহিত,
প্রেমের লহরী তাহে খেলে আশার হিল্লোলে।
যথায় সাধকগণে, প্রাণ যোগ সাধনে,
আছেন মগন হয়ে, জীবন-জলধি-জলে;
প্রাণাধার পরমেশ্বরে, আত্ম সমর্পণ করে,
অমর হয়েছেন তাঁরা ব্রহ্মকৃপা বলে ॥১০১॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

শোকে মগন কেন জর্জ্জর বিষাদে,
ভ্রমিছ অরণ্য মাঝে হয়ে শান্তিহারা?
যাঁর প্রীতি সুধার্ণবে, আনন্দে রয়েছে সবে,
তাঁর প্রেম নিরখিয়ে পুছ অশ্রুধারা ॥১০২॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

জননীর কোলে বসি, কেন রে অবোধ মন,
করিছ রোদন সদা মাতৃহীন শিশু প্রায়।
দেখরে মন, আপনি, নিকটে তব জননী,
মা বলে ডাকিয়ে তাঁরে শীতল কর হৃদয় ॥১০৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল একতালা।

ব্রহ্মরূপ সাগরে মগন হওরে মন।
সে সুধাময় জ্যোতি কররে দরশন॥
অরূপ সচ্চিদানন্দ, পুরুষ মহানন্ত,
উদার প্রশান্ত অলখ নিরঞ্জন।
যাঁহার তেজ পরশে, সঞ্চারে নবজীবন,
হৃদয় মাঝে বহে সুখ সমীরণ।
হেরিলে সে বিশ্বরূপে, সচকিত হয় প্রাণ,
যাঁহার প্রভাতে মোহিত ত্রিভুবন।
ত্যজিয়ে অসার চিন্তা, কর চিত্ত সংযম,
যোগানন্দরস পান কররে অনুক্ষণ॥১০৪॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল আড়া।

দয়ার সাগর পিতা করুণানিধান;
ভুল না তাঁহারে মন ভুল না কখন।
রোগ শোক পাপ দুঃখে, তিনি হে থাকেন সম্মুখে,
ছাড়িয়ে দুর্ব্বল সুকে, নাহি করেন গমন।

হৃদয় কবাট খুলি, ডাক তাঁরে পিতা বলি,
দেও প্রীতির অঞ্জলি, কর দরশন ॥১০৫॥

---

রাগিণী বাগশী—তাল আড়াঠেকা।

মায়াবশে রসোল্লাসে বৃথা দিন যায়।
চিন্তিলে না নিজ শিব অন্তের উপায়।
পড়িলে অজ্ঞান কূপে, ত্রাণ নাহি কোন রূপে,
এখন এই যুক্তি, কর বৈরাগ্য আশ্রয়।
দেহ দেহী যে স্থজিল, ইন্দ্রিয়ে চেতন দিল,
বুদ্ধি জ্ঞান আদি তব সহায় জীবনে;
অনুচিত মমচিত, না চিন্তিলে হিতাহিত,
তাঁরে ভোল একি ভুল হায় হায় হায় ॥১০৬॥

---

রাগিণী বা।শ্রী—তাল একতালা।

স্মর পরমেশ্বরে অনাদিকারণে;
বিবেক বৈরাগ্য দুই সহায় সাধনে।
বিষয়ের দুখ নানা, বিশ্বজীব উপাসনা,
ত্যজ মন এ যন্ত্রণা, সত্য ভাব মনে ॥১০৭॥

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়;
যাঁহারে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়।
জড় মাত্র ছিলে, জ্ঞান যে দিল তোমায়,
সকল ইন্দ্রিয় দিল তোমার সহায়;
কিন্তু তুমি ভুল তাঁরে এতো ভাল নয়॥১০৮॥

---

রাগিণী সাহানা—তাল ধামাল।

আজি তাঁরে সবে আনন্দে ডাক রে;
এমন মঙ্গল দিন আসিবে না ত্বরা করে।
তাঁর প্রেম-নীরে করি সবে স্নান,
হৃদি পদ্মাসনে দিযে তাঁরে স্থান,
প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি কর তাঁরে দান,
ভকতি চন্দনে চর্চ্চিত করে।
জীবন-নৈবেদ্য তাঁর কাছে ধরি,
বিনীত মানসে করযোড় করি,
"প্রসীদ প্রপন্নে" হও কৃপা করি,
চাহ এই বর সবে সকাতরে।

অনুরাগ-দীপ জ্বালিয়ে যতনে,
দেখ রে বিভুরে জ্ঞান নয়নে,
ঐক্য করি দেহ বাক্য আর মনে,
বাজাও জয় শঙ্খ সুমধুর স্বরে ॥১০৯॥

---

রাগিণী সাহানা (মিশ্র)—তাল যৎ।

যদি লভিতে বাসনা রে মন, সেই দেববাঞ্ছিত চরণ,
একান্ত মনেতে কর পবিত্র যোগ সাধন।
সত্যনিষ্ঠ ভক্ত হয়ে, ডাক সেই প্রাণের ঈশ্বরে,
বিবেক বৈরাগ্যের সহায়ে, সাধ সত্যের সাধন।
ওমন থেকোনারে ক্ষিপ্তপ্রায়,
তোমায় বুঝান যে বড় দায়,
ওরে, রুষ্ট তুষ্ট, সরসনীরস, হও যে তুমি প্রতিক্ষণ।
"শ্রেয়াংসি বহু বিঘ্নানি" মনেতে নিশ্চয় জানি,
ত্বরায় কর যতন রে, সাধিতে পরম ধন ॥১১০॥

---

রাগিণী নারায়ণী—তাল যৎ।

ভজ রে ভজ রে ভব খণ্ডনে,
ভজ রে বিশ্বজন-বন্দনে,
জগত রঞ্জন ভকত চিত্ত বিনোদনে, মোদনে,
পালনে, তারণে, প্র ত জন-সৌভাগ্য-জননে।
শুদ্ধ সত্ত্ব জ্যোতির্ম্ময় জ্ঞানে, মুক্তিদাতা জগত-প্রাণে,
অন্তরযামী নিত্য পুরাণে, শাশ্বত বিভু কৃপানিধানে;
পূর্ণ ব্রহ্ম সনাতনে, সমস্ত-পাতক নাশনে,
সর্ব্বলোকাশ্রয় প্রভবে, সত্যাত্মনে প্রেমাত্মনে ॥১১১॥

---

রাগিণী ছায়ানট—তাল আড়াঠেকা।

জান না রে কত তাঁর করুণা।
যে জন দেখে না চাহে না তাঁরে,
তারেও করিছেন প্রেমদান।
রসনা যাও তাঁর নাম প্রচার,
তাঁর আনন্দ জনন, সুন্দর আনন,
দেখরে নয়ন, সদা দেখরে ॥ ১১২ ॥

রাগিণী বাবোঁয়া—তাল ঠুংরি।

কর সদা দয়াময় নাম গান।
আনন্দেতে অবিশ্রাম।
শীতল হবে রসনা জুড়াইবে প্রাণ।
ঘুচিবে হৃদয় ভার, আনন্দ পাবে অপার,
রসাল দয়াল নাম, অমৃত সমান।
বিষম সঙ্কট কালে, দয়াময় বলে ডাকিলে,
ভব তাপ যায় চলে, দুঃখ হয় অবসান ॥১১৩॥

---

রাগিণী বাবোঁয়া—তাল ঠুংরি।

সবে মিলে গাও রে এখন;
গাও তাঁরে গায় যাঁরে নিখিল ভুবন।
বিহঙ্গ কাকলি ক'রে, যার নাম সুধা ক্ষরে,
মোহিত গগন গিরি, সুধাংশু তপন।
ছাড়ি মোহ কোলাহল, সে আনন্দধামে চল,
শোন সে আনন্দধ্বনি, মুদিয়া নয়ন।
সেই পূর্ণ প্রাণেশ্বরে, জগত ভজনা করে,
প্রেম নয়ন মেলি, কর দরশন।

হৃদয়-মন্দির মাঝে, দেখে সে হৃদয়-রাজে,
মত্ত হয়ে কর তাঁর গুণানুকীর্ত্তন।
ভাই ভগ্নী সবে মিলি, গাও রে হৃদয় খুলি,
বিমল আনন্দ রসে, হও রে মগন ॥১১৪॥

---

রাগিণী মালকোষ—তাল ধামাল।

হৃদি-নিকেতনে, জ্ঞান-নয়নে,
যদি নাহি জীব, দেখ হে তাঁহারে।
অন্যে কি তোমারে, দেখাইতে পারে,
সেই সত্য পরাৎপরে?
দিবাকর নিরন্তর, সহ গ্রহ শশধর,
বিস্তারি সহস্রকর, যাঁরে প্রকাশিতে হারে।
চক্ষে নাহি দেখা যায়, বুদ্ধি যাঁরে নাহি পায়,
মনের অতীত জনে, বাক্য কি বুঝাতে পারে?
বিশাল বিশ্ব-বেদান্ত, নাহি পায় যাঁর অন্ত,
গ্রন্থেতে তাঁহার অন্ত, পাবে হে কেমন করে?
না থাকিলে নেত্র-ভাতি, কি করিবে সূর্য্য জ্যোতি,
জ্বালিয়ে আত্মার জ্যোতি, দেখ সেই প্রেমাধারে ॥১১৫

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

ব্রহ্মকৃপাহি কেবলং।
পাপ নাশ হেতুরেষঃ নতু বিচার বাগ্বলং।
দর্শনস্য দর্শনেন মমনোহি নির্ম্মলং;
বিবিধশাস্ত্রজল্পনেন ফলতি তাত কিং ফলং ॥১১৬॥

---

রাগিণী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

অচল ঘন গহন গুণ গাও তাঁহারি,
গাও আনন্দে সবে রবি চন্দ্র তারা।
সকল তরুরাজি সাজি ফুল ফলে গাও রে;
বিহঙ্গ কুল গাও আজি মধুরতর তানে।
গাও জীব জন্তু আজি যে আছ যেখানে;
জগত পুরবাসী সবে গাও অনুরাগে।
মম হৃদয় গাও আজি মিলিয়ে সব সাথে;
ডাক নাথ, ডাক নাথ বলি, প্রাণ আমারি ॥১১৭॥

রাগিণী বাহার—তাল তেওট।

তং পরং পরমেশ্বরং।

অমৃতানন্দরূপং পরাৎপরং পরমজ্ঞানং,

বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে কারণং,

জনগণ-মানস-পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং।

অস্য নিয়মে দিনকর আভাতি, সুধাংশুঃ সঞ্চরতি খে

মহতোঽস্য ভয়ে পবনশ্চলন্ সঞ্জীবয়তি ;

বয়ং স্মরামহে বয়ং ভজামহে পরমং

জন-গণ-মানস পরিনিহিতং পরং পরমেশ্বরং ॥১১৮॥

---

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

জগতবন্দনে ভজ পবিত্র হবে জীবন ;

পাইবে অনন্ত ফল, লাভ হবে পরম ধন।

অন্ধতম কে এমন তাঁরে যে কভু দেখে না,

ধিক্ সে জীবন তার, পাপ তাপে মগন।

পরম করুণাধার সেই পতিত-পাবন,

তাঁর পদে প্রণম নাহি রহিবে মোহাবরণ ;

সুগভীর নিশীথে চন্দ্র সুন্দর মধুর

শোভয়ে যাঁর শোভায়, কেমন তিনি মনোহরণ ॥১১৯

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল যৎ।

নহে ধর্ম্ম শুধু ব্রহ্মে ডাকিলে,
তাঁর আদেশ পালন নাহি করিলে।
গৃহস্থের গৃহ ধর্ম্ম, কৃষকের কৃষিকর্ম্ম,
সবই ধর্ম্ম, তাঁরি কায ভাবিলে।
কর্ত্তব্য বুঝিবে যাহা, যদি না করহ তাহা,
কি ফল কেবল, তাঁরে ভাবিলে ?
করি সদা প্রাণপণ, কর কর্ত্তব্য পালন,
সরস রাখ হৃদয় প্রেম সলিলে,
বাহিরে অন্তর মাঝে, হের সদা প্রাণ-বাজে,
চির সুখ পাবে তাঁরে পাইলে ॥ ১২০ ॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

গাও হে তাঁহার নাম, রচিত যাঁর বিশ্বধাম,
দয়ার যাঁর নাহি বিরাম, ঝরে অবিরত ধারে।
জ্যোতি যাঁর গগনে গগনে,
কীর্ত্তি ভাতি অতুল ভুবনে,

প্রীতি যাঁর পুষ্পিত বনে, কুসুমিত নবরাগে।
যাঁর নাম পরশ রতন, পাপ হৃদয়-তাপ-হরণ,
প্রসাদ যাঁর শান্তি রূপে, ভকত হৃদয়ে জাগে;
অন্তহীন নির্ব্বিকার, মহিমা যাঁর হয় অপার,
যাঁর শক্তি বর্ণিবারে বুদ্ধি বচন হারে ॥১২১॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঢিমা তেতালা।

কেন ভোল মনে কর তাঁরে;
যে সৃজন পালন করে সংসারে।
সর্ব্বত্র আছে গমন, অথচ নাহি চরণ,
কর নাহি করে গ্রহণ, নয়ন বিনা সকল হেরে।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড যাঁর, দ্বিতীয় নাহিক আর,
নির্ব্বিকার বিশ্বাধার, কে পারে বলিতে তাঁরে ॥১২২॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।
(পিতা দেখ হে দেখ দেখ—সুর)

ভাই কি ভাবহে, চেয়ে দেখ বারেক নয়নে
(ঘুমাবে কেমনে)
ভুলে সেই প্রাণেশ্বরে কি দশা জীবনে।

বিবিধ দুষ্কৃতি ভাবে, অবিশ্বাস অন্ধকারে,
বদ্ধ দেখ নারীনরে বিষম বন্ধনে।
দুর্নীতি কুরীতি পাশে, পড়ি নেত্র জলে ভাসে,
কাঁদে তারা নিরাশ্বাসে বসিয়ে বিজনে।
কে বলে আশার কথা, কে শুনায় সুখ বারতা?
চলহে প্রচারি তথা অধমতারণে ॥১২৩॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

সেই বিশ্বরাজ বিরাজে হৃদি কন্দরে দেখরে।
হেন স্নেহ-করুণা কার, হেন প্রীতি বা কে ধরে;
কোথা কীট কীট নর, পাপ তাপে জর জর,
কোথা ভূমা-মহেশ্বর, অন্তরে তার বিহরে।
অধঃ-উর্দ্ধ যাঁর রাজ্য, অতুল যাঁর ঐশ্বর্য্য,
আজ্ঞাকারী চন্দ্র সূর্য্য, সে যাচে প্রীতি হৃদি-দুয়ারে।
নাহি ক্ষতি লাভ যাঁর, না দিলে প্রীতি-উপহার,
পাবে দেব-অধিকার, এই লক্ষ্য তাঁর রে।
জনম কর সফল, সাধ রে নিজ মঙ্গল,
দাও প্রীতি সুবিমল, অবিলম্বে তাঁরে রে ॥১২৪॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

তার কি দুঃখ বল সংসারে,
যে জন সত্যকে আশ্রয় করে।
করে কাল যাপন, হয়ে হৃষ্ট মন,
দেখে ব্রহ্মরূপ অন্তরে বাহিরে।
নিত্য উপাসনা, ইন্দ্রিয় দমন,
পর উপকার, বৈরাগ্য সাধন,
হইয়াছে যার, জীবনের সার,
সে যায় অনায়াসে ভবপারে।
ব্রহ্মে সঞ্জীবিত থাকি সর্ব্বক্ষণ,
প্রাণপণে করে কর্ত্তব্যপালন,
অটল প্রভুভক্তি, সরল শান্তমতি,
প্রেমার্দ্র হৃদয়ে দেখে সর্ব্ব নরে ॥১২৫॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।
( গাওরে জগপতি জগবন্দন—সুর )

মন ভাবরে দয়াময় পদ হৃদিমাঝে।
দাও ভক্তি প্রেমাঞ্জলি সে চরণ পঙ্কজে।

দেখ সবল অন্তরে বারেক চাহিয়ে,
হৃদয় মন্দিরে সেই মহাপ্রভু বিরাজে।
রসনায় কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন,
মধুর দয়াল নাম কর সদা শ্রবণ,
কর যুগে কর সদা সে চরণ সেবন,
নয়ন ভরিয়ে দেখ হৃদয়ের মাঝে।
বিনীত শান্ত ভাবে বসিয়ে নির্জ্জনে,
ভুবনমোহন রূপ দেখ যোগ ধ্যানে ;
ভক্তিযোগে অনুরাগে হয়ে প্রেমে মগ্ন,
পান কর মকরন্দ বিভুচরণ-সরোজে ॥১২৬॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

গাও রে জগপতি জগবন্দন
ব্রহ্ম সনাতন পাতক-নাশন।
এক দেব ত্রিভুবন-পরিপালক ;
কৃপা-সিন্ধু সুন্দর ভবতারক।
সেবক-মনোমদ মঙ্গল-দাতা,
বিদ্যা-সম্পদ-বুদ্ধি বিধাতা ;

যাচে চরণ ভকত করযোড়ে,
বিতর প্রেম সুধা চিত্ত-চকোরে ॥১২৭॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

কর তাঁর নাম গান ;
যত দিন রহে দেহে প্রাণ।
যাঁর হে মহিমা জ্বলন্ত জ্যোতি,
জগত করে হে আলো ;
স্রোত বহে প্রেম-পীযুষ বারি,
সকল জীব সুখকারী, হে।
করুণা স্মরিয়ে তনু হয় পুলকিত,
বাক্যে বলিতে কি পারি ;
যাঁর প্রসাদে এক মুহূর্ত্তে
সকল শোক অপসারি, হে।
উচ্চে নীচে দেশ দেশান্তে,
জলগর্ভে কি আকাশে ;
অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে, হে।

চেতন-নিকেতন, পরশরতন,
সেই নয়ন অনিমেষ;
নিরঞ্জন সেই, যাঁর দরশনে,
নাহি রহে দুখ লেশ, হে ॥১২৮॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

( ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর )

ভজরে প্রভু দেবদেব সবর হিতকারীরে।
মননে পাপতাপ যায়, অন্তর-দুখহারীরে॥
যাঁহার দয়ার নাহিক পার,
অবিরত স্রোত বহিছে তার,
তাঁহারে সঁপিলে মন প্রাণ,
কি ভয় তোমারি রে?
তাঁহারি প্রীতি কুসুমকাননে,
তাঁহারি শকতি অসীম গগনে,
হেরিলে পুলকে পূরয়ে কায়,
উথলে প্রেমবারিরে।

অমৃত জলেরি সেইত সাগর,
কেন কাছে থাকি তৃষায় কাতর,
অনায়াসে পান কররে সে জল,
চরম শান্তিকারীরে ॥১২৯॥

---

রাগিণী ঝিঝিট—তাল খৎ।

পুণ্য-পুঞ্জেন যদি প্রেমধনং কোঽপি লভেৎ,
তস্য তুচ্ছং সকলং।
যাতি মোহান্ধতমঃ প্রেমরবেরভ্যুদয়ে,
ভাতি তত্ত্বং বিমলং।
প্রেম সূর্য্যো যদি ভাতি ক্ষণমেকং হৃদয়ে,
সকলং হস্ততলং ॥ ১৩০॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

সেই এক পুরাতনে, পুরুষ নিরঞ্জনে,
চিত্ত সমাধান কর রে।
আদি সত্য তিনি, কারণ-কারণ,
প্রাণরূপে ব্যাপ্ত চরাচরে,

জীবন্ত জ্যোতির্ম্ময়, সকলের আশ্রয়,
দেখে সেই যে জন বিশ্বাস করে।
অতীন্দ্রিয় নিত্য চৈতন্য স্বরূপ,
বিরাজিত হৃদি কন্দরে;
জ্ঞান প্রেম পুণ্যে, ভূষিত নানাগুণে,
যাঁহার চিন্তনে সন্তাপ হরে।
অনন্ত গুণাধার, প্রশান্তমূরতি,
ধারণা করিতে কেহ নাহি পারে;
পদাশ্রিত জনে, দেখা দেন নিজগুণে,
দীন হীন বলে দয়া করে।
চিরক্ষমাশীল, কল্যাণ-দাতা,
নিকট সহায় দুঃখ-সাগরে;
পরম ন্যায়বান, করেন ফল দান,
পাপ পুণ্য কর্ম্ম অনুসারে।
প্রেমময়, দয়াসিন্ধু কৃপানিধি,
শ্রবণে যাঁর গুণ আঁখি ঝরে;
তাঁর মুখ দেখি, সবে হও হে সুখী,
তৃষিত মন প্রাণ যাঁর তরে।

বিচিত্র শোভাময়, নির্ম্মল প্রকৃতি,
বর্ণিতে সে অপরূপ বচন হারে ;
ভজন সাধন তাঁর, করবে নিরন্তর,
চিরভিখারী হয়ে তাঁর দ্বারে ॥১৩১॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

আজি প্রাণ মন খুলে, সেই প্রাণেশ্বরে,
সব বন্ধু মিলে ডাকি রে।
দেখবে দুর্গতি বারেক চাহিবে
কি আছে যাতনা বাকিরে ;
পাপে তাপে জর জর, দেখহে নারীনর,
সংসার বন্ধনে থাকিরে।
ভারত দুর্দ্দিনে দেখিয়ে নয়নে,
কেমনে ঘুমায়ে থাকিবে ;
এস হে এস হে তবে, মিলিয়া বান্ধব সবে,
প্রাণপণে আজি ডাকিরে।
ব্যাকুল অন্তরে করিলে রোদন
প্রার্থনা পূরিবে নাকি রে ;

এস তবে সমস্বরে, কাঁদি হে তাঁর দ্বারে,
চরণে মস্তক রাখিয়ে ॥১৩২॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

দয়াময় বলে সদা প্রাণ ভবে,
ডাক তাঁরে সবে, আনন্দে মিলিযে।
স্নেহের আধার, মায়ের মতন,
অতুল যতন, আর কেবা করে।
নিজে ক্রোড়ে করে, পাপীগণে লয়ে,
মধুর বচন আর কেবা বলে।
ভুলনারে কভু, এমন সুহৃদ,
হৃদয় মাঝারে সদা রেখ তাঁরে ॥১৩৩॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।
(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

বিভু-পদ-কমল-পীযূষ রসে
মজ রে পিপাসু মন মধুকর।

বিষয় সুখ আশে, কেন রে মায়াবশে,
ভব কণ্টক বনে বৃথা ভ্রমণ কর ?
মধু লোভে কত, প্রেমিক ভকত,
বিহরিছে ও পদপঙ্কজ ভিতর ;
বিমোহিত হয়ে. আছে লুকাইয়ে,
সুধাপানে আনন্দিত অন্তর।
ও চরণ সরোজে, বিমল দল মাঝে,
সাধু সঙ্গে সদা সুখে বাস কর ;
নিশ্চিন্ত মনে, বসি পদ্মাসনে,
পিয় রে মকরন্দ নিরন্তর ॥১৩৪॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

( লক্ষ্নৌ ঠুংরি )

কিস্ শোচ্ বিচারমে বয়ঠে হো,
[illegible] করো ভাই এক্ ছিন্‌কো।
[illegible]কো সব্ দূর করো,
[illegible]গো ধ্যান বিষয় ধনুকো,

প্রভু পূজামে অনুরাগ করো,
আউর প্রস্তুত হো হরি কীর্ত্তনকো।
পরিত্রাণকে প্রতি সব্ ব্যাকুল হো,
তুম্ আকুল্ হো প্রভু দর্শনকো।
ভক্তি আউর প্রেমকে ফুলোঁসে,
ভর পূর করো হৃদ কাননকো।
একান্ত সুধারস্ পান করো,
আউর শান্তি করো আপনে মন কো ॥১৩৫॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

শান্তি কোথা আছে আর,
অমৃতসাগর বিনা ?
ভুলে সে অমৃতে যেই, বিষয় বিষের কুণ্ডে,
করে শান্তি অন্বেষণ, ভ্রমবুদ্ধি তার।
ওরে সন্তাপিত জীব, বৃথা কেন ভ্রমিতেছ,
কাঁদিতেছ ভবারণ্যে, হয়ে শান্তিহারা ;
অমৃত সাগরে যাও, যাবে তাপ পাবে শান্তি,
সকলের তরে আছে মুক্ত তাঁর দ্বার ॥১৩৬॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ক্ষণমিহ চিন্তা কর সৎস্বরূপ নিরঞ্জন।
ত্যজ মন দেহগর্ব্ব, খর্ব্ব হবে রিপুগণ।
সম্মুখে বিষয়-জাল, পশ্চাতে নিষাদ কাল,
গেল কাল অন্তকাল ভাব রে এখন;
যাঁহতে উৎপত্তি স্থিতি, তাহাতে নাহিক প্রীতি,
এ তোর কেমন রীতি, ওরে দম্ভময় মন ॥১৩৭॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

এত সাধনের ধন পেয়ে হৃদি নিকেতনে;
বিষয় অরণ্যে তাঁরে হারাইও না অযতনে।
মুনীন্দ্র যোগীন্দ্র কত, যোগ ধ্যানে সদা রত,
অমরগণ নিয়ত, নিরত যাঁর মননে।
যে ধনে হৃদয়ে ধরি, রাজ্যপদ তুচ্ছ করি,
কত সাধু ব্রহ্মচারী, আছে রে আনন্দমনে।
সংসার সন্তাপানলে, রবে হে যদি কুশলে,
সতত হৃদি কমলে, রাখ তাঁরে সযতনে ॥১৩৮॥

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

হায় কি কঠিন তুমি, কি ভুলে ভুলেছ তাঁরে।
তিলেকের তরে যিনি, না ভুলেন তোমারে ॥
নিয়ে পুত্র পরিজন, আছ সুখে অচেতন,
মোহের মধুর স্বরে, ভুলিয়ে জীবন ধন ;
ঐ দেখ তুমি যাঁরে, ভাব না তিলেক তরে,
নিদ্রা নাই চক্ষে তাঁর, বসিয়ে তব শিয়রে ॥ ১৩৭॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল ঠেকা।

গভীর নিশীথে কেন জাগিলি রে মন ?
কেন এত ব্যাকুলিত এত উচাটন ?
জননী নিদ্রার কোলে, দেহ মন সঁপেছিলে,
অকস্মাৎ কি ভাবিলে, মেলিলে নয়ন ;
চেয়ে দেখ জগজ্জন, মৃত তুল্য অচেতন,
প্রকৃতিও সমাহিত, নাহিক স্পন্দন ;
জীবন-তরঙ্গ রব, গাঢ় নিস্তব্ধিত সব,
জাগ্রত জগতপুরে, মাত্র এক জন।

যদি তাঁর কৃপাবলে, ঈদৃশ গভীর কালে,
যোগি জন-স্পৃহণীয় পাইলে চেতন,
ডুব তাঁর ধ্যানে মন, স্থাপ হৃদে শ্রীচরণ,
জপ ব্রহ্মনাম, হবে সার্থক জীবন ॥১৪০॥

রাগিণী বেহাগ—তাল ঠেকা।

রে শশাঙ্ক মনোহর বলনা আমায়।
এমন মোহন রূপ পাইলে কোথায় ॥
বরষি অমৃত রাশি, হাসিছ কি চারু হাসি
ভাসিছ আনন্দ নীরে, দেখে প্রাণ জুড়ায় ॥
ধরণীনিবাসি গণ, ঘোর ঘুমে অচেতন,
জাগিছ গগনে তুমি, প্রহরীর ন্যায়।
তৃষিত হৃদয় আমি, দেখাও আমারে তুমি,
এ রুচির রূপরাশি, যে দিল তোমায় ॥১৪১॥

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

ভাব তাঁরে অন্তরে যে বিরাজে,
অন্য কথা ছাড় না।

সংসার সঙ্কটে, ত্রাণ নাহি কোন মতে,
বিনা তাঁর সাধনা ॥ ১৪২ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

পরনিন্দা পরপীড়া এ বুদ্ধি কেন ত্যজ না।
বারংবার পাপাচারে পাইবে ঘোর যাতনা।
তমোগুণাক্রান্ত মতি, পরদ্বেষে হৃষ্ট অতি,
লক্ষ্য কর আত্ম প্রতি, কুটিলতা ত্যজ না।
জ্ঞান কর উদ্দীপন, ধর্ম্ম কর আভরণ,
সফল হবে জীবন, ঘুচিবে মনোবেদনা।
আত্মাকে পবিত্র করি, অহঙ্কার পরিহরি,
সত্যের সহায় ধরি, কর ব্রহ্ম উপাসনা ॥ ১৪৩ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক।

প্রেমমুখ দেখ রে তাঁহার।
শুভ্র সত্যস্বরূপ সুন্দর, নাহি উপমা তাঁর।
যায় শোক, যায় তাপ, যায় হৃদয় ভার ;

সর্ব্ব সম্পৎ তাহে মেলে যখন থাকি তাঁর সাথ।
না থাকে সংসার তাপ, করেন ছায়া দান;
সকল সময়ে বন্ধু তিনি এক, সম্পদে বিপদে।
যদি আসে তাঁর কাযে, দিয়াছেন যে প্রাণ,
ছাড়ি যাব অনায়াসে, তাঁরে করিব দান ॥১৪৪॥

রাগিণী বেহাগ—তাল রূপক।

আজি তাঁরে লভ রে যতনে।
সেই দেব দুর্লভ অমৃত-রতনে ॥
পাইলে সে ধন হৃদয়-কন্দরে,
দুঃখ শোক-তাপ যায় হে অন্তরে,
তাই হে সতত লোক-লোকান্তরে,
ধ্যায়িছে দেবগণ একান্তে সে ধনে।
সেই ধন তরে হয়ে অনুরাগী,
এই অধোলোকে কত শত যোগী,
তুচ্ছ করি সব, হইয়ে বিবেকী,
ধ্যায়িছে গায়িছে তাঁরে এক মনে।

আত্ম-সুখে সবে দিয়ে জলাঞ্জলি,
দিতেছে তাঁহারে প্রীতি পুষ্পাঞ্জলি,
তাঁর প্রিয় কার্য্য সাধিছে কেবলি,
সুখে নিশি দিন কত সাধু জনে ॥ ১৪৫ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল ধামাল।

অমৃত ধনে কে জানে রে, কে জানে রে।
প্রখর বুদ্ধি না পেয়ে আসে ফিরে,
তিনি হে অকিঞ্চন গুরু।
ব্যাকুল অন্তরে, চাহ রে তাঁহারে,
প্রাণ মন সকলি সঁপিয়ে,
প্রেমদাতা আছেন ক্রোড় প্রসারি
যে জন যায় নাহি ফেরে ॥ ১৪৬ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

উঠ, ওহে জাগো, না রহিও ঘোর নিদ্রাতে।
দীন হীন মলিনতা দূর কর,
মৃত দেহ সমান হে রবে কত।

সব যাত্রী গেল পার হইয়ে, দেখ চাহিয়ে,
আর বিলম্ব তো ভাল নয়,
উঠ, চল, কর ত্বরা, সেই শান্তি গৃহ পাইবে ॥১৪৭।

# দ্বিতীয় অধ্যায়।

## আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা।

### পূর্ব্বাহ্ন।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

ইঙ্গিতে তোমার প্রভু সুপ্রভাত দেখা দিল,
না জানি কি মহামন্ত্রে বসুধারে জাগাইল।
বসুধা জননী কোলে, প্রাণীগণ শুয়েছিল,
জাগরিত হয়ে সবে অমৃতনীরে ভাসিল।
সাজাইলে বসুধারে, কিবা বেশে সুমোহনে,
মাতারে প্রফুল্ল হেরি প্রফুল্ল সন্তানগণ;
নাচিছে গাইছে সবে, আনন্দে সবে মাতিল,
সসন্তান বসুমাতা তব গীত আরম্ভিল॥ ১৪৮॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

কোথা দিব আমি তোমার স্নেহের উপমা,
হে অখিল-মাতা?
না হয় বিশ্রাম আতপ কোলাহলে,
তুমি তাই নিবাইলে রবি, থামাইলে বিহঙ্গ কুলে॥১৪৯

—

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

তোমারি এ রাজ্য ধন ধান্য পূর্ণ শোভাময়,
তোমার মহিমা গায় সকল ভুবন।
সুভগ সুরম্য সুশোভন যথা দেখি,
সবে পরমাশ্চর্য্য মঙ্গল সাজে সজ্জিত কেমন।
প্রফুল্লিত কানন, গিরি নদী সাগর,
অযুত অগণ্য লোক, সকলই তোমারি,
ধন্য পরম কারণ, ধন্য জগতপতি,
বরষিছ অবিরত প্রাণ ধন জীবন সুখ অতুলন॥১৫০।

—

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

জয় ভব-কারণ, জগত-জীবন,
জগদীশ জগতারণ হে।
অরুণ উদিল, ভুবন ভাসিল,
তোমার অতুল প্রেমে হে।
বিহঙ্গমগণ, মোহিযে ভুবন,
কাননে তব যশ গায় হে।
সবারি ঈশ্বর, তুমি পরাৎপর,
তব ভাব কে বুঝিবে হে।
হে জগতপতি, তব পদে প্রণতি,
এ দীন হীন জনার হে॥ ১৫১॥

---

রাগ ভৈরব—তাল ছপ্‌কা।

জয় জয় জগদীশ জগতের প্রাণ হে।
জাগিয়ে প্রকৃতি করে তব গুণ গান হে॥
উদিল তরুণ ভানু উজলি গগন হে।
মহিমা কিরণ তব ছাইল ভুবন হে॥

প্রকৃতির মাঝে হেরি তব প্রেমানন হে।
বিমল আনন্দনীরে ভাসে প্রাণ মন হে॥
শতকণ্ঠে পাখীগণ গাইছে কাননে হে।
হেন কালে থাকি মোরা নীরব কেমনে হে?
প্রকৃতির সনে করি তব নাম গান হে।
ডাকি প্রাণনাথ বলি খুলি মন প্রাণ হে।
জয় জয় প্রাণাধার করুণানিধান হে।
পাপ তাপ হারী তুমি অমৃত-সোপান হে॥
প্রীতির কুসুম গুলি তুলেছি যতনে হে।
উপহার দিয়ে নাথ প্রণমি চরণে হে॥১৫২॥

---

রাগ ভৈরব—তাল কাওয়ালি।

তুমি কি গো পিতা আমাদের?
ওই যে নেহারি মুখ অতুল স্নেহের।
ওই যে নয়নে তব, অরুণ কিরণ নব,
বিমল চরণ তলে ফুল ফুটে প্রভাতের।
ওই কি স্নেহের রবে, ডাকিছ মোদের সবে,
তোমার আসন ঘেরি দাঁড়াব কি কাছে গিয়া?

হৃদয়ের ফুল গুলি, যতনে ফুটায়ে তুলি,
দিবে কি বিমল করি, প্রসাদ সলিল দিয়া ? ॥১৫৩॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল চৌতাল

জ্ঞানময় জ্যোতিকে যে জানে, সেই সত্য জানে,
তাঁরে যেই হৃদে ধ্যায়, সেই পায় অচলশরণ।
এক প্রথম তেজ সেই, একেরি অসংখ্য কিরণ,
কতই মঙ্গল জ্ঞান ধরম, প্রীতি কান্তি ছায় ভুবন।
গায় তাঁহারে সর্ব্ব লোক, মধ্যে সেই বিশ্বালোক,
অন্ত কেহ নাহি পায়,
যাচিচরণারবিন্দ, দেহি মে কৃপা আনন্দ,
আর কার দ্বারে যাব, তুমি সবার দারিদ্র্যভঞ্জন ॥১৫৪

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল পোস্তা।

আমার মন ভুলালে যে কোথা আছে সে ?
সে দেখে আমি দেখিনে, ফিরে চাই আশে পাশে।
পেলাম পেলাম দেখ্‌লাম তাঁরে,
এই সে বলে ধরি যাঁরে,

বুঝি সে নয়, সে হলে পরে
আর কি মন ফিরে আসে?
বল্ দেখি রে তরু লতা,
আমার জগৎজীবন আছেন কোথা,
তোরা পেয়ে বুঝি কস্‌নে কথা,
তাই তোদের কুসুম হাসে?
বল্‌রে বল্ বিহঙ্গ কুল,
তোরা কার প্রেমে হয়ে আকুল,
থেকে থেকে ডেকে ডেকে,
উড়ে যাস্ কার উদ্দেশে?
বল দেখি রে হিমাচল,
তুই কিসে এত সুশীতল,
ঝরিতেছে অশ্রুজল,
কার অনুরাগে মিশে?
পেয়ে বুঝি রত্নবর,
সিন্ধু নাম ধরেছিস্ রত্নাকর,
তাই উত্তাল তরঙ্গ তুলে,
নৃত্য করিস্ উল্লাসে॥১৫॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

তোমারি করুণায় নাথ সকলি হইতে পারে।
অলঙ্ঘ্য পর্ব্বত সম বিঘ্ন বাধা যায় দূরে।
অবিশ্বাসীর অন্তর, সঙ্কুচিত নিরন্তর,
তোমায় না করে নির্ভর, সর্ব্বদা ভাবিয়ে মরে।
তুমি মঙ্গলনিধান, করিছ মঙ্গল বিধান,
তবে কেন বৃথা মরি, ফলাফল চিন্তা করে?
ধন্য তোমার করুণা, পাপীকেও করে না ঘৃণা,
নির্ব্বিশেষে সমভাবে, সবে আলিঙ্গন করে॥১৫৬॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

তাই ডাকি হে তোমায় বলে দয়াময়।
ডাকিলে কাতর প্রাণে (সরলান্তরে), শীতল হয় হৃদয়।
নাম গানে প্রেমোদয়, দরশনে কত সুখ হয়,
স্বরূপ চিন্তনে পাপ ভয় দূরে যায়।
তব প্রেমামৃত রসে, পবিত্র জ্যোতি পরশে,
হৃদয় উদ্যানে প্রেমফুল বিকসিত হয়॥১৫৭॥

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি॥

হে করুণাকর দীন-সখা তুমি,
আগত প্রভু তব দ্বারে।
তুমি বিনা দীনে, কে প্রভু তারে,
দুস্তর ভব সংসারে।
সম্পদ বিষময় তোমা বিহনে,
জীবন মৃত্যু সমান;
বিপদ সম্পদ, তব পদ লাভে,
মৃত্যু সে অমৃত-সোপান॥১৫৮॥

---

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালী।

( হে করুণাকর—সুর )

জয় করুণাময়, ধন্য প্রভু, তব মহিমা অগম্য অপার।
হেরি একি শোভা আজি নয়নে তুলনা নাহিক তাহার।
কি সুখে প্রকাশিল আজি দিনমণি,
বিনাশিল অন্ধকার;
যাহার কিরণে তব জ্যোতি শোভে,

নাশে যাহে হৃদয়-অাঁধার।
মোহন ভাতি তব পুষ্পে প্রকাশিত,
বিহগে গাইছে তব নাম ;
প্রকৃতি পুলকে সাজিছে নব সাজে,
পূজিতে চরণ তোমার ॥১৫৯॥

---

রাগিণী রামকেলি—তাল কাওয়ালি।

কে বুঝিবে কত করুণা তোমার ;
বরষিছ কত দয়া এজীবনে, মরণেও নাহি অন্ত তার।
সৃজিয়ে শিশু আত্মারে, পাঠালে ভব মাঝারে,
বিকাশ করিলে ক্রমে তার ;
ধর্ম্ম জ্ঞান বল দিলে, কত সুখ বিতরিলে,
প্রভু তব করুণা অপার।
দয়া করে দেখা দিলে, কত আশা বাড়াইলে,
তব দয়া বর্ণিতে না পারি,
মরিলেও নাহি মরি, একি করুণা তোমারি,
অন্তে লও ক্রোড় প্রসারি ॥১৬০॥

রাগিণী খট—তাল একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণব্রহ্ম প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণানিধি ব্যাকুল-চিতবারি হো।
ভগবজ্জন হৃদি-ভূষণ, পাবন জগজীবন,
(প্রভু) পরমশরণ, পাপিগতি, আশ্রিত ভয়হারী হো।
অচ্যুত আনন্দধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব সেবক কাণ্ডারী;
জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদাধার হৃদয়েশ্বর,
ভবতারণ হরি কৃপালু, ভকত-মন-বিহারী হো।
অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ, ভগবান্ ভক্তবৎসল,
কল্যাণ অমর বিশ্ব-ভুবনধারী;
জীবিতেশ হৃদয়রতন পরমাত্মা সত্য পুরুষ,
সদানন্দ জগদ্‌গুরু জগজনহিতকারী হো ॥১৬১॥

---

রাগিণী খট্‌ভৈরবী—তাল একতালা।

তুমি বিপদভঞ্জন দয়াল হরি।
অপার স্নেহগুণে, জগন্মাতা রূপে,
কতই ভালবাস, আহা, মরি মরি।

অপরূপ তব রচনা-কৌশল,
নানা রস-যুক্ত অবনীমণ্ডল,
আমাদের জন্য করেছ কেবল,
নিজে সর্ব্বত্যাগী পর-উপকারী।
সাধিতে জীবের অশেষ কল্যাণ,
দিবানিশি ব্যস্ত নাহিক বিশ্রাম,
ভাবিলে তোমার দয়ার বিধান,
উঠে প্রেমভক্তি পাষাণ ভেদ করি!
বসিয়ে গোপনে একাকী বিরলে,
বিচিত্র জগত সৃজন করিলে,
গুরু হয়ে জ্ঞান ধর্ম্ম শিক্ষা দিলে,
ভবার্ণবে নিজে হইলে কাণ্ডারী ॥১৬২॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল আড়াঠেকা।

এত দয়া কেন পিতা অধম সন্তানে তোমার;
ক্ষুদ্র হৃদয় ধরিতে যে পারে না পারে না আর।
জান সকল অন্তর্যামী, যে মহাপাতকী আমি,
তথাপি ত্যজনা আমায় নিয়ত কর পালন;

মাতৃস্নেহ কোথা আছে,　তোমার প্রেমের কাছে,
যে প্রেম শৃঙ্খলে বাঁধা এই নিখিল বিশ্বমণ্ডল ॥১৬৩॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

জয় জ্যোতির্ম্ময় জগদাশ্রয় জীবগণ-জীবন ;
তুমি পরমেশ্বর (প্রভু হে) পূর্ণব্রহ্ম আদি অন্ত কারণ।
মহিমায় ইন্দ্র, দয়ায় চন্দ্র স্নেহে পরাজিত ভুবন ;
( কোথা আছ হে ও কাঙ্গালের সখা )
আমি অধম পাতকী, করযোড়ে ডাকি,
দেও মোরে তব চরণ।
প্রেমের পাথার, পুণ্যের আধার, ক্লেশ-কলুষনাশন,
( একবার দেখা দেও হৃদয় মাঝে )
তুমি দীনশরণ,　ভকত-জীবন,
লজ্জাভয়-নিবারণ॥১৬৪॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

( ওহে দীননাথ—সুর )

এ জগতের মাঝে, যেখানে যা সাজে,
তাই দিয়ে তুমি সাজায়ে রেখেছ।

বিবিধ ববণে বিভূষিত করে,
তনুপবে তব নামটি লিখেছ।
পত্র পুষ্প ফলে দেখি যে সব রেখা,
রেখা নয় তোমাব দয়াল নামটি লেখা,
সুন্দব নামে নামাঙ্কিত পাখীব পাখা,
প্রেমানন্দ নাম নয়নে লিখেছ
চন্দ্রাতপ তুল্য গগনমণ্ডল,
দীপালোকে যেন কবে ঝলমল,
তাব মাঝে ইন্দু ক্ষরে সুধাবিন্দু,
সুধাসিন্ধু নাম তায অঙ্কিত করেছ।
জীবনে লিখেছ জগত-জীবন,
পবন হিল্লোলে হয দরশন,
জ্বলন্ত অক্ষরে জলদে লিখন,
জোতির্ম্ময নামে জগৎ প্রকাশিছ।
প্রস্তরে ভূস্তবে যাবৎ চরাচবে,
সর্ব্বব্যাপী নাম লিখেছ স্বাক্ষরে,
লেখা দেখে তোমাব দেখ্‌তে ইচ্ছা করে,
লেখার মতন কেন দেখা না দিতেছ॥ ১৬৫॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

( হৃদয়কুটীর মম—সুর। )

ধন্য ধন্য ধন্য নাথ তুমি পূর্ণানন্দময়,
অনন্ত তোমার দয়া কি দিব তার পরিচয়।
(এই যে) সুনীল গগনতলে, সুধাংশু তারকা খেলে,
পবন হিল্লোলে নাচে কুসুম নিচয়,
বারিদে চপলা রেখা, ইন্দ্রধনু শিখীপাখা,
ঊষার কুন্তলে যবে নব ভানু দেয় দেখা ;
তব প্রেমানন্দমাখা হেরি সমুদয়।
(এই যে) শিশুর সরল হাসি, যৌবনের রূপরাশি,
প্রবীণে জ্ঞান গরিমা, তব দয়ার অভিনয়,
অপূর্ব্ব অপত্য স্নেহ, মর্ম্ম নাহি পায় কেহ,
মধুর দাম্পত্য প্রেম (যাতে) বিগলিত মন দেহ ;
তোমার করুণা বিনা এ সব কি হয় ?
(আমার) হৃদয় কানন ভূমি, কত যে সাজালে তুমি,
পুণ্যের চন্দ্রমা হয়ে (তাতে) হতেছ উদয় ;
যখন পাপ বিকারে, পড়ে মোহ অন্ধকারে,

সংসার সাগর মাঝে প্রাণ কাঁদে হাহাকারে,
(তখন) আশার আলোক হয়ে দাও হে অভয় ॥১৬৬॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জয় পরব্রহ্ম, অপার তুমি অগম্য,
পরাৎপর তুমি সারাৎসার।
সত্যের আলোক তুমি, প্রেমের আকর ভূমি,
মঙ্গলের তুমি মূলাধার।
নানা রসযুত ভব, গভীর রচনা তব,
উচ্ছ্বসিত শোভায় শোভায়,
মহাকবি! আদিকবি! ছন্দে উঠে শশী রবি,
ছন্দে পুন অস্তাচলে যায়।
তারকা কনক-কুচি, জলদ অক্ষর রুচি,
গীত লেখা নীলাম্বর পাতে,
ছয় ঋতু সংবৎসরে, মহিমা কীর্ত্তন করে,
সুখপূর্ণ চরাচর সাথে।
কুসুমে তোমার কান্তি, সলিলে তোমার শান্তি,
বজ্ররবে রুদ্র তুমি ভীম,

তব ভাব গূঢ় অতি, কি জানিবে মূঢ়মতি,
ধ্যায় যুগ-যুগান্ত অসীম।
আনন্দে সবে আনন্দে, তোমার চরণ বন্দে,
কোটি সূর্য্য কোটি চন্দ্র তারা;
তোমারি এ রচনারি, ভাব লয়ে নরনারী,
হা হা করে নেত্রে বহে ধারা।
মিলি সুর নব ঋভু, প্রণমি তোমারে বিভু,
তুমি সর্ব্ব মঙ্গল-আলয়,
দেও জ্ঞান দেও প্রেম, দেও ভক্তি দেও ক্ষেম,
দেও দেও ওপদে আশ্রয়॥ ১৬৭॥

---

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

বলিহারি তোমারি চরিত মনোহর,
গায় সকল জগতবাসী।
প্রভু দয়ার অবতার, অতুল-গুণনিধান,
পূর্ণব্রহ্ম অবিনাশী।
না ছিল এসব কিছু, আঁধার ছিল অতি,
ঘোর দিগন্ত প্রসারি;

ইচ্ছা হইল তব, ভানু বিরাজিল,
জয় জয় মহিমা তোমারি।
রবি চন্দ্র পরে, জ্যোতি তোমার হে,
আদি জ্যোতি কল্যাণ;
জগতপিতা, জগতপালক তুমি,
সকল মঙ্গলের নিদান ॥ ১৬৮ ॥

---

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

দয়াঘন তোমা হেন কে হিতকারী।
দুঃখ সুখে সমবন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়হারী।
সঙ্কটপূরিত ঘোর ভবার্ণব তাহে কোন্ কাণ্ডারী;
কার প্রসাদে দূর পরাহত রিপুদল-বিপ্লবকারী।
পাপদহন-পরিতাপ-নিবারি, কে দেয় শান্তির বারি;
ত্যজিলে সকলে, অন্তিমকালে,
কে লয় ক্রোড় প্রসারি ॥ ১৬৯ ॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঝাঁপতাল।

তোমারেই করিয়াছি জীবনের ধ্রুব তারা,
এ সমুদ্রে আর কভু হবনাক, পথহারা।
যেথা আমি যাইনাক তুমি প্রকাশিত থাক,
আকুল নয়ন-জলে ঢাল গো কিরণধারা।
তব মুখ সদা মনে, জাগিতেছে সঙ্গোপনে,
তিলেক অন্তর হ'লে না হেরি কূল কিনারা।
কখন বিপথে যদি, ভ্রমিতে চাহে এ হৃদি,
অমনি ও মুখ হেরি সরমে সে হয় সারা॥ ১৭০॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল যৎ।

সাধে তোমায় দয়াময় জগতে বলে।
তুমি পাপী বলে ত্যজিয়াছ কারে কোন্‌কালে?
যখন আমি যে দিকে যাই, সর্ব্বদা ত দেখিতে পাই,
(আমায়) কুপথ হ'তে দয়া করে টানিছ কোলে।
ঘোর পাপের পাপী যারা, নিমেষেতে তরে তারা,
তোমার ঐ শ্রীচরণে শরণ নিলে॥ ১৭১॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল যৎ।

তু মেরে প্রাণ-আধার। (প্রভুজী)
নমস্কার দণ্ডবৎ বন্দন অনেকবার জো বার।
(প্রভুজী)
উঠত বৈঠত, শোষত জাগত,
এমন তুঝেহি চিতা রে,
যো তুম কব, সোহি ফল আমাবে,
তুমি আগে সাব। (প্রভুজী)
তু মেরে ওঠ বল, বুদ্ধি ধন তুম হি,
তু মেরে পরবার,
সুখ দুঃখ সব, মন কি বেরথা,
সেবক নানক গুরু চরণাব। (প্রভুজী) ॥১৭২॥

---

রাগিণী আলাইযা—তাল আড়া।

অখিল ব্রহ্মাণ্ড করে যে ব্রহ্মের উপাসনা,
কি ভুলে ভুলিযা তুমি বারেক তাঁরে স্মর না?
প্রভাত প্রদোষ কালে, পাখীকুল দলে দলে,
কল কল স্বরচ্ছলে, করে যাঁর আরাধনা,

নিবিড় নিশীথে সুখে, নক্ষত্র প্রদীপালোকে,
নীরবে প্রকৃতি দেবী, যাঁহার করে সাধনা,
গভীর নিনাদে ঘন, ডাকে যাঁরে ঘন ঘন,
ক্ষণপ্রভা যাঁর প্রভা, করে সদা বিঘোষণা,
সমীর বিচিত্র তানে, সলিল কল্লোল স্বনে,
রবিশশী সুকিরণে করে যাঁরে সম্ভজনা ;
শিশির প্রেমাশ্রু মাখি, প্রফুল্ল কুসুম শাখী,
যাঁহার চরণে দিয়ে, নিয়ত করে অর্চ্চনা ;
চরাচর সমভাবে, অবিরত যাঁরে সেবে,
তুমি কি হে ভক্তিভাবে, তাঁর পূজা করিবে না ॥১৭॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

গোপ গিরিরে একি শোভা দেখালি নির্জ্জনে।
দেখি নাই নয়নে।
সুরম্য তব কান্তারে, নির্জ্জন বন মাঝারে,
প্রবাহিত স্রোতস্বতী সুমন্দগমনে ॥
সুবসন্ত সমাগমে, সাজি নব আভরণে,
প্রকৃতি খুলেছে যেন লজ্জাবগুণ্ঠনে ;

তরু লতা ফল ফুলে, সাজি বায়ু ভরে দোলে,
আনন্দে অধীর যেন সখার মিলনে।
এ বিচিত্র ছবি হেরে, ডুবিনু ভাব সাগরে,
ফিরিতে পুন সংসারে চাহে না যে মনে ;
সৌন্দর্য্য সাগরে ডুবে, থাকি হেথা এই ভাবে,
নয়ন ভরিয়ে দেখি নয়নরঞ্জনে ॥১৭৪॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

তোমারি আরতি করে নিখিল ভুবন ;
নিরখি জুড়াই নাথ ! যুগল নয়ন।
গগন থালে কেমন, দীপরূপে অনুক্ষণ,
শোভিছে শশী তপন, হৃদয়রঞ্জন ,
মুক্তামালা যেন তায়, তারকা সমুদায়,
মরি কিবা শোভা পায়, হে ভব ভয়-ভঞ্জন।
ধূপ মলয় পবন, নিরন্তর সমীরণ,
করে চামর ব্যজন, হে বিশ্ব-কারণ ;
বন উপবন যত, পুষ্প দেয় অবিরত,
বাজে ভেরী অনাহত, শুনে প্রেমিক যে জন ॥১৭৫॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

কত স্থানে কত ভাবে করিছ বিহার (হে নাথ!)
অনন্ত কীর্ত্তি তোমার অতি চমৎকার।
গভীর গিরি কন্দরে, নির্ম্মল নির্ঝর নীরে,
নির্জ্জন কাননে উপবনেরি মাঝার।
বিশাল জলধি জলে, প্রকাণ্ড ধবলাচলে,
সুনীল নভোমণ্ডলে, মহিমা অপার;
ভকত-হৃদয় ধামে, সতীর পবিত্র প্রেমে,
তব প্রেম আবির্ভাব রয়েছে বিস্তার।
ভাবুকের মন দেখে, অবাক্ হইয়া থাকে,
কৃতাঞ্জলি হয়ে তোমায় করে নমস্কার ॥১৭৬॥

---

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

নাথ! কি ভয় ভাবনা তার।
তুমি যার, যে তোমার;
ঐ অভয় পদ দিয়ে, প্রহরী হইয়ে,
নিজে রক্ষা কর যারে নিরন্তর।

মাতৃকোলে শিশু সন্তান যেমন,
তেমনি সে আনন্দে করে বিচরণ;
নাহি ডরে কালে, ব্রহ্মনামের বলে,
করে স্বর্গরাজ্য অধিকার।
তোমার বরেতে পেয়েছে যে জন,
অক্ষয় অমর অনন্ত জীবন;
ওহে দয়াময়, তুমি যার সহায়,
প্রাণে বধে তারে সাধ্য কার?
ধন্য সে মানব অতি ভাগ্যবান্,
তোমার হাতে যার আছে হে পরাণ,
সুখী তার হৃদয়, নিশ্চিন্ত নির্ভয়,
তুমি লয়েছ যার সকল ভার॥১৭৭॥

---

রাগিণী শুক্ল-বেলাওল—তাল চৌতাল।

হে প্রাণারাম, নিরঞ্জন, বিশ্বপতি, অধিরাজ,
কৃপা-অবতার, সকল-সৃষ্টি-পরম-ভূষণ।
অতি প্রবীণ, সারবান্, নন্দন, বিভু, জগবন্দন,

দারিদ্র্যহরণ, দীন-শরণ, হে রাজন্,
মহাজ্ঞান, গুরু-প্রধান, হর দুখ ॥১৭৮॥

---

রাগিণী সরফরদা—তাল আড়া।

নাথ! কি বলিয়ে ডাকিব তোমায়।
যা বলে যখন ডাকি মনঃক্ষোভ নাহি যায়।
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞান-দাতা,
তুমি হে জগত-ত্রাতা, অনাথ-আশ্রয়।
তুমি হে নয়ন ভাতি, তুমি হে আত্মার জ্যোতি,
তুমি দীন-হীন-গতি, করুণা-নিলয় ॥১৭৯॥

---

রাগিণী সিন্ধু-বাহার—তাল কাওয়ালি।

ধন্য প্রভু মহিমা তোমার বলিব কি আর।
প্রকৃতিরে লয়ে কত ভাবে করিছ বিহার।
বসে তরু লতা মূলে, বিচিত্র জ্ঞান কৌশলে,
বিকাশিছ সুগন্ধ কুসুম মনোহর;
যার পরিমল লোভে ভ্রমে মধুকর;
বিতরিছ জীবে কত ফল শস্য উপহার।

সুন্দর বিহঙ্গগণ, করে সুখে বিচরণ,
রমণীয় উপবন কানন ভিতর;
গায় কল-কণ্ঠে তব গুণ নিরন্তর;
তাদের গান শ্রবণে ঘুচে হৃদয়ের ভার।
ওহে গুণময় ঈশ্বর, সুনিপুণ কারীকর,
অতুল তোমার কীর্ত্তি বুঝে সাধ্য কার;
অপূর্ব্ব রচনা তব সুখের আধার;
কি আর বলিব করি ও চরণে নমস্কার॥ ১৮০॥

---

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

( সিন্ধু খাম্বাজ )

কে জানে বিভু কেমন।
যাঁর না পায় অন্ত, কত শত
যোগী ঋষি জ্ঞানী মহাজন।
জ্ঞানে বিজ্ঞানে বুদ্ধিতে,
হয় না যাঁর তত্ত্ব নিরূপণ;
ও সেই অনন্ত পরম জ্ঞানে,
চর্ম্ম চক্ষে না হয় দরশন।

বেদ বেদান্ত আদি
ন্যায় পুরাণ ষড়্ দরশন ;
এ সব তন্ন তন্ন করে যাঁরে,
না পায় কেহ অন্বেষণ।
অনন্ত ব্রহ্মাণ্ড আছে
যাঁরে করে অবলম্বন ;
তিনি ঘটে ঘটে বিরাজ করেন
হইয়ে জীবনের জীবন।
( কেবল ) সেই পারে জানিতে তাঁরে
ভক্তিভাবে ডাকে যে জন ;
তিনি সরল সাধকের নিকটে
আত্মস্বরূপ করেন প্রকটন ॥১৮১॥

---

## অপরাহ্ণ।

বাউলে সুর—তাল একতালা।

ভেবে মরি কি সম্বন্ধ তোমার সনে ;
তত্ত্ব তার না পাই বেদ পুরাণে।

তুমি জনক কি জননী, ভাই কি ভগিনী,
হৃদয় বন্ধু কিম্বা পুত্র কন্যা ;
তোমায় এ নহে সম্ভব (হে), একি অসম্ভব,
সম্পর্ক নাই তবু পর ভাবি নে (কিসের জন্যে)।
ওহে শাস্ত্রে শুনতে পাই, আছ সর্ব্ব ঠাঁই,
কিন্তু আলাপ নাই আমার সনে ;
তুমি হবে কেউ আমার (হে), আপনাব হতেও আপনাব
আপনার না হলে মন কি টানে (তোমার পানে) ॥১৮২॥

---

বাউলে স্থর—তাল একতালা।

(ভেবে মবি কি সম্বন্ধ—স্থর)

তোমায় ভাল লাগে এত কি কারণে ?
না দেখি না শুনি শ্রবণে।
তোমায় প্রাণ দিয়ে বিশ্বাস, বিশ্বে অবিশ্বাস,
মলেও পাব আশা আছে মনে,
নহ অনিশ্চিত ধন, বলে বুঝি মন,
করে না যতন উপার্জ্জনে (তোমাধনে)।

আছে স্বজন পরিজন, নানাবিধ ধন,
তুলনা না হও কারো সনে ;
নাহি রূপ গন্ধ রস, কিসে কল্লে বশ,
ভুল্‌তে নারি আপনি পড়ে মনে ॥১৮৩॥

---

বাউলে সুর —তাল একতালা।
( ভেবে মরি কি সম্বন্ধ—সুর )

তোমায় ভাল না বেসে কে থাক্‌তে পারে।
এমন নরাধম (দয়াময় হে) কে আছে সংসারে।
তুমি পরম উপকারী, পাপভয়হারী,
দয়াল কাণ্ডারী, ভব পারে ;
হও প্রাণ হতে প্রিয়, পরম আত্মীয়,
কোন প্রাণে ভুলিব তোমারে ? ( বল হে নাথ )
ওহে গুণধাম, করুণানিধান,
আছ রূপে জগৎ আলো করে ;
কিবা মধুর প্রকৃতি, সুন্দর মূরতি,
চেয়ে আছ সদা প্রেমভরে ( জীবের প্রতি )।

হয়ে বিশ্বের বিধাতা, স্বর্গের দেবতা,
কর প্রেম ভিক্ষা পাপীর দ্বারে;
কত রূপে কত ভাবে, নির্গুণ মানবে,
ডাকিতেছ সুখ দিবার তরে (ভাল বেসে) ॥১৮৪॥

---

*বাউলে সুর—তাল একতালা।*

প্রভু অপরূপ তোমার করুণা;
*ভাব্‌লে চক্ষে জল আর ধরে না।*
তোমার অপ্রিয় কার্য্যেতে সদা রই,
তুমি আমায় নাহি ভাব প্রিয় ভাব বই,
নাথ! আমি তোমায় ভুলে থাকি,
কিন্তু তুমি আমায় ভুল না।
নাথ! আমি তোমায় দেখেও দেখি না,
তুমি আমায় চখের আড় তিলেক কর না;
তুমি আমায় রাখিতে চাও সুখে,
কিন্তু আমার নাই সে ভাবনা ॥১৮৫॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।
( প্রভু অপরূপ—সুব )

কি বলে তার দিব পরিচয় ;
সে যে দযাব নিধি, প্রেম জলধি,
দেখ্‌লে নয়ন শীতল হয়।
কোটি সূর্য্য এক করিলে তুলনা তার নাহি হয় ;
সে যে অনন্ত আকাশ-পূর্ণ আশ্চর্য্য আলোকময় ॥১৮৬

---

রাগিণী মুলতান—তাল চৌতাল।

তাঁর গুণে পূর্ণ জগত ;
ব্রহ্মাণ্ড যাঁব মহিমা, প্রকাশে জগত তাঁর
মহিমার কণিকা।
যাঁহাব করুণা বলে বাঁচিতেছে ক্ষুদ্র কীট,
ভুবন-পালক দয়াল দুর্ব্বল-বল তিনি রাজ-রাজা।
চারিদিকে তাঁহার দয়া, তাঁহার করুণা বহিছে,
অনুক্ষণ শোণিত ধারে, নিশ্বাস বায়ুতে ;
তাঁহাব করুণা, করে আনন্দ বিস্তাব,

করে জ্ঞান, অভয় দান, পাপে ত্রাণ,
তাপে শান্তিনীর ॥১৮৭॥

রাগিণী মূলতান—তাল আড়াঠেকা।

না চাহিতে দিয়েছ সকল ( বিভু )।
এই যে ইন্দ্রিয়গণ, সাধিতেছে প্রয়োজন,
দিয়েছ প্রার্থনা বিনা উপযুক্ত বুদ্ধি বল।
সঞ্চার না হতে আমি, সৃজন করিলে তুমি,
মাতার হৃদয়ে স্তন, মধুর অনিল জল।
না গড়িতে এ রসনা, গড়িলে সুমিষ্ট নানা,
ফল শস্য যত কিছু নিবারিতে ক্ষুধানল।
এ পাষাণ অন্তরে, তোমারে পাবার তরে,
অযাচিত কৃপাগুণে, রোপিয়াছ জ্ঞান-বল ॥১৮৮॥

রাগিণী মূলতান—তাল তেওট।

কতই করুণা হতেছে বরষণ তোমার।
এনে দাও কত সুখ স্নেহ ভরিয়ে,
নাহি নাহি অন্ত তাহার ॥১৮৯॥

( মূলতানী ) ভজন—তাল ঠুংরি।

নাহি পার মহিমার ( তব হে ), নাহি পার মহিমার।
গ্রহ তারাগণ, অসীম গগন, করে তব জ্ঞান প্রচার,
প্রভু হে, করে তব জ্ঞান প্রচার।
হৃদাকাশে, যবে পরকাশ, পাই আনন্দ অপার,
প্রভু হে, পাই আনন্দ অপার;
অমিয়া ধারা, হয় হে বরষিত, প্রাণ মাঝে অনিবার,
প্রভু হে, প্রাণ মাঝে অনিবার।
কোলাহলময়, সংসারে হে, তুমি এক শান্তি আধার,
প্রভু হে, তুমি এক শান্তি আধার;
মোহিত করিলে, পাপী সকলে, পুণ্যালোকে তোমার,
প্রভু হে, পুণ্যালোকে তোমার।
ক্ষুদ্র কীট এ, বুঝিতে নারে, কণিকা তব মহিমার,
প্রভু হে, কণিকা তব মহিমার।
ধন্য ধন্য তুমি, সুন্দর চরণে, প্রণমি বারম্বার,
প্রভু হে, প্রণমি বারম্বার ॥১৯০॥

রাগিণী পুরবী—তাল আড়খেমটা।

বল্‌ব কি আর প্রেমময়,
তোমার প্রেমের নাই তুলনা।
কেমন তোমার প্রেম, জানিয়াছে পাপীজনা।
শতরবি-প্রভা ধরি, আঁধার বিনাশ করি
প্রকাশ হে প্রেমময় ঘুচায়ে মনো বেদনা ॥১৯১॥

---

রাগিণী কেদারা—তাল চৌতাল।

বহিছে কৃপা পবন তোমার, যার হিল্লোলে
দুঃখ পলায়, সুখ-সাগরে তরঙ্গ উঠে।
মন্দ মন্দ বরিষে অমৃত, যাতনা অপহৃত,
প্রেম-কুসুম ফুটে।
সেবিয়ে করুণা-বাত, সুখেতে নিশা প্রভাত,
মুক্ত হইয়ে মন-উৎস ছুটে;
কেবলি তাঁরি গুণে জীবন ধরে আছি,
নহিলে হৃদয় টুটে ॥১৯২॥

---

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি।

দেখা দিয়েছ তুমি হে যারে,
নির্যাতনে তারে করিতে কি পারে?
তোমার অভয়বাণী শুনেছে যে অন্তরে,
পৃথিবীর হুহুঙ্কারে সে কি গো ডরে?
দিয়েছ বল তুমি যার অন্তরে,
পুণ্যালোক তুমি দেখায়েছ যারে,
রিপু প্রলোভনময় সংসারে,
কি ভয়, কি ভয়, তার সমরে? ১৯৩॥

---

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

বাকি কি রেখেছ দিতে ওহে করুণার আধার।
খুলিয়ে দিয়েছ নাথ সুধার ভাণ্ডার।
দিলে দেহ, দিলে মন, দিলে আত্মা, জ্ঞান ধন,
দিলে হে প্রেমভূষণ, সকল রতন সার।
চির সুখ সাধিবারে, দিলে নাথ আপনারে,
কে আছে হে এ সংসারে, তোমা সম দাতা আর॥১৯৪

রাগিণী কল্যাণ—তাল খয়রা।

তোমার করুণা করি স্মরণ,
স্পন্দহীন হয় হৃদয় মন।
নিরাশ্রয় বলে, কোলে লয় তুলে,
ত্রিভুবনে আর নাহি এমন ॥
তোমা হতে নাথ এ দেহ প্রাণ,
তোমা হতে সবই কৃপা নিধান ;
ভুলেছি তোমারে অবোধ সন্তান,
ভুলিতে পার না তুমি কখন ॥১৯৫॥

---

রাগিণী ইমনকল্যাণ—তাল সুরফাঁকতাল।

আদিনাথ, প্রণবরূপ, সম্পূরণ, দেও হে তব
প্রসাদ, শান্তি সিন্ধু, মহেশ, সকল গুণ-নিধান।
অযুত লোক, অকথিত বাণী তোমারি হে—
মোহন রব অনুপম পূরে মহাগগন,
ভাবে মোহি জগজন।
অনুপম, অবিনাশী, অনন্ত, অগম্য, অপার, সুন্দর,
অতি-অপূর্ব্ব-জ্যোতি, নিরঞ্জন ;

সকল-স্বরূপ-কারণ, সকল দুখ-নিবারণ,
তারণ ভয় ভঞ্জন, সুর-নর মুনি বন্দন ॥১৯৬॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তুমি জ্ঞান, প্রাণ, তুমিই সত্তা, তুমি সুন্দর,
তুমি মঙ্গল, তুমি ভেলা ভবার্ণবে, তুমি দীনশরণ,
তুমি গুরু পিতা পাতা।
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি জ্যোতি-স্বরূপ,
তুমি সর্ব্ব-সুখদাতা।
তুমি নিত্য, তুমি পুরাণ, তুমি পরম,
তুমি অমৃত-সেতু, তুমি অগম্য অপার;
প্রপঞ্চ বিষয়াতীত, অনাদি অস্তুতকারণ,
তুমি সকলের মূলাধার ॥ ১৯৭ ॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল চৌতাল।

তুমি নাথ সর্ব্বস্ব আমার;
তোমা বিহনে ভবে কেবা আছে আর।
তুমি পিতা তুমি মাতা, তুমি গুরু জ্ঞানদাতা,
তুমি হে জীবন-দাতা জীবন-আধার ॥১৯৮॥

রাগিণী ইমন কল্যাণ—তাল আড়াঠেক।

এ জীবন দিলে তব প্রেমের ঋণ কি শোধা যায়।
ওহে দীন-শরণ অকিঞ্চন-ধন দয়াময়।
জননী-জরায়ু হতে, পালিতেছ বিধিমতে,
নয়নে নয়নে রাখি, নাশিছ বিপদচয়।
এ দেহ আত্মার তরে, ভূভাণ্ডার মুক্ত করে,
দিয়েছ হে কৃপানিধি, দয়া করে আপনার।
অসীম করুণা তব, কি আছে মোর বিভব,
কি আর তোমায় দিব, বিকায়েছি ঋণ দায় ॥১৯৯॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

জননী সমান করেন পালন,
সবে বাঁধি আপন স্নেহগুণে।
মাতার হৃদয়ে দিলেন স্নেহ নীর,
দুগ্ধ দিলেন মাতার স্তনে।
পাপী তাপী সাধু অসাধু,
দিলেন সবারে মঙ্গল ছায়া ;

কেবা জানে কত সুখ রত্ন দিবেন মাতা,
লয়ে তাঁর অমৃত-নিকেতনে ॥২০০॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

নাথ! তুমি ব্রহ্ম, তুমি বিষ্ণু, তুমি ঈশ, তুমি মহেশ,
তুমি আদি, তুমি অন্ত, তুমি অনাদি, তুমি অশেষ।
জল স্থল মরুত ব্যোম, পশু মনুষ্য দেবলোক,
তুমি সবার সৃজনকার আধার ত্রিভুবনেশ।
তুমি এক তুমি পুরাণ, তুমি অনন্ত সুখ-সোপান,
তুমি জ্ঞান তুমি প্রাণ তুমি মোক্ষধাম;
পূর্ণ হলো মনস্কাম, লয়ে আজি তব নাম,
তব পায় শত বার করি প্রণাম করি প্রণাম ॥২০১॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

এ দেহ জীবন, প্রিয়-পরিজন, যে আছে আমার,
তুমি হে পালক, সর্ব্ব আচ্ছাদক সবাকার।
যার যাহা প্রয়োজন, করিয়ে তাই বিতরণ,
সব অভাব অনটন করিতেছ পরিহার।

সম্পদে সহায় থাকি, বিপদেতে ক্রোড়ে রাখি,
পাপ তাপ দুখ হতে করিছ উদ্ধার,
পেয়ে তব পদাশ্রয়, গেছে হে সকল ভয়,
ওহে নিত্য নিরাশ্রয়! কাল ভয় নাহি আর ॥২০২॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

গগনের থালে রবি চন্দ্র দীপক জ্বলে,
তারকা মণ্ডল চমকে মোতি রে।
ধূপ মলয়ানিল, পবন চামর করে,
সকল বন-রাজি ফুলন্ত জ্যোতি রে।
কেমন আরতি হে ভব-খণ্ডন তব আরতি,
অনাহত শব্দ বাজন্ত ভেরী রে ॥২০৩॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল যৎ।

আহা কি সুন্দর মনোহর সেই মূরতি।
যোগি-হৃদয়-রঞ্জন, আনন্দ রূপমমৃতম্,
সুধাময় শান্তিপ্রদ বিমল বিভাতি।

প্রাণস্য প্রাণম্, পুরুষ মহান্,
তেজোময় সূক্ষ্ম মঙ্গল-নিধান;
বচন অতীত, তুলনা রহিত,
প্রীতি-বিস্ফারিত উদারপ্রকৃতি।
প্রিয় দরশন, প্রসন্ন বদন,
প্রেমানুরঞ্জিত কৃপানয়ন;
কলুষ বিনাশন, সন্তাপ হরণ,
নিরাশ আঁধারে আশার জ্যোতি।
প্রেমিক বৈরাগী, হয়ে সর্ব্বত্যাগী,
যেরূপ ধ্যানে সদা অনুরাগী;
অন্তরে বাহিরে কবে, হেরে মন মোহিত হবে,
চির-বাঞ্ছিত পবিত্র সে কোমল কান্তি ॥২০৪॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালি।

কত যে তোমার করুণা ভুলিব না জীবনে।
নিশি দিন রাখিব গাঁথি হৃদয়ে।
বিষয়-মায়া-জালে, রহিব না ভুলে আর,

হৃদয়ে রাখি দিব তোমায়,
ধন প্রাণ দেহ মন, সব দিব তোমারে ॥২০৫॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল কাওয়ালি।

স্মরিলে করুণা তোমার নয়নে বহে বারি।
বরষিছ কত দয়া ভুলিতে কি পারি।
পাপেতে ডুবিলে মন, করিয়ে দণ্ড বিধান,
লও পুন পাপীজনে স্নেহ কোল প্রসারি;
ন্যায়বান্ দয়াবান্, দেখি নাই হেন বিধান,
সন্তানের প্রতি কত প্রেম তোমারি ॥২০৬॥

---

রাগিণী কানেড়া—তাল চৌতাল।

কে জানে মহিমা বিভু তোমার।
বলিব কিবা বচন নাহি, সবে অবাক্
না পেয়ে অন্ত তোমার।
তব রাজ-সিংহাসন অসীম আকাশে,
তুমি অনাদি অনন্ত অবিনাশী।

যথা যাই, যথা চাই, দশ দিকে তব নাম প্রচার,
সব জগত পূরিত তব মঙ্গল গীতে ;
কোথায় দিব হে দেব, উপমা তোমার,
মহারাজ রাজ দেব দেব, বিশ্বভুবন-শোভা ॥২০৭॥

রাগিণী কানেড়া—তাল তেতালা।

অতুল করুণা তোমার, অনুপম দয়া,
স্নেহের আকর, প্রেমের সাগর।
হৃদয়ের প্রিয় ধন, নয়ন অঞ্জন তুমি,
সন্তাপহরণ হায় রে। জগতের আনন্দ সুধাকর ॥২০৮॥

রাগিণী কানেড়া—ঝাঁপতাল।

চমৎকার অপার জগত রচনা তোমার,
শোভার আগার বিশ্ব-সংসার।
অযুত তারকা চমকে রতন কাঞ্চন-হার,
কত চন্দ্র কত সূর্য্য নাহি অন্ত তার।
শোভে বসুন্ধরা ধন ধান্যময়, হায়,
পূর্ণ তোমার ভাণ্ডার,

হে মহেশ! অগণন লোক গায়,
ধন্য তুমি ধন্য এই গীতি অনিবার॥২০৯॥

---

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

কি স্বদেশে কি বিদেশে যথায় তথায় থাকি;
তোমার রচনা মধ্যে তোমারে দেখিয়া ডাকি।
দেশ ভেদে কাল ভেদে রচনা অসীমা,
প্রতিক্ষণে সাক্ষ্য দেয় তোমার মহিমা,
তোমার মহিমা দেখি না থাকি একাকী॥২১০॥

---

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

জয় জয় দেব মহিমা তোমার।
সংসার শঙ্কট হতে, করিলে নাথ উদ্ধার।
পাপ মোহ কোলাহলে, দুর্জ্জয় সন্তাপানলে,
রাখি প্রভু নিজ কোলে, নাশিলে বিঘ্ন অপার।
দেখাইয়ে প্রেমমুখ, দূর করিলে হে দুঃখ,
আজি মর্ত্ত্যে স্বর্গ-সুখ, বিতরিলে অনিবার।

ধন্য হে করুণা তব, ধন্য স্নেহ প্রেমার্ণব,
অনন্ত জীবন গাব, যশোগীত হে তোমার ॥২১১

---

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়া।

একবার তোমারে যেই করিয়াছে দরশন;
সে জানে নাথ, কতই তুমি শোভার সদন।
আহা কিবা সুধামাখা, তোমার মুখের কথা,
তব প্রেম, প্রেমময়! মধুর কেমন।
ও রসের আস্বাদন, পাইয়াছে যেই জন,
অনিত্য সংসারে সেই ভুলে কি কখন? ॥২১২॥

---

রাগিণী বাগশ্রী—তাল ঢিমা তেতালা।

কেমন প্রেমের আধার, সুধার সার তুমি,
বলা নাহি যায়।
কেমনে বুঝাব নাথ! তুলনা নাহি কোথায়।
পাপী তাপী সাধু নরে, নিমেষে উদ্ধার করে,
তব নাম মহৌষধ, দেখেছি যথা তথায়।

রোগীর রোগ-যন্ত্রণা, শোকার্ত্তের মর্ম্ম-বেদনা,
পেলে তব প্রেম-কণা, কোথায় পলায়।
বিষয়ীর অহঙ্কার, অজ্ঞানীর তমোভাব,
যায় প্রভু! নিরখিলে, তব মহিমায়।
ক্ষুধিত তৃষিত জনে, ভুলে নাথ! অন্নপানে,
তৃপ্ত হয় তব নাম নিলে রসনায়।
যোগি-জন-যোগ-বল, প্রেমিকের প্রেম নল,
হয় হে আরো উজ্জ্বল, আস্বাদিলে সে সুধায় ॥২১৩॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল চৌতাল।

নাথ! দিক্ দশ উজলে তোমারি মঙ্গল কিরণ।
আলো করে তব জ্ঞান ভাতি আশপাশ পাতাল গগন॥
তোমারি স্নেহ করুণার জ্যোতি,
জনক জননী হৃদে দিবা রাতি,
তোমারি প্রেমে ত্রিভুবন মাতি,
জয় জয় রব করিছে ঘোষণ।
কেমন বিমূঢ় নর নারী সব,
দেখিয়ে দেখেনা তোমার বিভব,

কবিয়ে পান বিষয়-আসব,
বহিয়াছে মোহে হয়ে অচেতন ;
নাহি ভাবে কেন এসেছি এখানে,
পরে বা যাইতে হবে কোন স্থানে,
কেমন প্রমত্ত সদা অভিমানে,
নাহি করে সেই তত্ত্ব অন্বেষণ ॥২১৪॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

মরি কি সুখের সম্বন্ধ। যিনি মহান্ অনন্ত,
দেখেন পুত্রভাবে, মলিন মানবে,
ভাবিলে হৃদয় হয় পুলকিত।
অসীম ব্রহ্মাণ্ডের অধিপতি হয়ে,
ক্ষুদ্রকীট জীবে দেখেন চাহিয়ে,
মরি কি আশ্চর্য্য (ভাই রে, আহা) দেখ রে ভাবিয়ে,
এ হতে আর কি আছে আনন্দ।
এমন দয়াল পিতা কোথা পাবে আর,
যিনি দীন দরিদ্রের ধন সমাচার,

গিয়ে পাপীর দ্বারে, ডাকেন বারে বারে,
অন্ধে দেখাইয়া দেন স্বর্গের পথ।
ওরে ভ্রান্ত জীব এমন পিতায় ছেড়ে,
(কেন) সুখ অন্বেষণ কর অন্যত্তরে,
এত দয়া তবু (মরি রে তাঁর) চিন্‌লি নে তাঁহারে,
সংসার মোহে হইয়ে অন্ধ ॥২১৫॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ

দয়াময় অপার মহিমা তোমার।
বিশ্বপতি তুমি গুণধাম,
কৃপাময় ধর্ম্ম অবতার।
প্রেম সিন্ধু অমৃত-নিকেতন,
অনন্ত সুখের ভাণ্ডার।
সুর-নর অমর-দেবগণ মিলি,
গায় তব যশ অনিবার।
অতুল ধন পূর্ণ জগত-সংসার,
জ্ঞান প্রীতি পুণ্যের আধার।

নিরখি এ সব, অনন্ত বিভব,
বাসনা থাকে না কিছু আর।
দুঃখ দারিদ্র্য, হয় বিমোচন,
দেখিলে তোমারে একবার।
চাহিব অনেক, আশা করি মনে,
দেখা হলে ভুলে যাই সকল ॥২১

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

তোমারই মঙ্গল ছবি দেখেছে যে জন;
সে কি আর ফিরাতে পারে তা হতে নয়ন।
স্বদেশ বিদেশ মাঝে, যথা তথা সে বিরাজে,
তোমারই মুখের প্রতি তাহার নয়ন।
কিবা জলে কিবা স্থলে, কি অর্ণবে কি অচলে,
নির্ভয় হৃদয় তার পাইয়ে তব দরশন ॥২১৭॥

---

রাগিণী খাম্বাজ জংলা—তাল ঠুংরি।
( লক্ষ্ণৌ ঠুংরি )

তুমি আত্মীয় হতে পরমাত্মীয় হে,
আছে তোমা হতে কে সংসারে?

পিতা মাতা জায়া, তনয় তনয়া,
আর এত দয়া কে করিতে পারে?
করুণার নিধান বিভু তুমি হে,
কত না করুণা করিলে পাপীরে।
সুখ-সাধন এই শরীর মন,
করুণার নিদর্শন নাথ! তব।
গ্রহ-তারক-মণ্ডিত নীল নভ,
ধন ধান্য-ভরা রমণীয় ধরা;
সুগভীর তরঙ্গিত নীর-নিধি,
হিম রঞ্জিত শোভন তুঙ্গ গিরি;
সকলে পুলকে সম তান ধরি,
করিছে করুণা তব কীর্ত্তন হে ॥২১৮॥

---

রাগিণী লুম খাম্বাজ—তাল যৎ।

ঠাকুর তেই শরণাই আয়া।
উতারা গেয়া মেরে মনকি সংশয়,
যব তেরে দরশন পায়া।

অনা বোলাতা মেবে বেরথা জানি,
আপনা নাম জপায়া;
দুখ নাটে সুখ সহজে গমায়া,
আনন্দে গুণ গায়া।
বাহু পাখড়ত কাঢ লিনে আপনা গৃহ,
অন্ধকূপেতে মায়া;
কহে নানক গুরো বন্ধন কাটে,
বিছুবত আন মিলাযা ॥২১৯॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—একতালা।

প্রাণেশ্বর হৃদয়রঞ্জন, পরম করুণা আধার।
কে জানে এমন প্রেম ওহে করুণাসাগর।
বিশ্বপালক বিশ্বজননী, জগৎ জন হিতকারিণী,
করুণা গুণে সন্তানগণে করেছ বশ তোমার।
ত্রিতাপ সন্তাপহারী, পাপিজন নিস্তারকারী,
তপ্তহৃদয়-স্নিগ্ধকারী তুমি প্রভু সবার।
নিষ্কলঙ্ক জ্যোতির্ম্ময়, শুদ্ধসত্ত্ব পুণ্যালয়,
পাবন দীনশরণ, ভকত প্রাণ আধার।

যাচি প্রভু চরণাশ্রয়, ভকতে দেও বরাভয়,
দিয়ে তব চরণতরী তার হে ভবসাগর ॥২২০॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

( ধন্য ধন্য ধন্য আজি সুখ )

তার হে দীনবন্ধু দয়াল পাতকী-জন-তারণ।
এই যে দেখিছি সুরম্য ভুবন,
কিছুই ইহার নহে পুরাতন,
ইচ্ছা তব হল, সৃজিলে বিশ্ব,
জয় দেব ভব-কারণ।
তোমার রচনা নিরখি নয়ন,
সুখ নীরে সদা করে সন্তরণ,
আদি কবি তুমি, অনাদি নাথ
জয় দেব জগজীবন।
নিশীথে দিবসে তোমার গুণ,
গায় চন্দ্র তারা তপন পবন,
গায় হে তোমারে জলদ জাল,
জয় দেব দুখনাশন।

তরাইতে পাপী বিনা শ্রীচরণ,
কি আছে হে আর হে ভয়-হরণ,
ডুবে পাপার্ণবে ডাকিহে তোমা,
জয় দেব জীব-পাবন ॥২২১॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

কে তুমি কাছে বসে থাক সর্ব্বদা আমার ;
স্বভাব প্রকৃতি রীতি, মিষ্ট অতি,
কি নাম বল তোমার ?
প্রতিদিন এত করে, কেন ভাল বাস মোরে,
দয়াতে পূর্ণ হয়ে কর কেবল উপকার।
রূপে গুণে অনুপম, দেখি নাই কোথা এমন,
মধুর আকর্ষণে, প্রাণ টানে, তোমার পানে বারেবার।
নাই আলাপ, নাই পরিচয়, দেখ্‌লে মন মোহিত হয়,
চিনেও চিনিতে নারি, একি দেখি চমৎকার।
সম্বন্ধে কে হও তুমি, জনক কিম্বা জননী,
যে হও সে হও তুমি, তুমি আমার আমি তোমার ॥২২২॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

( ঐ সুর )

গভীর অতলস্পর্শ তোমার প্রেমসাগরে,
ডুবিলে একবার কেহ আর কি উঠিতে পারে?
প্রেমিক মহাজন যারা, না পেয়ে কুলকিনারা,
হইল চির-মগন ফিরিল না আর সংসারে।
কত সুখ প্রলোভন, প্রেম শান্তি মহাধন,
অনন্ত অগণন রেখেছ সঞ্চিত করে।
নিত্য সুখ শান্তি দিয়ে, আনন্দে ভুলাইয়ে,
রেখেছ তাদের চিত্ত একেবারে মুগ্ধ করে ॥১২৩॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

অসীম ব্রহ্মাণ্ডপতি অগম অগোচর।
অকিঞ্চন জনে তবু, প্রেম-সুধা বৃষ্টি কর।
সকলি করিতে পার সর্ব্ব-শক্তিমান,
রয়েছে তোমার হাতে দেহ মন প্রাণ,
শত অপরাধ তবু স'য়ে থাক নিরন্তর।
নক্ষত্র-খচিত তোমার আকাশ আসন,

কতই ঐশ্বর্য্য কেবা করে নিরূপণ,
দীনের হৃদি কুটীরে তবু পদার্পণ কর।
নিষ্কলঙ্ক তুমি নাথ নিত্য নিরঞ্জন,
জ্বলন্ত অনল তুমি কলুষনাশন,
পাতকীর বন্ধু তবু তুমি নাথ কৃপা-সাগর ॥২২৪॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

এত দয়া পিতা তোমার,
ভুলিব কোন্ প্রাণে আর।
দেবের দুর্ল্লভ তুমি, ব্রহ্মাণ্ডের স্বামী,
দীন হীন আমি অকিঞ্চন হে;
তবু পুত্র বলে, স্থান দিয়ে কোলে,
পদে পদে বিপদেতে করিছ উদ্ধার।
পড়ে অকূল সাগরে, যখন ডাকি কাতরে,
ব্যাকুল হইয়ে কোথা দয়াময় বলে হে;
তখন কাছে এসে, সুমধুর ভাষে,
তাপিত হৃদয়ে শান্তি দাও হে আমার।

কে জানে এমন করে, ভাল বাসিতে পাপীরে,
তোমার মতন ভূমণ্ডলে হে;
আমি জন্মাবধি, কত অপরাধী,
তথাপি দুর্ব্বল বলে ক্ষম বারম্বার।
জানিলাম নানামতে, তোমা বিনা এ জগতে,
কেহ নাহি আর আপনার হে;
ধন্য ধন্য নাথ, করি প্রণিপাত,
নিজ গুণে পাপীজনে কর ভবে পার ॥২২৫॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা।

কেন তোমায় ভুলি দয়াময়;
তুমি বট হে, পাপী তাপী সাধু সবার
অনন্ত জীবনাশ্রয়।
গর্ভ হতে যেমন ধরায়, ধরা হতে পুনরায়,
লয়ে স্নেহে রাখ সবায়, এতে কি আছে সংশয়।
এখন যেমন অতুল যতন, মরণ অন্তেও তেমন,
পরকালে স্নেহ-কোলে, রহে তব সমুদয় ॥২২৬॥

---

রাগিণী পরজ—তাল চৌতাল।

অতুল জ্যোতির জ্যোতি,
গ্রহ তারা চন্দ্র তপন জ্যোতিহীন সব তথা।
এক ভানু অযুত কিরণে, উজলে যেমতি সকল ভুবন,
তোমার প্রীতি হইয়ে শতধা বিরচয়ে সতীর প্রেম,
জননী-হৃদয়ে করে বসতি।
অভ্রভেদী অচল-শিখর, ঘননীল সাগরবর,
যথা যাই তুমি তথা,
রবি কিরণে তব শুভ্র কিরণ, শশাঙ্কে তোমার জ্যোতি,
তব কান্তি মেঘে,
সজন নগর, বিজন গহন, যথা যাই তুমি তথা ॥২২৭॥

---

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

কে রচে এমন সুন্দর বিশ্বছবি,
রতনমণি খচিত অম্বর কি শোভে।
তরুণ বিভাকর, তারা বিশদ-চন্দ্রমা,
জগত রঞ্জিছে কনক রজত রঞ্জনে।

সুরভি পুষ্পাভরণ, বিপিন গিরি সিন্ধু নদ,
সকলি পরিপূরিত অতুল প্রভাবে,
কেমন সুনিপুণ তোমার লেখনী,
তোমার জগত শোভা নিরখি নয়নে ভুলে ॥২২৮॥

---

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

কি না পাই, নিরখিলে তাঁরে হৃদি মাঝারে।
পাসরি সকল দুখ, ভুলি গৃহ সংসারে।
তাঁর বলে বলীযান্, তাঁর তেজে জ্যোতিষ্মান্,
অধ ঊর্দ্ধ সর্ব্বস্থান, কেবলই দেখায় তাঁরে।
তাঁহার প্রকার ভিন্ন, না দেখি পদার্থ অন্য,
পরিপূর্ণ তাঁতে শূন্য, দেখি জ্যোতি আঁধারে।
দিবসে খদ্যোত জ্যোতি, যেমন হারায় ভাতি,
আত্ম-প্রভাব তেমতি, মিশায় জ্যোতি-আধারে ॥২২৯

---

রাগিণী পরজ—তাল ঝাঁপতাল।

তোমার মঙ্গল রূপ দেখায়েছ নাথ। যারে,
ভ্রমেও সে জ্ঞান আঁখি কভু কি ফিরাতে পারে?

ধন-ধান্য-আদি সব, বিস্তারি নিজ বিভব,
মানে সদা পরাভব, মোহিত করিতে তারে।
দুঃখ ক্লেশ-দুর্ব্বিপাকে, বিষাদ-সন্তাপ-শোকে,
তোমা হতে সবে তাকে, বিমুখ করিতে হারে।
দেহ-মন-প্রাণ-ধন, সকলি করি অর্পণ,
সে নিরখে অনুক্ষণ আনন্দ-হৃদে তোমারে ॥২৩০॥

---

রাগিণী পরজ—তাল একতালা।

আর দেখিনা এমন ;
তোমা হইতে সুন্দর,
সুখকর প্রলোভন প্রিয় দরশন।
সুখ সৌন্দর্য্য মহিমা কৌশলে,
স্নেহ দয়া পূর্ণ মানব মণ্ডলে,
তোমারই প্রেম প্রতিবিম্বিত হইতেছে অনুক্ষণ।
দেখিতে নয়ন নাহি হয় শ্রান্ত,
সম্ভোগে হৃদয় নাহি হয় ক্ষান্ত,
অপূর্ব্ব কাহিনী, সুধাময় বাণী, করে মধু বরষণ ;

প্রেমরস পানে বাড়য়ে পিপাসা,
পুরে মনস্কাম না যায লালসা,
নাহি তার অন্ত ঝরে অবিশ্রান্ত,
নহে কভু পুরাতন ॥২৩১॥

---

রাগিণী পরজ বাহার—তাল কাওয়ালি।
( কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে—সুর )

কি করিয়ে ভুলিব তোমারে বলহে।
নিকটেতে বসে আছ,
স্বর্গেরদেবতা হয়ে একি চমৎকার।
আমি তোমারি করুণা নাথ, ভাবিহে যখন,
অবাক্ হইয়ে থাকি না সরে বচন;
তোমার মতন প্রভু করিতে যতন,
অধম সন্তানগণে কেবা আছে আর।
অসহায়ের বন্ধু তুমি, হৃদয়ের ধন,
মাতৃহীনের মাতা তুমি সকলে জানে;
এসব করুণা নাথ ভুলিব কোন প্রাণে,
নিয়ত সম্ভোগ করি করুণা যাঁহার ॥২৩২॥

রাগিণী কালাংড়া—তাল আড়াঠেকা।

মন যাঁরে নাহি পায় নয়নে কেমনে পাবে।
সে অতীত-গুণত্রয়, ইন্দ্রিয় বিষয় নয়,
যাঁহার বর্ণনে রয় শ্রুতি স্তব্ধ ভাবে।
ইচ্ছা মাত্র করিল যে বিশ্বের প্রকাশ,
ইচ্ছামতে রাখে ইচ্ছামতে করে নাশ,
সেই সত্য, সব আর অসার এ ভবে ॥২৩৩॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

বিমল রজত ভাসে, পূর্ণ করি নীলাকাশে,
চন্দ্রমা আরতি করে সহস্র কিরণে,
সেই সত্য সনাতনে।
অগণ্য তারকাবলী, চৌদিকে রয়েছে জ্বলি,
মঙ্গল কনক দীপ, গগনে গগনে।
ফুলের সুরভি শ্বাস, উঠিছে ধূপের বাস,
কানন কুসুম-ভার অর্পিছে চরণে;
পর্ব্বত-কন্দরে গিয়া, শুভ শঙ্খ বাজাইয়া,
পবন হরষে তাঁরে চামর ব্যজনে।

অমৃতের অধিকারী, আছ যত নর নারী,
তোমরাও আরতি কর প্রকৃতির সনে ;
জ্ঞানের প্রদীপ জ্বালি, প্রেমের সৌরভ ঢালি,
শত কণ্ঠে কর গান, সুমধুর তানে ॥২৩৪॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

কি বেশ ধরেছ আজি শারদীয়া নিশীথিনী,
কৌমুদী-বসনে পূর্ণ কলানাথ-কিরীটিনী।
উজ্জ্বল তারকারাজি, কুণ্ডল শোভিছে কিবা,
ছায়াপথ সীমন্তেতে জন মন-মোহিনী।
প্রশান্ত প্রসন্নাননে, হাসায়ে জগত-জনে,
মোহিত করেছ নাকি হৃদয়ানন্দ দায়িনী ;
কে তোমারে এই সাজে সাজায়েছে বল দেখি,
কাহার নন্দিনী তুমি বল কে তব জননী।
(কোথায় জননী তব সবার জননী যিনি) ॥২৩৫॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

বলিব কি হে তোমারে, ওহে বিভু সনাতন;
যে দিকে ফিরাই আঁখি, হেরি তব প্রেমানন।
এই যে হিমাদ্রি রাজ, পরায়েছ কত সাজ,
দেখে প্রেমে মুগ্ধ আজ, সার্থক হল জীবন।
কি সজন কি বিজন, যথায় থাকি যখন,
পর্ব্বত কন্দর গুহা, উপত্যকা প্রস্রবণ;
যে দিকে মেলি নয়ন, তব আবির্ভাবে পূর্ণ,
প্রেমে পুলকিত মন, হৃদিভাব অবর্ণন।
গিরি কন্দর বাহিনী, কহিছে তব কাহিনী,
প্রান্তর অরণ্য মাঝে, বিহঙ্গ কূজন;
ঊর্দ্ধশিরে গিরিরাজ, তুষার রজত সাজ,
ঘোষে জয় রাজ-রাজ, প্রাণমন বিমোহন ॥২৩৬॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কেমনে দিব হে স্থান এই সংকীর্ণ হৃদয়ে।
দীন দুঃখী পাপী আমি অধম মানব হয়ে।

যদি চাই তোমার পানে, বারেক অনন্য মনে,
প্রেমাবেশে আপনারে আপনি যাই ভুলিয়ে।
নিরখি নাথ তোমারে, আনন্দেতে আঁখি ঝরে,
বাক্য নাহি সরে থাকি অবাক্ হয়ে চাহিয়ে;
হৃদি হয় পরিপূর্ণ, বহে তায় সুখ পবন,
গভীর প্রেমতরঙ্গে,একেবারে যাই ডুবিয়ে।২৩৭।

---

রাগিণী বেহাগ—তাল একতালা।

অগম্য অপার তুমি হে।
কে জানে কে জানে তোমায়।
অগণ্য বিশ্ব তব পদতলে,
ভ্রাম্যমান দিবস রজনী,
দেব দেব পরম জ্ঞান হে;
অতুল স্নেহে রেখেছ ক্রোড়ে,
পাপী তাপী সুখী দুখী;
স্বর্গ মর্ত্ত্য ভাসমান,
তোমার প্রেম সাগরে হে॥২৩৮॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

মঙ্গল নিদান, বিঘ্নের কৃপাণ,
মুক্তির সোপান, অন্য কেবা।
সংসার-দুর্দ্দিন, শান্তি-সূর্য্য হীন,
কাটি দেয় দিন, অন্য কেবা।
দুঃখ ক্লেশ ভার, পর্ব্বত আকার,
করে পরিহার, অন্য কেবা।
কারে ডাকি আর, যাই কার দ্বার,
সহায় আমার, অন্য কেবা ॥ ২৩৯ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল ঝাঁপতাল।

জয় জগজ্জীবন জগত-পাতা হে।
জয় দীন-শরণ শুভদাতা হে।
জয় বিঘ্নবিনাশন বিধাতা হে।
জয় দেব জগত-পিতা মাতা হে।
হৃদয়াধার হৃদজ্ঞাতা হে,
ভয়-তাপ-হরণ ভব-ত্রাতা হে।

দীন-জন দ্বারে, ডাকে তোমারে,
দেহি প্রসাদ পরমাত্মা হে ॥ ২৪০ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

প্রেমসিন্ধু উথলে দেখে তোমায়,
আনন্দ না ধরে হৃদয়ে।
ও রূপ হেরিয়ে ভুলিতে কে পারে,
নয়ন না ফেরে আর কোথায়,
আনন্দ না ধরে হৃদয়ে ॥ ২৪১ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

নাথ! তোমার প্রসাদবারি কি গুণ ধরে;
বাক্যে নাহি বলা যায়, স্মরণে নেত্র ঝরে।
নাহি কাল-ভেদাভেদ, নাহি হে পাত্র-প্রভেদ,
বরষিলে বিন্দুতায় কি নাহি করে।
ভীরু সাহসী হয়, পাতকীর পাপক্ষয়,
অজ্ঞানীর জ্ঞানোদয়, অসাধু জন তরে;

ধনী হয় দন্তহীন,　　বালক হয় প্রবীণ,
সাধু সুখী চিরদিন, দেবভাব ধরে নরে ॥ ২৪২ ॥

---

রাগিণী বাহার—তাল একতালা।

দেখিলে তোমার সেই অতুল প্রেম-আননে।
কি ভয় সংসার-শোক ঘোর বিপদ-শাসনে।
অরুণ উদয়ে আঁধার যেমন যায় জগত ছাড়িয়ে;
তেমনি দেব তোমার জ্যোতি মঙ্গলময় বিরাজিলে,
ভকত-হৃদয় বীত-শোক তোমার মধুর সান্ত্বনে।
তোমার করুণা, তোমার প্রেম, হৃদয়ে প্রভু ভাবিলে,
উথলে হৃদয় নয়ন-বারি রাখে কে নিবারিয়ে;
জয় করুণাময়, জয় করুণাময়,
তোমার প্রেম গাইয়ে,
যায় যদি যাক্ প্রাণ তোমার কর্ম্ম সাধনে ॥ ২৪৩ ॥

---

রাগিণী বাহার—তাল কাওয়ালি।

কি আমি বলিব তোমারে;
ক্ষুদ্র কীট আমি, তুমি পুরাণ অনাদি,
অবিনাশী সারাৎসার।

আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তবু কৃপা চখে,
মলিন মানবে; বর্ম্ম-দুর্গ তুমি ভয় বিপদ মাঝে,
ভব-জলধি-সেতু তুমি থেক না থেক না হে দূর।২৪৪॥

---

রাগিণী সাহানা (মিশ্র)—তাল যৎ।

কেমনে বলিবি রে মন পিতার প্রাণ কঠিন।
মুখ পানে কে চাহিল দেখি তোরে দীন হীন।
যাঁহতে পালিত হলে, আগে তাঁকে ভুলে গেলে,
তিনি, সর্ব্বদা রাখিলেন তোকে না ভুলিয়ে কোনদিন।
যত যাও তাঁরে ছাড়িয়ে, ততই তিনি সঙ্গী হয়ে,
প্রেম ভরে স্নেহ ক্রোড়ে, লয়ে রাখেন চিরদিন।
যখন পথ হারা হয়ে, কাঁদ বিপদে পড়িয়ে,
অমনি অনাথনাথ ত্বরা আসি চখের জল করেন
মোচন॥ ২৪৫॥

---

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল যৎ।

ভূষিত মহিমা তব আনন্দ-বসনে,
দেখি, খেলিছে পবিত্র খেলা বিচিত্র ভবনে।

শান্তি সুখ সুবিমল,　　ধরম প্রেম মঙ্গল,
কত মত শোভা ধরে শান্ত শুদ্ধ মনে।
উজ্জ্বল নীল গগনে,　　বায়ুর সুস্বর স্বনে,
পুষ্প-সুরভিত বনে, খেলিছে কেমনে,
সর্ব্বস্থানে সর্ব্বক্ষণ,　　করে ক্রীড়া অতুলন,
প্রেমে পূর্ণ হয় মন, হেরে তাহা নয়নে॥ ২৪৩॥

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

তোমার প্রতি নিগূঢ় প্রেম যার,
ফলভরে অবনত শাখারি আকার।
প্রাপ্ত হয় আত্ম-বিস্মৃতি,　ব্যাপ্ত হয় জগতে প্রীতি,
লুপ্ত হয় ভাবনা ভীতি, ক্ষিপ্ত যে প্রকার;
সুখ দুঃখ সমভাবে হৃদয় স্বর্গ তার।
কখন হাস্য বদন,　　কখন করে রোদন.
কখন মগন মন বাল্য ব্যবহার;
আনন্দে ভাব সমুদ্রে দিতেছে সাঁতার।
শান্ত দান্ত বিবেক যুক্ত,　　অনাসক্ত জীবন্মুক্ত,
ভজনেতে অনুরক্ত, চিত্ত অনিবার;
কি আনন্দে কর হে তার হৃদয়ে বিহার।

তারপ্রেম লাগি তোমাতে,তোমার প্রেম লাগি তাহাতে,
আনন্দ লহরী তাহে উঠে অনিবার ;
মিশে নদী জলধিতে হয় একাকার।
এমন কি আমার হবে, তোমার জন্য সকল সবে,
তবে সে সম্ভব, হলে করুণা তোমার,
ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং"জানিয়াছি সার ॥ ২৪৭ ॥

---

রাগিণী মেঘ মল্লার—তাল সুরফাঁকতাল।

বিশ্ব ভুবন রঞ্জন, ব্রহ্ম পরমজ্যোতি,
অনাদি দেব জগপতি, প্রাণের প্রাণ।
কতই কৃপা বরষিছ, প্রাণ জুড়ায় সুমধুর
প্রেম সমীরে, দুখতাপ সকলি হয় অবসান।
সবাকার তুমি হে পিতা বন্ধু মাতা,
অনন্তলোক করে তব প্রেমামৃত পান;
অনাথ শরণ এমন আর কেবা তোমা হেন,
ডাকি তোমারে, দেখা দাও প্রভু হে কৃপানিধান ॥২৪৮॥

---

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

হরি তোমা বিনা কেমনে এ ভবে জীবন ধরি।
সংসার জলধি মাঝে তুমি হে তরী।
তোমারে যখন পাই, আঁধারে আলোক পাই,
নিমেষে হৃদয় তাপ সব পাসরি ॥ ২৪৯ ॥

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

হে গুরু, কল্পতরু, সকলি সম্ভবে তোমারি নামে।
নিমেষে পাতকী যায় পুণ্য ধামে।
যাহা চাই তাহা পাই, কিছুরই অভাব নাই,
অনন্ত সুখ সম্পদ তব চরণে।
যে জন সরল হয়, বিশ্বাসেতে মুক্তি পায়,
সংসারে স্বর্গের শোভা হেরে নয়নে ॥ ২৫০ ॥

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল ঝাঁপতাল।

তোমার করুণা প্রেম বহিছে অজস্রধারে।
ডুবেছে যেজন তাহে সেকি তা ভুলিতে পারে।
জীব জন্তু অগণন, তব প্রেমে নিমগন,
আকাশে শশী তপন, তোমার প্রেম প্রচারে।

ধন্য সেই সাধু জন, যে তব প্রেমে মগন,
দিবানিশি তার মন, ভাসে প্রেম সাগরে ॥২৫১॥

---

রাগিণী মালকোষ—তাল আড়া ঠেকা।

কে করিবে তাঁহার অপার মহিমা বর্ণন।
করিতে যাঁহার স্তুতি অবসন্ন হয় শ্রুতি স্মৃতি দরশন।
নিরাধার বিশ্বাধার, নির্ব্বিশেষ নির্ব্বিকার,
স্বপ্রকাশ অবিনাশ বুদ্ধিগম্য নন;
শোন শান্ত-চিত্ত জন, সে তো জীবের জীবন,
মনের সে মন ॥ ২৫২॥

---

রাগিণী মালকোষ—তাল আড়া ঠেকা।

কে বা ভুলিবে তোমারে, পেয়ে তোমার প্রীতি সুধা,
দেখে তোমার করুণা।
অগতির গতি তুমি, অনাথ-নাথ,
কে না পায় তব ছায়া;
বিশ্ব-বন্ধু তুমি, যে দিকে দেখি,
দেখি তোমার প্রেম ॥২৫৩॥

---

# তৃতীয় অধ্যায়।

## প্রার্থনা, আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপ।

রাগিণী ললিত—তাল সওয়ারি।

তুমি জ্যোতির জ্যোতি, দেখা দেও হে।
রবি, শশী, তারা শোভে না আমার কাছে,
যদি হারাই তোমারে।
কিসের সে জীবন যৌবন তোমা বিহনে,
কি হবে সে জ্ঞানে যাতে তোমারে না পাই ॥২৫৪॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

আজ খুলিয়ে দিয়েছি নাথ! হৃদয়ের দ্বার।
ওহে অকিঞ্চন ধন, এসে কর অধিকার।
তুমি হে জীবন প্রাণ, তুমি বল তুমি জ্ঞান,
তুমি বিনা অনাথের, কেহ নাহি আর।

তব অনুচর হয়ে, থাকিব তোমায় লয়ে,
তোমার পূজন বিনে পূজিব না অন্যে আর।
জেনেছি জেনেছি প্রভু, ভুলিব না আর কভু,
পতিতপাবন তুমি, তুমি সর্ব্ব মূলাধার ॥২৫৫॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

অনাথে চাহিয়া দেখ অনাথ শরণ;
কি জানাব জানিতেছ হৃদয়-বেদন।
তোমা বিহনে কে আর, ঘুচাবে হৃদয় ভার,
তুমি ভরসা আমার, আমি অকিঞ্চন।
সংসার পিশাচ ঘোর, পিষিছে হৃদয় মোর,
টানিছে নরক পথে, করিতেছে তর্জ্জন;
পড়ে আছি অসহায়, একেবারে নিরুপায়,
জীবনে মরণ প্রায়, ওহে মৃত-সঞ্জীবন ॥২৫৬॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

এসেছি তোমারি দ্বারে তোমারি মহিমা শুনে;
দেখ প্রভু কি হয়েছি পুড়িয়ে পাপ আগুনে।

চেয়ে দেখ দয়াময়, থাক্ হয়েছে হৃদয়,
রাখ রাখ রাখ প্রাণ, দিয়ে স্থান শ্রীচরণে।
প্রভু তোমারি কৃপায়, সকলি সম্ভব হয়.
শুনেছি তোমারি নামে, গলে হে পাষাণ;
পৃথিবী স্বর্গের প্রায়, মনুষ্য দেবতা হয়,
রজনীতে সূর্য্যোদয়, হয় তোমার নামের গুণে ॥২৫৭॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

নিজ গুণে তার যদি এ অধম নরে।
তবেত যাইতে পারি সংসার জলধি পারে।
না জানি ভজন সাধন, প্রেমহীন ভক্তিহীন,
চিরদুখী আমি তোমার পাতকী সন্তান;
সকলি করিতে পার, তুমি সর্ব্বমূলাধার,
দাসে দাও চরণতরী কৃপা করে ॥ ২৫৮॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

কোথা গেলে পাব তাঁরে, তাই সদা ভাবি মনে।
কে আমারে দেখাইবে, সেই প্রাণাধিক ধনে॥

দেহ মন ধন প্রাণ, সকলি যাঁহার দান,
বল প্রাণ রহে কিসে, সেই প্রাণ-সখা বিনে।
যাঁর পদ লভিবারে, কত কষ্ট করে নরে,
বিসর্জ্জন করে দেহ, প্রজ্বলিত হুতাশনে ;
হায় কি পাষাণ হয়ে, ভুলি হে সে দয়াময়ে,
ইচ্ছা হয় তাঁর তরে, ভ্রমি একা বনে বনে ॥ ২৫৯ ॥

---

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

চেয়ে দেখ নাথ! একবার এ অধম সন্তানে।
পাপে তাপে জর জর, ত্রাণ কর ছায়া দানে ॥
তুমি বিনা বল আর, কে করিবে নিস্তার,
কে তারে কাতরে, ওহে কাতর-শরণ ;
দয়া গুণে ক্ষমা কর এ শরণাগত জনে ॥২৬০॥

---

রাগিণী ললিত—তাল একতালা।

কোথা রইলে গো জননি! দেখা দাও পাপী জনে ;
নিরাশ্রয় ভয় হয়, দিয়ে আশ্রয় বাঁচাও প্রাণে।

ভজন সাধন বিহীন, পাপে তাপে মলিন,
কেমনে ধরি জীবন, না দেখি উপায় ;
কত দিন পাপের অধীন হয়ে রহিব জননি !
নিজ-গুণে শ্রীচরণে স্থান দিয়ে রক্ষ দীনে ॥২৬১॥

---

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

দেখা দেও আঁখি রঞ্জন হৃদি মাঝে হৃদয়েশ !
প্রেম-জনন প্রসন্ন-বদন হেরি অনিমেষ।
নরনারীগণ আনন্দ অন্তরে,
যশ-তোম্বুর তব হে মহেশ ঝঙ্কারে,
অবিরত দশ দেশ।
শুদ্ধসত্ত্ব হিরণ্ময় মানস-আসন পাতি
তোমারে দিব পরমেশ ;
ভক্তি চন্দনে চর্চ্চিব চরণ,
প্রেমের হারে বাঁধি তোমারে,
পালিব তব আদেশ ॥২৬২॥

---

রাগ ভৈরব—তাল চৌতাল।

(মোর) দুঃখ নিশা প্রভাত কর হে দুরিত নাশন,
তার এ অকূল পাথার।
বিরাজি হৃদয় মাঝে, মলিনতা পাপ তাপ হর,
হে দয়াল, হে কৃপার আধার।
এসেছি প্রভু হে, তোমার অভয় দ্বারে ফিরায়ো না
দীনে না দিয়ে দরশন, পূর ভক্ত মনস্কাম;
নাহি সহায় লোকে তোমা বিনা,
তুমি একমাত্র সহায় সম্বল মোর—
সঙ্গী সুখে দুখে, আঁধার মিহির, দারিদ্র্যভঞ্জন,
অন্ন ধন-সুখ সম্পদ-কারণ ॥২৬৩॥

---

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

(প্রভু) পূজিব তোমারে আজি বড় আছে আকিঞ্চন,
হৃদয় কবাট খুলি পেতেছি মন আসন।
ভক্তির গেঁথেছি হার, দিব আজি উপহার,
প্রেমের চন্দন ছিটা এই মাত্র আয়োজন।

নয়নের অশ্রু দিয়ে ধোব হে তব চরণ,
জানি তুমি দয়াময় ভক্তে দিবে দরশন;
এসো তবে দীনবন্ধু, এসো করুণার সিন্ধু,
বিতরি প্রসাদ-বিন্দু সফল কর জীবন ॥২৬৪॥

---

রাগ মিয়া ভৈরব—তাল চৌতাল।

করুণার সাগর, কৃপাজল দেও হে কাতরে।
কোথা তুমি ত্রিভুবন-রাজা পাবনের পাবন,
কোথায় দীন হীন অকিঞ্চন আমি।
যার গুণে পাষাণ হৃদয়ে দেখা দেয় প্রেমের অঙ্কুর,
ডাকি তারি তরে;
তব প্রসাদ বারি বরষে যথা, জীবন ধন,
শান্তি-উথলে তথা সহস্র ধারে ॥২৬৫॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

তৎসৎ ব্রহ্মপদ প্রণমি হে দণ্ডবৎ;
শ্রবণ করো করুণা করি, প্রভু এ স্তুতিগীত ত্বরিত।

শান্তি-সুধা সর্ব্ব ভুবন বিস্তার,
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে ;
অনীতি দুর্ম্মতি করি অপহৃত,
পুণ্য সলিল বরিষ, বরিষ অমৃত।
প্রাণের প্রাণ তুমি হৃদয়ের স্বামী,
বিকশিত কর আসি হৃদয়কমল হে,
প্রেম-সুধা দেও চিত্তচকোরে,
প্রসাদ বিন্দুর তরে প্রাণ তৃষিত।
সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বসাক্ষী পুরাণ,
কি আর জানাব জানিছ সকল হে ;
ভক্তবৎসল তুমি ভক্ত এই যাচে,
মোচন কর সর্ব্ব দুরিত দুষ্কৃত।
কাতর হইয়ে এসেছি তব দ্বারে,
দীন-হীন সবে মলিন দুর্ব্বল হে ;
বিঘ্ন বিনাশন পতিত পাবন,
দেখাও দেখাও হে, তব পুণ্যপথ।
বিশ্বনিয়ন্তা বিভু ন্যায়-সিন্ধু,
ইচ্ছা তোমারি হউক সফল হে ;

দিবা পিতা প্রভু পরম কৃপাময়,
বিতর সবে শান্তি সুমতি সতত ॥২৬৬॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঝাঁপতাল।

( তৎসৎ ব্রহ্মপদ—স্তব )।

মহা সিংহাসনে বসি শুনিছ হে বিশ্বপিতঃ,
তোমারি রচিত ছন্দ মহান্ বিশ্বের গীত।
মর্ত্ত্যের মৃত্তিকা হোয়ে, ক্ষুদ্র এই কণ্ঠ লোয়ে,
আমিও দুয়ারে তব হ'য়েছি হে উপনীত।
কিছু নাহি চাহি দেব, কেবল দর্শন মাগি,
তোমারে শুনাব গীত এসেছি তাহারি লাগি ;
গাহে যথা রবি শশী, সেই সভা মাঝে বসি,
একান্তে গাহিতে চাহে এই ভকতের চিত। ॥২৬৭॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

হায় কি দিব বলহে চরণে তোমার।
দীন দুঃখী পাপী আমি, কি আছে আমার ॥

না জানি অর্চ্চনা স্তুতি, নাহিক তোমাতে মতি,
হৃদয়ে কিছুই নাহি দিতে উপহার।
ভাসিয়ে নয়ন জলে, ডাকি দয়াময় বলে,
এস হে দয়ার নিধি, হর দুখ ভার ॥২৬৮॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কাতরে কর নাথ দয়া, আছি আশা-পথ চেয়ে।
থাকিব আর কত দিন বল নিঃসম্বল হয়ে?
পিতৃহীনের পিতা তুমি, মাতৃহীনের জননী,
প্রকাশ আশ্বাস বাণী, এ পাপ ভগ্ন হৃদয়ে।
করেছ কত করুণা, প্রাণ থাকিতে ভুলিব না,
এখন আমার এই কামনা, স্থান দেও চরণাশ্রয়ে ॥২৬৯॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

প্রভো কুরু কিঙ্করে করুণাবিধানং;
হে দয়াময়, তারয় ভব পারাবারং।
দাসে বিতর তরীং, তব চরণ-সরোজং,
যাচে ভব বারিধৌ কর্ণধারমনুবারং।

পাপহর পরিহর, মোহমকরমতি ঘোরং,
বিষয়-বাসনা হর, অন্তর বৈরী বিকারং ॥২৭০॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল আড়া।

কেমনে বলিব আমি ভালবাসি হে তোমারে।
জীবনের চিন্তা কার্য্য কাহে প্রতিবাদ করে।
মুখে ভালবাসি বলি, কাযে ফাঁকি দি কেবলি,
প্রাণের ভিতরে কালী, রাখি কেবল ঢাকিয়ে।
কেমনে হব সরল, হৃদি হবে নিরমল,
বাক্য কার্য্য চিন্তায় মিলে পূজিবহে তোমারে ॥২৭১

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

( তাই ডাকি হে তোমায়—সুর )

এস মা এস মা হৃদি মাঝারে ;
সব দুখ ভুলে যাব দেখিয়ে তোমারে।
হৃদি মাঝে বসাইব, অনিমেষে নিরখিব,
অনুক্ষণ ডুবে রব, তব প্রেম সাগরে ॥ ২৭২॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

তোমারি তোমারি আমি জীবন মরণে;
প্রেম-পাশে বাঁধা আছে প্রাণ মন ও চরণে।
বিপদে ফেল হে যদি, বিপদেতে রব,
প্রেমমুখ দেখাও যদি, সব দুখ স'ব,
সংসারের কটু কথা শুনিব না শ্রবণে ॥ ২৭৩ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

অকূল ভবসাগরে তার হে তার হে।
চরণ তরি দেহি, অনাথনাথ হে।
সন্তাপ-নিবারণ, দুর্গতি-বিনাশন,
দুর্দ্দিন তিমির হর, পাপ তাপ নাশ হে ॥ ২৭৪ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

দেখা দেও হে জীবনের জীবন।
বিফলে গেল যে জীবন ॥
দেখি তব প্রেম মুখ, দূর করি সব দুখ,
দয়া করে একবার, দেও দরশন।

পাপে তাপে অবিরত, হইয়াছি জীবন্মৃত,
দিয়ে ও চরণামৃত, বাঁচাও জীবন ॥ ২৭৫ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওযালি।

তোমারি রহিব নাথ জীবন মরণে,
চিরদিন পড়ে রব তোমার চরণে।
কি সুখ জীবনে হায়, দগ্ধ মরুভূমি প্রায়,
এ ছার জীবন তব প্রেম বারি বিনে,
সংসারের ধন মান, চাহেনা আমার প্রাণ,
দেয না তিলেক শান্তি তাপিত জীবনে।
তোমা বিনে দয়াময়, জীবন আঁধারময়,
কিছুতেই সুখ নাই তোমার বিহনে;
পুণ্যের বিমল জ্যোতি, মানবের স্নেহ প্রীতি,
সকলি মলিন তব প্রেমালোক বিনে।
তব প্রেম সুধাময়, হায় নাথ যে হৃদয়
করিযাছে আস্বাদন বারেক জীবনে,
কি সুখে ভুলায়ে হায়, র খবে সংসার তায়,
কেমনে বাঁধিবে তার আকুল পরাণে।

হৃদয় তোমারি তরে, কাঁদে সদা প্রেমভরে,
তোমাতরে প্রেম ধারা বহে দুনয়নে ;
এই নাথ লও মোরে, বাঁধি রাখ প্রেম ডোরে,
হৃদয় পরাণ মন তোমার চরণে ॥ ২৭৬ ॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল কাওয়ালি।

আমার মনের সাধ রহিল মনে।
মনে করি হেরি তাঁরে, আঁখি ভরি হৃদ্ মাঝারে,
কেমন মোহ আঁধার ঘেরে নয়নে।
মনে করি ভাবি তাঁরে, ভুলিয়ে পাপ সংসারে,
সংসার ভাবনা আসি ফিরায় মনে।
কবে সেই প্রেম শশী, উদিবেন হৃদে আসি,
উথলিবে সুখসিন্ধু ভাসাবে প্রাণে।
কবে ভাসি আঁখি জলে, ডাকিব প্রাণেশ বলে,
সঁপে দিব প্রাণ মন অই চরণে ॥ ২৭৭ ॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল একতালা।

নিলাম গো শরণ পিতা তোমার এ অভয় চরণে।
দিতে হবে স্থান এবার পাপী কাতর সন্তানে।
সংসারের জ্বালায় জ্বলে, শীতল একবার হব বলে,
পড়িলাম এ চরণ তলে, জুড়াও গো তাপিত জনে।
শুনেছি গো ঐ পায়, মহাপাপী তরে যায়,
এসেছি গো সেই আশায়, চাও কৃপা নয়নে ॥২৭৮॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

পাপে তাপে বিকলিত মনঃ শীঘ্র সন্তাপ নাশ।
মোহাচ্ছন্ন হৃদয়-গগনে প্রেম সূর্য্য প্রকাশ।
অজ্ঞানান্ধে বিতর সুমতি তার দুঃখী অনাথে;
আপদ্ সম্পদ্ সকল সময়ে থাক ভক্তের সাথে ॥২৭৯॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

প্রেমদাতা! দেখা দেও হে,
প্রাণ সদা তোমারে চায়।

দূরে যায় পাপ, দূরে যায় তাপ,
দূরে যায় শোক ;
ভাসে হৃদয় মম প্রেম আনন্দে,
প্রেমমুখ যদি হে ভাব।
অপার শান্তি, হৃদয়ে বিরাজে,
পূরে মনস্কাম ;
যখনি দয়া তব, স্মরণে জাগে,
মন তব চরণে ধায় ॥ ২৮০ ॥

---

রাগিণী গাড়া ভৈরবী—তাল যৎ।

কি দিয়ে পূজিব নাথ। হেন কি ধন আছে।
সবে ধন পাপ মন অপবিত্র রয়েছে।
আমি অতি দীন হীন, আমি কোথায় কি পাব নাথ,
সকলি তোমারি দেওয়া লও হে তোমার যা ইচ্ছে॥২৮১

---

রাগিণী যোগিয়া—তাল মধ্যমান।

এস হে হৃদয়ে হৃদয়বিহারী।
প্রীতিকুসুমে ছাইব হে চরণ তোমারি।

পূরব গগনে ভানু বিরাজিল,
অন্ধকার বিনাশিল ;
তোমা বিনে আঁধার হৃদাকাশ,
নাশি তিমির হও প্রকাশ, প্রাণে আমারি।
বিহঙ্গমগণ হেরি তপন-কিরণ,
শতকণ্ঠে ধরিল সুতান ,
প্রেমরবি হে, তব মুখ নেহারি,
গাহিবে আজি প্রাণ বিহঙ্গ আমারি।
হৃদি সরসী মাঝে প্রীতি কুসুম ফুটিবে,
মন-ভৃঙ্গ তব নাম ঝঙ্কারিবে ;
এসহে প্রাণসখা, দিয়ে প্রেমবারি,
যতনে ধুইব চরণ তোমারি ॥২৮২॥

---

রাগিণী খট্—তাল সুরফাকতাল।

মঙ্গল তোমার নাম, মঙ্গল তোমার ধাম,
মঙ্গল তোমার কার্য্য, তুমি মঙ্গলনিদান।
অকূল ভব সাগরে, অনুদিন তুমি সহায়,
পাপতিমির নাশি, বিতর কল্যাণ।

দুর্ব্বল হৃদয় মোর, আশ্রয় কর দান,
দুর্গম পথ তরাও, দেও হে পরিত্রাণ।
দুর্জ্জয় রিপু দ্বন্দ্বে অন্তরে বাহিরে,
এ সঙ্কটে ধ্রুব নেতা তুমি কর বিজয় দান ॥২৮৩॥

রাগিণী খট্—তাল ঝাঁপতাল।

প্রাণ সঁপেছি ব্রহ্ম-পদে, না চাহি সুখ সম্পদে,
তাঁহার ধ্যান চিন্তনে করিব জীবন ক্ষয়।
কি হইবে সুখ আশে, ধন মান অভিলাষে,
এ দেহ অঞ্জলি দিব মন প্রাণ সমুদয়।
(আমি) থাকিব সঙ্গেতে তাঁর, না থাকিবে দুঃখ ভার,
নিয়ত পিয়িব সুধা, তাঁহার তত্ত্ব কথায়।
শিশু জননীরে পেলে, যায় সব দুঃখ ভুলে,
পাসরিব সব দুঃখ পাইয়া জগন্মাতায় ॥২৮৪॥

রাগিণী খট ভৈরবী—তাল পোস্তা।
( দয়াল নামামৃত রসে—সুর )

থাক্‌ব না আর এ পাপ রাজ্যে, ব্রহ্মলোকে যাব চলে।
সুখে বাস করিব তথা ব্রহ্মকল্পতরু মূলে।

প্রেমের বীজ করিয়ে রোপণ, ভক্তি-নদীর উপকূলে,
হৃদয় ভাণ্ডার পূর্ণ করিব পুণ্য সম্বলে॥
অমর হয়ে অমৃত পান করিব সবে মিলে;
ভক্তবৃন্দ সঙ্গে সদা ভাসিব প্রেম হিল্লোলে।
অসার নীচ বাসনা সকল যাইব ভুলে;
হয়ে অনুরাগী প্রেম বৈরাগী
বিলাব প্রেম হৃদয় খুলে ॥২৮৫॥

---

রাগিণী আসোয়ারি—তাল ঝাঁপতাল।

(জাগো সবলে—সুর)

প্রভো দীন দয়াল; দীন জন যাচে,
বরিষ বরিষ নাথ, করুণানিধান, প্রেমামৃত বারি।
দীনজন সখা তুমি, দীনকাণ্ডারী,
বিতর দীনে প্রেম তোমারি।
নীরস হৃদয় মোরা তব প্রেম বিনা,
শান্তিহারা সবে, দিবা বিভাবরী;
তব প্রেম-সিন্ধু নীরে মগন,
কর নাথ চিত্ত সবারি ॥২৮৬॥

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

বিষয় সুখে মন তৃপ্তি কি মানে।
তব চরণামৃত, পান-পিপাসিত,
নাহি চাহি ধন জন মানে।
হৃদয় পিপাসু সদা পরমেশ্বর
পাদ কমল-মধু-পানে;
না-চাহি অপর কিছু, মধুকর ত্যজি মধু,
চায় কি সে জলপানে।
সেই তব সুবিমল প্রেম মুখ চ্ছবি,
নিরখি নিরখি অনিমেষে;
সুফল করিব প্রভু, নেত্র যুগল মম,
পাসরিব ভয় দুখ ক্লেশে।
অনুদিন গাইব ভগবদমল যশ,
কোমল সুমধুর তানে;
মিলিবে সে ফল তাহে, কভু নাহি মিলে যাহা,
দুঃসহ তপ জপ দানে।
পলভর না ছাড়িব তোমার সে শ্রীচরণ,
তুমিও রাখিবে তব দাসে;

তব সহবাস-সুখে রহি নিশি দিন,
না গণিব ভব বনবাসে।
পরিহরি বিষময় বিষয় প্রলোভন,
অনুচর রব তব পাশে;
হৃদয়-থাল ভরি প্রীতি কুসুম লয়ে
পূজিব নিত্য মহেশে।
পরি অপরাজিত দিব্য কবচ তব,
অক্ষত রিপুর প্রহারে;
তব করুণাতরি করি অবলম্বন,
যাব ভবার্ণব পারে।
জীবন সঁপিয়ে তোমার পদে প্রভু,
নির্ভয় হইব সথা হে;
মঙ্গল কার্য্য তোমার সমাপিয়ে,
সহজে ত্যজিব এই দেহে ॥ ২৮৭॥

---

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।
( বিষয় সুখে মন—সুর )

হে সুখকারী ভয়-দুখহারী।
পূজিতে তোমারে, আজি তব দ্বারে,
এসেছি কৃপার ভিখারী।

বরষিছ কত দয়া, পলকে পলকে প্রভু,
জীবনে ভুলিতে কি পারি ?
স্মরিয়ে দয়া তব, আজি প্রেম-বারি,
ফেলিব চরণে তোমারি।
পাসরি সব দুখ, স্নেহের মূরতি তব,
যবে হৃদিমাঝে নেহারি ;
ভাসিব আনন্দে, হেরি অনিমেষে,
সেই মূরতি তোমারি।
পাপী জনে প্রভু, কোলে লইতে তব,
আছ প্রেমবাহু প্রসারি ;
আশা করি তাই, আসিলাম তব ঠাঁই,
লহ সন্তানে তোমারি ॥ ২৮৮ ॥

---

রাগিণী আশা—তাল ঠুংরি।

( ঐ সুর )

পতিতপাবন তুমি ভব-ভয়হারী।
দেখ তব দ্বারে, আজি করযোড়ে,
মুক্তি-ভিখারী নরনারী।

এক অভয় পদ,　　　বিঘ্ন-বিপদ-হর,
তুমি প্রভু ভব সংসারে ;
লইনু শরণ আজি,　　　শ্রীচরণ আশ্রয়ে,
দেও হে তব পদ তরী।
কে আর করিবে প্রভু,　　　কলুষ বিমোচন,
যাইব আর কার দ্বারে ;
মলিন পাতকী সবে,　　　ডাকে তোমারে প্রভু,
তারহে পতিত উদ্ধারী।
মোহ তিমির ঘোর,　　　ভীষণ দুস্তর,
কে আর করিবে বিনাশ ;
কে পারে তরিবারে,　　　তোমার প্রসাদ বিনা,
লইনু শরণ হে তোমারি ॥ ২৮৯ ॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

ওহে দীননাথ কর আশীর্ব্বাদ,
এই দীন হীন দুর্ব্বল সন্তানে।
যেন এ রসনা,　　　করে হে ঘোষণা,
সত্যের মহিমা জীবন মরণে :

তোমার আদেশ সদা শিরে ধরি,
চির ভৃত্য হ'য়ে রব আজ্ঞাকারী,
নির্ভয় অন্তরে, বল্‌ব দ্বারে দ্বারে,
মহাপাপী তরে দয়াল নামের গুণে।
অকপট হৃদে তোমারে সেবিব,
পাপের কুমন্ত্রণা আর না শুনিব,
যা হবার তাই হবে, যায় প্রাণ যাবে,
তব ইচ্ছা পূর্ণ হোক এ জীবনে।
নিত্য সত্য ব্রত করিব পালন,
মন্ত্রের সাধন কি শরীর পতন,
ভয় বিপদ কালে, ডাক্‌ব পিতা বলে,
লইব শরণ ঐ অভয় চরণে ॥ ২৯০ ॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

প্রাণ সখা হে, আমার হৃদয় মাঝে দাও হে দরশন।
সফল করি, হে নাথ! হেরি তোমারে, জীবন ॥
মোহ-কোলাহলে, থাকি যে তোমায় ভুলে,
জানিতে পারি না প্রভো! তুমি কি পরম ধন।

যদি আজ কৃপা করে, তুষিত করিলে মোরে,
দেখিবারে অনুপম, রূপ ভুবনমোহন;
দাও তবে জ্ঞান আঁখি, দেখি হে তোমায় দেখি,
মোহাঁধার, হই পার, পাই হে নব জীবন ॥২৯১॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

এস এস মলিন হৃদয়ে মম, এস হে হই ধন্য।
করুণা বিতর হে দয়াময়,
আমার এ জীবন কেবলি তোমারি জন্য।
এস এস এস জীবন আধার,
দুখিনী অবলার হৃদয় মাঝার,
একবার এস হে,
ডাকে কাতরে তোমারি দুখিনী কন্যা।
পবিত্র করিয়ে হৃদয়-আসন,
প্রীতি-পুষ্প আর ভকতি চন্দন,
উপহার হে,
দিবে চরণে পাপিনী এত কি পুণ্য।
ধরি হে চরণে দেহ এই বর,

কুমতি কুকথা কুচিন্তা কঠোর,
পাপ হে,
যেন না দহে দাসীর হৃদয়ারণ্য ॥ ২৯২ ॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।
( ওহে দীননাথ—স্থর )

পতিতপাবন, এ পাতকী জন,
পাবে কি কথন, চরণ তোমার।
কুটিলহৃদয়, কুচিন্তার আলয়,
না হয় সহজে প্রেমোদয় যার।
অকলঙ্ক তুমি পুণ্যের আধার ;
চির কলঙ্কিত আমি দুরাচার ;
তুমি অন্তর্যামী হৃদয়ের স্বামী,
জানিছ সকলি, বলিব কি আর।
এ ঘোর সঙ্কটে করিতে উদ্ধার,
অকিঞ্চন নাথ কেহ নাই আমার ;
যা কর এখন, বিপদভঞ্জন,
আমার ত ভরসা কিছু নাই আর ॥ ২৯৩ ॥

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

অতি কাতরে করি নাথ এই নিবেদন।
দুঃখ যন্ত্রণায়, বিপদ সময়,
ডাকিলে যেন পাই দরশন।
চিরদুঃখী করে রাখ তাতে ক্ষতি নাই,
অভয় পদে দিও স্থান, এই ভিক্ষা চাই;
আমি সকল সইতে পারি, তোমার মুখ হেরি,
( কিন্তু ) বিচ্ছেদ বেদনা হয় না সম্বরণ।
হৃদয়বাসী পিতা তুমি জান সমুদয়,
কত দুঃখ কষ্টে আমার দিন গত হয়;
হায় বল কেমন করে, থাকি ধৈর্য্য ধরে,
না দেখে তোমার প্রসন্ন বদন ॥ ২৯৪ ॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

( ওহে দীননাথ—সুর )

তোমাতে যখন, মজে আমার মন,
তখনি ভুবন, হয় সুধাময়;
জীবে হয় কত, স্নেহ সমাগত,
দূরে যায় যত, দুঃখ আর ভয়।

দেখি, দিবাকরে সুধাকরে সুধাক্ষরে,
সুধাময় হয়ে পবন সঞ্চরে,
সরিৎ বহে সুধা, মেঘে সুধা ঝরে,
চরাচরে সুধামাখা সমুদয়।
আমি, তোমা ছাড়া হয়ে থাকি যে সময়ে,
কিছুতে আনন্দ পাই না হৃদয়ে,
সময় সম্বরি যে যাতনা সয়ে,
জান অন্তর্যামী অন্তরের বিষয়।
তুমি, অনাথের নাথ দরিদ্রের ধন,
বিপদের কাণ্ডারী পতিতপাবন,
মোহান্ধকারের তুমি সে তপন,
পূর্ণানন্দ তুমি মঙ্গলের আলয়।
করি, এই ভিক্ষা নাথ! যেন সর্ব্বক্ষণ,
থাকে আমার মন তোমাতে মগন,
ধন মান সুখে নাহি প্রয়োজন,
তোমা ধনে লয়ে জুড়াব হৃদয়॥ ২৯৫॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

হৃদয় কুটীর মম, কর নাথ পুণ্যাশ্রম।
বিরাজ আনন্দে তাহে দিবানিশি অবিরাম।
জীবন কর আমার প্রেম-পরিবার,
গৃহ-দেবতা পিতা হয়ে থাক হে তাহার,
মঙ্গল শাসনে সদা কর হে শাসন।
আমি প্রতিদিন ভক্তি ভরে করিব পূজা অর্চ্চনা,
কৃত ঞ্জলিপুটে করিব চরণ বন্দনা;
নিত্য নব নবজাত প্রেম হারে,
সাজাব তব সিংহাসন সুন্দর ক'রে,
গলবস্ত্র হয়ে তোমায় করিব অভিবাদন।
আমার রিপু-পরিচারিকাদল, আনন্দে মিলে সকল,
অনুদিন করিবে সব সেবার আয়োজন,
ইচ্ছায় ইচ্ছা মিলিবে, বিচ্ছেদে মিলন হবে,
তব প্রেম আবির্ভাবে আত্মা হবে স্বর্গধাম ॥২৯৬॥

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

( হৃদয় কুটীর মম—সুর )

ভক্তগণ সঙ্গে আজি, মিলিযে পবিত্র ভাবে,
গাইব তোমার নাম আনন্দে হযে মগন।
হৃদয় মন্দির মাঝে, বসাযে তোমারে প্রভু,
প্রেম ভক্তি উপহারে পূজিব তব চরণ;
আনন্দ সলিলে সদা ভাসিবে হৃদয় মন।
প্রেমের সাগর তুমি, সৌন্দর্য্যের প্রস্রবণ,
পরম আনন্দধাম, পুণ্যের আলয়;
তব পুণ্য সহবাসে ক্ষণেক করিলে বাস,
পাপ তাপ যায় দূরে শীতল হয জীবন;
হৃদয পবিত্র হয় হেরে তব পুণ্যানন।
এই ভিক্ষা দীননাথ দেও দাসে কৃপা করি,
তব শান্তি নিকেতনে করিতে গমন,
কৃপাসিন্ধু নাম শুনে আসিযাছি তব দ্বারে,
পুরাও মনের সাধ দিয়ে দাসে শ্রীচরণ ॥২৯৭॥

রাগিণী বিভাস—তাল তেওট।

যদি তরাবে জগত জনে, দিয়ে দয়াল নামে,
আগে গো তরাও, পিতা আমায়।
এ পাপী তরে গেলে, জগতের আশা হবে দয়াময়।
সুধামাখা দয়াল নাম করিয়ে কীর্ত্তন,
তব কৃপায় তব রাজ্যে করিব গমন;
বল্‌ব আয়রে সবে আয়, আয় ভাই নাহি ভয়,
এই দেখ্‌ মহাপাপী তরে যায়।
উর্দ্ধশ্বাসে পাপী সবে আস্‌বে দলে দল,
ভক্ত যুটে ভক্তির ঘাটে কর্‌বে কোলাহল;
তব ইচ্ছা পূর্ণ হবে, জগৎ তরে যাবে,
এ পাপী যদি ঐ চরণ পায়॥ ২৯৮॥

---

মধুকাণের সুর—তাল কাওয়ালি।
(বিভাস)।

কাঙ্গালের ধন কোথা তুমি।
একবার এসে দেখ প্রভু, কি দুখে দিন কাটাই আমি।

অহরহ মরি জ্বলে, হৃদয়ের পাপানলে,
জানাতে না পারি বলে, জান সকল অন্তর্যামী।
যে ধনের কাঙ্গালী হয়ে, ফিরিতেছি চেয়ে চেয়ে,
বল্ তেগো বিদরে হিয়ে, জান্‌ছ সকল অন্তর্যামী।
কাঁদিতেছি ফিরে ফিরে, অথচ আছ অন্তরে,
দেখিতে নাপাই ঘরে, কোথায় ওহে হৃদয়স্বামী
থাকি আমি যে করে, আমার এই শূন্য ঘরে,
অন্যে কি জানিতে পারে, জান কেবল
অন্তর্যামী ॥ ২৯৯ ॥

---

রাগিণী ললিত বিভাস—তাল যৎ।

কোথা হে কোথা হে ওহে প্রাণ-রমণ।
ঘুচাও প্রাণের যাতনা দিয়ে দরশন ॥
ভব কানন মাঝারে, বেড়াইলাম ঘুরে ঘুরে,
ভুলিয়ে তোমা হেন ধনে।
সংসার বিলাসে, সুখের আশে,
মজিলাম, হইলাম পাপে মগন,

বিবেক বৈরাগ্য নাই, হৃদয়ে ভকতি নাই,
দিয়ে সব বাখ দাসে (ওহে) দীনশরণ।
তোমা বিনা চারি ধার, হেরি নাথ অন্ধকার,
রাখ হে জীবন, প্রভু, দিয়ে দরশন;
ভুলিয়ে পাপ-সংসারে, তোমার প্রেম সাগরে,
চির-জীবনের তরে, হব নিমগন। ৩০০ ॥

---

শাহিনী ললিত বিভাস—তাল একতালা।

আর কিছু নাই ভরসা সংসারে তোমা ভিন্ন।
পড়ে পাপে, অনুতাপে, হৃদয় হল অবসন্ন;
যথা যাই, শান্তি নাই, অম দাসে হও প্রসন্ন।
চারিদিকে অন্ধকার, বিষাদে হৃদয় ভার,
পুড়িছে অনলে যেন হৃদয় আমার,
কত বার চাব আর, ক্ষমা করেছ অগণ্য;
অপরাধী নিরবধি, একি হল মতিচ্ছন্ন ॥৩০১॥

---

রাগিণী কুকব—তাল ঠুংরি।

গভীর বেদনায় অস্থির প্রাণ;
কর হে আমারে শান্তি দান।

মোচন কর হে পাপতাপ ;
ঘুচাও রোদন বিলাপ।
কেবলি তোমার আশ্রয়ে,
তরিব সাগর নির্ভয়ে।
যে যায় যাক যে থাকে থাক্ ;
শুনে চলি তোমারি ডাক।
তরঙ্গ ঘোর কর হে পার,
মন তরীর হর হে ভার।
তুমি বিনা কর্ণধার,
কেহ নাহি আর আমার ॥৩০২॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল আড়া।

আমার কি হবে উপায়।
দয়াময় বৃথা দিন যায়,
অকৃতি অধম আমি অতি দুরাশয়।
জ্ঞানকৃত অপরাধে, বঞ্চিত তব প্রসাদে,
গভীর বিষাদে তাই মলিন হৃদয়।

নিজ দোষে বারম্বার, করিয়াছি পাপাচার,
এখন কলঙ্ক ভারে অবসন্ন প্রায়;
আপন কুকর্ম্ম ফলে, দিবানিশি মরি জ্বলে,
অনলে পতঙ্গ যেমন জীবন হারায়।
সহে না সহে না আর, শীঘ্র কর হে উদ্ধার,
বিলম্বে মরিবে প্রাণে, তোমার দুর্ব্বল তনয়॥ ৩০৩॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

দেহ জ্ঞান—দিব্য জ্ঞান, দেহ প্রীতি—শুদ্ধ প্রীতি,
তুমি মঙ্গল আলয়, (তুমি মঙ্গল-আলয়)।
ধৈর্য্য দেহ, বীর্য্য দেহ, তিতিক্ষা সন্তোষ দেহ,
বিবেক বৈরাগ্য দেহ, দেহ ও পদ আশ্রয়॥ ৩০৪॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল কাওয়ালি।

অধমতারণ, অনাথশরণ,
পতিতপাবন, তোমার নাম হে।
পাপেতে মলিন, বিষাদে মগন,
দুঃখের রজনী কর প্রভাত হে।

কে আর তারিবে, অধম মানবে,
তাই প্রভু এসেছি তোমারই দুয়ারে ॥৩০৫॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল ঠুংরি।

কেমন করিয়ে, নিদয় হইয়ে,
এখনো ফিরায়ে, দিব হে তোমারে।
করিয়াছ পণ, দিবে পরিত্রাণ,
তাই এত করুণা করুণার উপরে।
কত বার নাথ, করিব আঘাত,
তোমার সরল মধুর ব্যাভারে।
তোমার বিধান, না করে গ্রহণ,
দুখেতে এখন, হৃদয় বিদরে।
অধম মানবে, কিরূপে জানিবে,
তুমি যে ছাড়না, কিছুতেই পাপীরে ॥ ৩০৬॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

এবার সেই ভাবে দিতে হবে দরশন,
যে দর্শনে, মৃত প্রাণে, নাথ, সঞ্চারে নব জীবন।

যে ভাবে ভক্ত হৃদয়ে, প্রেমালোক প্রকাশিয়ে,
ভুলাইয়ে রাখ চির জীবনের মতন ;
বহে প্রেম অজস্রধারে, ভাসে প্রাণ সুখসাগরে,
স্বরূপ-মাধুর্য্য হেরে বিমোহিত হয় মন।
ঘুচিবে সব সংশয়, দূরে যাবে পাপ ভয়,
নির্ম্মল হবে হৃদয়, জুড়াবে নয়ন,
লজ্জা ভয় ত্যজিয়ে, আনন্দে উন্মত্ত হয়ে,
বল্‌ব সবে চক্ষু কর্ণের হয়েছে বিবাদ ভঞ্জন ॥ ৩০৭ ॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

( এবার সেই ভাবে—সুর )

প্রভু এই তব পদে করি নিবেদন।
হৃদয় মন, সঁপে যেন, আমি এই ব্রত করি পালন।
গিয়ে লোকের দ্বারে দ্বারে, ডাকিব কাতর স্বরে,
বিনয়ে চরণ ধরে, করিব ক্রন্দন ;
বল্‌ব ভুলে প্রাণেশ্বরে, থেক না আর এ সংসারে,
জীবনসর্ব্বস্ব ফেলে, করে না জীবন ধারণ।

রসনা এ কাযে রবে, হস্ত এ কায করিবে,
চরণ চৌদিকে ধাবে, করিতে কীর্ত্তন,
তব কায্যে পড়ে রব, খাটিযে কৃতার্থ হব,
সবে মিলে তবে যাব, ঘুচিবে ভব বন্ধন ॥৩০৮

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

কোথায় আছ দীন-বন্ধু,
দেখা দিযে ঘুচাও পাপের যন্ত্রণা।
ঘোর পাতকী আমি,
কেমনে ডাকিব তোমায জানি না।
যদি একবার কৃপা করে, এস হে হৃদি মন্দিরে,
দেখি তোমায় নয়ন ভরে,
পূরাই মনের অনেক দিনের বাসনা।
ব্যাকুল হয়েছে মন, দেও পিতা দরশন,
প্রাণ যে করে কেমন,
তোমা বিনা আর ত কেহ জানে না॥ ৩০৯॥

রাগিণী আলাইয়া — কাওয়ালী একতালা।

দীননাথ! আমরা দীনের বেশে,
এসেছি হে তোমারি দ্বারে।
শুনে তোমার দয়ার কথা,
এসেছি বড় আশা করে।
পড়ে মোহ অন্ধকারে, দেখিতে না পাই তোমারে,
কোথা প্রভু দয়া করে,
দেখা দাও দীনের হৃদিকুটীরে।
কারেও না দেখি সংসারে, পতিতে উদ্ধার করে,
পাপ-হৃদয় কেমন করে,
ওহে পতিত-পাবন একবার চাও হে ফিরে ॥৩১০॥

---

রাগিণী আলাইয়া—কাওয়ালী একতাল।

কোথায় হে কাঙ্গালের নিধি,
হৃদয় রতন দেখা দেও একবার।
হৃদয় মন্দির আমার,
তোমা বিনে হয়ে আছে অন্ধকার।

তোমারে পাবার তরে, চাহি অন্তরে বাহিরে,
না দেখে নাথ তোমারে,
শূন্যময় জ্ঞান হয় এ সংসার।
কি করিব, কোথা যাব, কি রূপে তোমারে পাব,
কবে ও মুখ হেরিব
জুড়াইব তাপিত প্রাণ হে আমার ॥ ৩১১ ॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

পিতা গো একবার হের গো আমায়, সহেনা প্রাণে।
তোমারি সন্তান হয়ে, রয়েছি কাঙ্গালের প্রায়।
কি আর বলিব পিতা, কারে কব মনের কথা,
কে আর বুঝিবে ব্যথা, তোমা বিনা কারে কই ॥৩১২॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

বিপদে কোথায় রইলে গো ফেলে, বিপদভঞ্জন।
সংসার বনেরি মাঝে, ভয়ে প্রাণ করে কেমন।
মায়ায় ভুলে আছে মন, চিন্‌লামনা গো তুমি কি ধন,
নাহি জানি ভজন পূজন, বৃথা গো ধরি জীবন।

আমরা দুর্ব্বল মেয়ে, আছি তোমার মুখ চেয়ে,
একবার পিতা দেখা দিয়ে, পূর গো সাধ পূরণ ॥৩১৩॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

কি ধন লইয়ে বল থাকিব হে আমি।
সবে ধন অমূল্য রতন হৃদয়ের ধন তুমি।
ওহে, তোমারে হারায়ে, ব্যাকুল হইয়ে, বেড়াই যে আমি,
যাইব কোথায়, পাইব তোমায়, বল অন্তর্যামী;
দাও দরশন, কাঙ্গাল শরণ, দীন হীন আমি।
ওহে তোমারে ছাড়িয়ে, সংসারে মজিয়ে, থাকিবে হে
কোন্ জনা,
ধন মান লয়ে কি করিব, সে সব সঙ্গেত যাবে না,
তুমিহে আমার, আমিহে তোমার, আমার চির
দিনের তুমি।
ওহে তোমারে লইয়ে, সর্ব্বস্ব ছাড়িয়ে, পর্ণকুটীর ভাল,
যখন তুমি হৃদয়নাথ, হৃদয় করহে আলো,
আমি সব দুখ যাই পাসরিয়ে, বলি আর যেওনা তুমি,
প্রভু যাইতে দিবনা আমি ॥ ৩১৪ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল তেতালা ।

জীবন্ত বিশ্বাস দাওহে মম অন্তরে ।

যেন অন্তরে বাহিরে সদা দেখি তোমারে ।

পড়ে মোহ অন্ধকারে, যেন ভুলিনা নাথ তোমারে,

পাপ প্রলোভন হ'তে রাখহে দূরে ।

অনন্ত কালের তরে, প্রভু জীবন সঁপে তোমারে,

মোহিত হয়ে রহিব, তোমাকে হেরে ॥৩১৫।

---

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি ।

( দয়াল নামে ভাস সুখে—সুর )

আমি বৃথা আমার এ জীবন কাটালেম ।

আগে নাহি ভাবিলাম,

আমি আঁখি সত্বে অন্ধ হয়ে, দেখিয়াও না দেখিয়ে,

মণিলোভে ফণী শিরে ধরিলেম ।

যাঁহা হতে এ দেহ এ মন প্রাণ,

কৃপায় যাঁহার হায় বল বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান,

সকলি যাঁহার করুণার দান,

অন্তে যাঁর পদপ্রান্তে চিরস্থান ;

আমি পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে, তাঁর পানে না চাহিয়ে,

নিজ দোষে মায়ারসে ডুবিলেম।

হবে বলে আশা ছিল সাধনা,

বিষয় বিপাকে পড়ে সে আশা পূরিল না,

মনেই রহিল মনের বাসনা,

সার হল সংসারের যাতনা।

আমি কি করিলেম কি হইল, অবশেষে এই ঘটিল,

সুধা বলে গরল তুলে খাইলেম॥৩১৬॥

---

রাগিণী আলাইয়া ঝিঝিট—তাল কাওয়ালি।

( দয়াল নামে ভাস—সুর )

ওহে এ দীনে কি দীন-বন্ধু ভুলিলে ?

আমার আর কে আছে,

আমি আশাসূত্র ধরি করে আছি তোমার দ্বারে পড়ে,

বল কোথা যাই তুমি ত্যজিলে।

জনম হইতে আমি নিরাশ্রয়,

যে দিকে ফিরাই আঁখি সেই দিক শূন্যময়,

কে আমায় তোমার বলে তুলে লয়,
কার মুখ পানে চাব দয়াময়,
আমার বল কি সম্বল আছে, দাঁড়াইব কার কাছে,
(আমায়) কে রাখিবে তুমি নাহি রাখিলে ।
হৃদয়ের জ্বালা আর তো সহেনা,
যাতনায় বুঝি হায় দেহে প্রাণ রহে না,
নয়নের ধারা আর ধরে না,
কেমনে জানাব দুঃখ জানি না,
আমি এই মাত্র জানি সার, দুর্গতি না রহে কার,
দুখ যাবে পড়ে, তোমায় ডাকিলে ॥ ৩১৭ ॥

---

রাগিণী আলাইয়া ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি ।

কোন্ দোষের আমি দিবহে পিতা তোমায় পরিচয় হে
আমি একটী পাপের কথা (দয়াময়) বলব মনে করি,
ওগো একেবারে সব হয় যে উদয় ।
আমি আপনারই বলে, সকল শত্রুদলে,
ভেবেছিলাম ওগো পিতা রাখিব শাসনে,
শেষে হল এই ফল, (দয়াময়), বাড়্‌ল শত্রুদল,

এই দেখ আমায় করিয়াছে জয়।

আমি বিষম অহঙ্কারে, নিজ করে ধরে,

হেনেছি কুড়ালি পিতা, আপনার কপালে,

এখন হয়ে নিরুপায়,(দয়াময়), পড়িলাম তোমার পায়,

কর পিতা তোমার বিচারে যা হয়॥ ৩১৮॥

---

রাগিণী বেহাগ বাহার—তাল আড়াঠেকা।

দরশন দাও হে কাতরে, দীন হীন আমি।

রোগে কাতর, শোকে আকুল,

মলিন বিষাদে॥ ৩১৯॥

---

রাগিণী সরফর্দা—তাল আড়াঠেকা।

এমনি কি হে দিন যাবে চিরকাল,

আর সহে না সংসার যাতনা।

তোমা বিহনে কে আছে আমার,

গতিহীনে ত্যজো না॥ ৩২০॥

---

রাগিণী খোরিয়া—তাল আড়াঠেকা।

ও হৃদয় নাথ ! এস হে হৃদয়াসনে ;
আকুল প্রাণে, ডাকি তোমারে,
দরশন দেও হে।
তব পদ ছাইব প্রেমের কুসুমে,
কি দিব আর তোমায় হে ॥৩২১॥

ভজন—তাল ঝাঁপতাল।

অখিল ব্রহ্মাণ্ডপতি প্রণমি চরণে তব,
প্রেম ভক্তি ভরে শরণ লাগি।
দুর্ম্মতি দূর করি শুভ মতি দাও হে,
এই বরদান ভগবান মাগি।
ঘোর নিষ্ঠুর রিপু অন্তরে বাহিরে,
ভীত অতি আমি এ অন্ধকারে।
দীন-বৎসল তুমি তারো নিজ সেবকে,
তব অভয় মূরতি ভয় নিবারে।
বিষম মহার্ণবে মগন হয়ে ডাকিহে,
দীন হীনে প্রভু রাখো রাখো।

তব কৃপা যে লভে, কি ভয় ভব-সংকটে,
কাটি যাবে বিপদ লাখো লাখো ॥৩২২॥

---

রাগিণী সিন্ধুড়া— ধামাল।

হয়েছি ব্যাকুল অন্তর বিরহে তোমার ;
তৃষিত চাতক সমান।
করিয়ে শীতল তাপিত প্রাণে,
হৃদয়ে বিরাজ আমার।
অভয় মূরতি দেখা দিয়ে,
কর হে অভয় দান ;
তব বলে কর বলী যে জনে,
কি ভয় কি ভয় তাহার ॥ ৩২৩॥

---

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

আমার এই বাসনা কর হে পুরণ।
ওহে অনাথ-নাথ, অধমতারণ।
যে দিকে ফিরাই আঁখি, সে দিকে তোমারে দেখি,
হৃদয় মন্দিরে সদা দেও দরশন।

না চাহি বিষয় সুখ, চাহি তব প্রেমমুখ,
তা হলে যাইবে দুঃখ, আনন্দে হব মগন ॥৩২৪॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান

আর কত দূরে সে আনন্দধাম, (বল বল হে)
যাব তবে নিরখি আকুল পরাণ।
কতবার মানস-পটে, দেখিলাম এই নিকটে,
দেখিতে দেখিতে কোথায় হল অন্তর্ধান।
ক্রমে দিন হল অন্ত, দেহ মন পরিশ্রান্ত,
তথাপি হল না কিছু উপায়-বিধান
তবে কি ইহ জীবন, বিফলে হবে পতন,
কপট ক্রন্দনে দিন হবে অবসান।
কবে নাথ আনন্দ মনে, তোমার পুণ্য আশ্রমে,
দিবানিশি সাধুসঙ্গে করিব বিশ্রাম। ৩২৫॥

রাগিণী সিন্ধু—তাল মধ্যমান।

কিসের আর করিব অভিমান। (কিবা আছে হে)
সকলই তোমার চক্ষে আছে বিদ্যমান।

হয়ে পাপে কলঙ্কিত, প্রবৃত্তির বশীভূত,
স্রোতে প্রবাহিত যেন তৃণের সমান।
নাহি পুণ্য প্রেম ভক্তি, আমি যে নিগুণ অতি,
শত পাপে অপরাধী অধম অজ্ঞান।
অহঙ্কার চূর্ণ করে, বাঁচাও এ পাপ-বিকারে,
ওহে দর্পহারী কর ন্যায় দণ্ড বিধান॥ ৩২৬॥

---

রাগিণী সিন্ধু তাল মধ্যমান।

কত দিন আর এই ভাবে, মজি পাপ মোহেতে,
যাবে দিন হে জগ জননি! বিফলে।
চঞ্চল মতি মম, সতত কুপথে ধায়,
কোন মতে, বাধা নাহি মানে।
দেও মা শুভমতি, ওগো দীনতারিণী,
দয়াময়ি, যাচে তনয়ে॥৩২৭॥

---

রাগিণী সিন্ধু তাল মধ্যমান।

কেমনে ধরিব এ জীবন। (তাই ভাবি (হে)
যায় যদি চিরদিন করিতে ক্রন্দন।

সংসারে যন্ত্রণা পেয়ে, এসেছি ব্যাকুল হয়ে,
তোমার নিকটে নাথ জুড়াতে তাপিত প্রাণ।
আমি হে জনম-দুখী, তোমার আশ্রয়ে থাকি,
পাপের বন্ধন আমার, করহে হে মোচন।
ও নাথ, কেহ যার নাহি সহায়,
তুমি নাকি তার সহায়,
সেই আশায় দয়াময়, লয়েছি চরণে শরণ।
বিভো, মনোবাঞ্ছা পূর্ণ কর, বিলম্ব সহেনা আর,
পারি নে এ দুঃখভার, করিতে বহন॥ ৩২৮॥

---

রাগিণী সিন্ধু—তাল যৎ।

আমি রব বলে এসেছি তব ভবনে।
রাখ হে আমায় চরণে।
করিলাম কত ভ্রমণ, দেখিলাম বন উপবন,
কত কত মহাজন নানা স্থানে,
তবু জুড়াল না মন কোন স্থানে,
কে যেন টানে আমায় তোমা পানে॥

হৃদি পরে বসাইব, পূজা করে জুড়াইব,
চরণামৃত অঙ্গে লেপনে,
হতাশ করনা নাথ অকিঞ্চনে ॥ ৩২৯ ॥

---

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

এসেছি আজ আশা করে, দেখে যাব হে তোমারে,
একবার আসি দয়া করে, দেখাও তব প্রেমানন।
দ্বারে গেলাম কতবার, ফিরে এলাম বার বার,
করুণার সাগর,
এখন দেখা দিয়ে হৃদয় ধামে, বাঁচাও পাপ-জীবন।
তোমার কথা শুনলাম কত, কত স্থানে কত মত,
আর শুনব কত;
আমার পাষাণ সমান হল হৃদয়, কঠিন হইল মন।
হৃদয় মন শুকাইল, একে একে সবে গেল,
যাই কোথা বল,
যদি নিজ গুণে এ অধমের সকল
আশা কর পূরণ ॥৩৩০॥

---

রাগিণী সিন্ধু—তাল একতালা।

পিতা গো একবার হও হে সদয়,
করযোড়ে করি নিবেদন ।
এসো একবার বক্ষস্থলে, চরণ ধুই হে চক্ষের জলে,
লুটাইয়ে পদতলে, সফল করি জীবন ।
আশায় বেঁধে আছি বুক, চাহিয়ে তোমার মুখ,
ভুলিব হে সব দুখ, কর আজ আশা পূরণ ॥৩৩১॥

---

রাগিণী সিন্ধু ভৈরবী—তাল ঠেকা ।

নয়নে নয়নে রাখিব তোমারে, হে নাথ ।
শত চন্দ্র জ্যোতি জিনি, চরণ পরশমণি,
স্থাপিয়ে হৃদি পঙ্কজে, ধোয়াব নয়ন নীরে ॥
ইচ্ছা হয় তব তরে, ভ্রমি দেশ দেশান্তরে,
তোমার সমান আর কে আছে সংসারে ॥৩৩২॥

---

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

তুমি হে ভরসা মম অকূল পাথারে;
আর কেহ নাহি যে,
বিপদ ভয় বারে, আঁধারে যে তারে।
এক তুমি অভয় পদ জগত সংসারে,
কেমনে বল দীন জন ছাড়ে তোমারে?
কবিয়ে দুখ অন্ত সুবসন্ত হৃদে জাগে,
যখনি মন আঁখি তব জ্যোতি নেহারে;
জীবন-সখা তুমি, বাঁচি না তোমা বিনা,
তৃষিত মন প্রাণ মম ডাকে তোমারে ॥৩৩৩॥

---

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

ভুলায়ে রাখ হে প্রভু, তব প্রেম প্রলোভনে;
দেখায়ে স্বর্গের শোভা এ পাপী দীন সন্তানে।
মোহিত হয়ে রহিব, চাহিয়ে তোমার পানে,
আনন্দ-নীরে ভাসিব নামামৃত-রস-পানে।
নব নব ভাব বিকসিত কর হে হৃদি কাননে,
গাঁথি প্রেমহার উপহার দিব ও চরণে;

চিরসেবক হইয়ে, থাকিব তোমার সনে,
কাটাব জীবন তোমার শ্রবণ মনন গানে।
অমৃত-সাগর তুমি সৌন্দর্য্যের সার নাথ!
প্রকাশ প্রেমের জ্যোতি এ পাপ মলিন মনে;
খুলে দেও প্রেমের স্রোত,মাতায়ে তোমার প্রেমে,
জ্বেলে দেও উৎসাহানল, দুর্ব্বল মৃত জীবনে ॥৩৩৪॥

---

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।
( তুমি হে ভরসা মম—সুর )

সুন্দর তোমার নাম, দীন শরণ হে;
বরিষে অমৃত ধার,
জুড়ায় শ্রবণ, ও প্রাণ-রমণ হে।
এক তব নাম ধন, অমৃতভবন হে,
অমর হয় সেই জন, যে করে কীর্ত্তন হে।
গভীর বিষাদ রাশি, নিমেষে বিনাশে,
যখনি তব নাম সুধা, শ্রবণে পরশে;
হৃদয় মধুময়, তব নাম গানে,
হয় যে হৃদয়-নাথ, চিদানন্দঘন হে ॥৩৩৫॥

রাগিণী কাফি—তাল ঝাঁপতাল।

( তুমি হে ভরসা মম—সুর )

প্রাণের প্রাণ তুমি অমৃত সোপান হে।
অমর হয় সে জন, যে করে গ্রহণ, তোমার শরণ হে।
অতুল পুণ্যের রাশি, তুমি পুণ্যময় হে,
দরশনে যায় পাপ পাপনাশন হে।
হৃদয় তিমির নাশে, তোমার প্রকাশে হে,
মোহে অন্ধ সবে মোরা দেও পরিত্রাণ হে ॥৩৩৬॥

---

রাগিণী কাফি—তাল যৎ।

আমি হে তব কৃপার ভিখারী।
সহজে ধায় নদী সিন্ধু পানে,
কুসুম করে গন্ধ-দান ;
মন সহজে সদা চাহে তোমারে,
তোমাতেই অনুরাগী, মোহ যদি না ফেলে আঁধারে।
প্রাসাদ কুটীরে এক ভানু বিরাজে,
নাহি করে কোন বিচার ;

যেমতি নাথ তোমার কৃপা হে, বিশ্বময় বিস্তার,
অবারিত তোমার দুয়ার॥ ৩৩৭॥

---

রাগিণী কাফি—তাল আড়াঠেকা।

আহা কে দিবে আনিয়ে তাঁরে।
হারায়ে জীবন-শরণে, জীবনে কি কায আমার।
ঐহিকের সুখ যত জানি তা, কায নাই,
সে সুখে সে ধনে;
হারায়ে জীবন-শরণে, জীবনে কি কায আমার ॥৩৩৮॥

---

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল যৎ।

দীন দয়াময় এ দীন তোমারি।
মঙ্গল দাতা, পাপ পরিত্রাতা,
অকূল-কাণ্ডারী।
আমি যথা তথা রই, সাধু বা অসাধু হই,
নহি প্রভু তোমা বই, কাহারও দুয়ারী।
দুঃখ তাপ ভারে, হৃদয় বিদারে,
ডাকি বারে বারে, কোথা দুঃখহারী।

তুমি অনাথনাথ থাকিতে, অনাথ
বল ডাকে কারে, তোমার ভিখারী।
বিপদে সম্পদে, বিষাদ আমোদে.
জাগ সদা মোর হৃদে, হৃদয়বিহারী ॥৩৩৯॥

---

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল কাওয়ালি।

এস এস প্রাণসখা হে হৃদি মাঝারে।
মিটাইয়ে সাধ পূজিব তোমারে।
বিষয়ের কাননে করিয়ে ভ্রমণ,
তোমা হারা হইয়াছে মন,
তাই তোমারে ডাকিছে ঘন ঘন,
তোমা ধনে পাইবারে।
আমি যে অতিশয় মূঢ়মতি,
হৃদয়ে নাহিক ভকতি,
কিরূপে পূজিব তোমারে,
শিখাও নাথ আমারে।
কি শকতি এই কীট ধরে,
বিশ্বরাজ গাহিতে তোমারে,

হৃদি মাঝে দিয়ে দরশন,
দাও শকতি গাইবারে ॥৩৪০॥

---

রাগিণী টোড়ি—তাল চৌতাল।

দীননাথ! প্রেমসুধা দেও হৃদে ঢালিয়ে।
তপ্ত হৃদয় শান্ত হবে রাখে কে নিবারিয়ে।
তব প্রেম-নীরে আহা শুষ্ক তরু মুঞ্জরে,
উৎস যত উৎসারিত মরুভূমি প্রস্তরে।
অমৃতধার মুক্তিজনন সেই প্রেম জানিয়ে,
যাচি নাথ বিন্দু তার শোক-দগ্ধ অন্তরে;
সংসার ঘোর ছাড়ি আর বিপদজাল কাটিয়ে,
জুড়াব প্রাণ পরম সখা তোমার প্রেম গাইয়ে ॥৩৪১॥

---

রাগিণী টোড়ি—তাল চৌতাল।

নিরমল নাম প্রচার দেশে বিদেশে,
সকল গৃহে সকল পরিবারে:
জগত পুরবাসী, যত নরনারী,
সবে মিলে গাবে তোমার অনুপম গুণ।

বহিয়ে প্রেমের স্রোত সংসার হইতে,
প্রেম সমুদ্র তুমি, মিলিবে তোমায় হে॥৩৪২॥

---

রাগিণী টোড়ি—তাল কাওয়ালি।

অপার করুণা তোমার,
জগতের জনক জননী! অখিলবিধাতা।
নিশায় অসহায় থাকি যবে, নিদ্রা নাহি তব,
কি দিব তোমায়, কি আছে আমার?
সব মোর লও তুমি, প্রাণ হৃদয় মন,
তোমা বিনা চাহি না চাহি না কিছু আর;
সম্পদ বিষময় তোমায় ছাড়িয়ে;
না জানি কি রস পায় বিষয়-রসে তোমারে ভুলিয়ে॥৩৪৩

---

রাগিণী টোড়িভৈরবী—তাল আড়াঠেকা।

কোথা হে কোথা হে কোথা নাথ দয়াময়;
কত আর দুখার্ণবে ভাসিব হে নিরাশ্রয়।
কবে পাব তব চরণ, বিষাদে দহে জীবন,
হৃদি কাঁদে অনুক্ষণ, নাহি হেরে হে তোমায়॥৩৪৪॥

রাগিণী টোড়িভৈরবী—তাল মধ্যমান।

( কোথা হে কোথা হে—সুর )

কোথায় হে এস হে হৃদয় কুটীরে।
তোমা বিনা সব দেখি আঁধার সংসারে।
এস এস পিতা এস মানস-আসনে,
নয়ন জলে চরণ ধুয়ে পূজিব তোমারে।
ভক্তি চন্দনে মাখি, প্রীতি কুসুম গাঁথি,
বসেছি তোমারি তরে, এসহে এসহে ;
পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে তোমায়, মুখে দয়াময় দয়াময়,
ডাকিব বারে বারে ॥৩৪৫॥

---

রাগিণী টোড়িভৈরবী—তাল মধ্যমান।

কে তুমি দাঁড়ায়ে হৃদয়-কাননে ;
দেখিয়াছি অনেক রূপ, এমন রূপ আর হেরিনে।
হও কি স্বর্গের পিতা, শান্তিদাতা পরিত্রাতা,
তুমি যে আসিবে হেথা, তা ত আমি জানিনে।
দাঁড়াও পিতঃ আসি পুন, লয়ে ভ্রাতা ভগ্নীগণ,
সবে মিলে প্রেমধন,—লুটাই তব চরণে ॥৩৪৬॥

## অপরাহ্ন।

রাগিণী গৌড় সারঙ্গ—তাল আড়াঠেকা।

আঁখি রঞ্জন! ডাকি হে তোমারে;
তোমা তরে তৃষিত হৃদয়, প্রেমসুধা পিয়াও আমারে।
চঞ্চলা চপলা সম চমকি নয়ন,
কোথা গেলে ফেলিয়ে আমারে ॥৩৪৭॥

---

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

যাবে কি হে দিন আমার বিফলে চলিয়ে।
আছি নাথ দিবানিশি আশা পথ নিরখিয়ে।
তুমি ত্রিভুবন-নাথ, আমি ভিখারী অনাথ,
কেমনে বলিব তোমায় এস হে মম হৃদয়ে।
হৃদয়-কুটীর-দ্বার, খুলে রাখি অনিবার,
কৃপা করি একবার, এসে কি জুড়াবে হিয়ে ॥৩৪৮॥

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

( যাবে কি হে দিন—সুর )

গেল গেল দিন আমার বৃথায় চলিয়ে।
কত কাল থাকিব আর, অনিত্য বিষয় লয়ে।
হৃদয় বাসনা করে, সদা হেরিতে তোমারে,
বেদনা দিতেছে মন ইথে প্রতিকূল হয়ে।
আমি হে দুর্ব্বলমতি, কি হইবে মম গতি,
কেমনে পাইব তোমায় ভবার্ণব উত্তরিয়ে।
অসীম ভবসাগর, কেমনে হইব পার,
তোমার কৃপা অপার, কর পার নিরাশ্রয়ে।
নানা ভাবে তরঙ্গিত. সতত আমার চিত্ত,
না হইলে সমাহিত, কেমনে দেখি হৃদয়ে ॥৩৪৯॥

---

রাগিণী মুলতান—তাল আড়াঠেকা।

এ জনমে দয়াময় কত দয়া দেখাইলে ;
নিরাশ জীবনে মম কত আশা সঞ্চারিলে।
কতবার কত ভাবে, প্রেমচ্ছবি প্রকাশিয়ে ;
শুষ্ক মরু সম প্রাণে, শান্তি বারি বরষিলে।

নিরেট পাষাণ প্রাণ ভক্তি রসে গলাইলে;
মলিন আঁধার মনে তব জ্যোতি বিকাশিলে।
কিন্তু হায় কি দুর্ম্মতি, সংসার আমোদে মাতি,
হারা'নু বিশ্বাস প্রীতি, যত কিছু দিয়েছিলে।
এবে পুন আকিঞ্চন, পূজি নিত্য ও চরণ,
হৃদয়-উদ্যান-জাত ফুল্ল প্রেম শতদলে।
বড় সাধ চিতে নাথ, প্রীতি অনুরাগ সহ,
ধোয়া'ব তোমার পদ পবিত্র ভক্তি সলিলে॥ ৩৫০

---

রাগিণী মুলতান—তাল আড়া।

মলিন পঙ্কিল মনে কেমনে ডাকিব তোমায়।
পারে কি তৃণ পশিতে জ্বলন্ত অনল যথায়।
তুমি পুণ্যের আধার, জ্বলন্ত অনল সম,
আমি পাপী তৃণসম, কেমনে পূজিব তোমায়।
শুনি তব নামের গুণে, তরে মহাপাপী জনে,
লইতে পবিত্র নাম, কাঁপে হে মম হৃদয়।
অভ্যস্ত পাপের সেবায়, জীবন চলিয়া যায়,
কেমনে করিব আমি, পবিত্র পথ আশ্রয়।

এ পাতকী নরাধমে, তার যদি দয়াল নামে,
বল করে কেশে ধরে, দাও চরণে আশ্রয় ॥ ৩৫১॥

---

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

চাহি সদা তোমার সঙ্গে থাকি,
কেমন মোহ আসি ফিরায় সে মন।
কেমনে পাব আমি তোমায়,
দেখা দেও এই ভব তিমিরে ॥৩৫২॥

---

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

আমার গতি কি হবে,
যদি পাতকী বলিয়ে ত্যজিবে, তবে ?
পাপের সন্তাপে পুড়িতেছে প্রাণ,
কোথা শান্তিদাতা, কর শান্তি দান,
আর এ যাতনা সহে না সহে না,
অনাথশরণ হে।
ওহে তোমার হাতে করি আত্মসমর্পণ,
রাখ আর মার, যা ইচ্ছা এখন

আমি কার কাছে যাব, কোথা আর কাঁদিব,
শূন্য দেখি ত্রিভুবন;
দেও হে দণ্ড তোমার বিচারে যা হয়,
খণ্ড খণ্ড কর এ পাপ হৃদয়,
তোমার হাতে মলে এ মহাপাতকী,
নবজীবন পাবে ॥ ৩৫৩ ॥

---

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।
( আমার গতি কি হবে—স্বর )

তোমায় মতি যার হে;
(ওহে) শান্তি সরোবর অন্তরে তাহার।
শারদ-আকাশ নির্ম্মল যেমন,
চির সুপ্রসন্ন হৃদয় তেমন,
রিপুর দুর্দ্দিনে প্রেমের তপন
ঢাকে না তাহার হে।
(ওহে) নির্ব্বাত প্রসন্ন সরোবর প্রায়,
সকলি প্রশান্ত নির্ম্মল তথায়,
প্রসন্ন বদন, প্রসন্ন নয়ন,
প্রসন্ন বচন হে,

বিপদ দারিদ্র্য দুখ চারিধার,
ঘেরিয়া যখন করে অন্ধকার,
(পিতা) বিশ্বাসীর প্রাণে, তোমার মিলনে,
আনন্দ অপার হে।
(পিতা) এ মরু সংসারে পিপাসিত প্রাণ,
তোমা বিনা কেবা করে শান্তিদান,
তোমার মতন, পাপীর ক্রন্দন,
শুনিবে কে আর হে;
তাই ভাই ভগ্নী মিলিয়া সকলে,
ডাকি শান্তি-দাতা, 'দেও শান্তি' বলে,
শান্তি-সুধা দানে, কাতর সন্তানে,
উদ্ধার এবার হে ॥ ৩৫৪ ॥

---

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

একি ঘোর মায়াজালে ঘেরিল আমায় প্রভু।
আমি মনে করি ভুলি সংসার বাসনা,
ভুলিতে তবু পারি নে।

তোমারি চরণে সঁপিলাম এ প্রাণে,
করুণা নয়নে হের মোর পানে
তোমার বিহনে কি কায জীবনে,
জীবনের প্রবাহ হে,
দেও দরশন এ দুঃখ সাগরে,
মহিমা তোমার থাকিবে সংসারে,
সন্তানের চক্ষে বহিতেছে ধারা,
কেমনে সুস্থির রবে হে ॥ ৩৫৫ ॥

---

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

জানিতেছ হৃদয়-বাসনা নাথ।
কি আর বলিব,
হে অনাথ-শরণ, দেও শ্রীচরণ, সন্তানে করি করুণা।
ও পদ সেবনে কাটিব জীবনে,
তোমার মননে নিয়োজিব মনে,
তব গুণ গানে রাখিব রসনা,
বাসনা করেছি এই;

তবে কেন পাপ-পথে অবিরত,
ধায় মম দুষ্ট পাপ চিত নাথ ?
হল একি দায়, না দেখি উপায়,
বিনা তব করুণা ॥ ৩৫৬ ॥

---

রাগিণী মুলতান—তাল একতালা।

চিরদিন জ্বলিবে কি হৃদয়-অনল, প্রভো ;
কৈ বিষয় বাসনা, পাপের বেদনা, এখনত ঘুচিলনা।
দেও দরশন, জুড়াই হে নয়ন,
নাহি প্রয়োজন অন্য কোন ধন,
প্রভু, তোমার চরণ অমূল্য রতন,
আমি শুনেছি হে ;
দুঃখানলে দগ্ধ হল হে জীবন,
ওহে দীননাথ। লইলাম শরণ,
দরিদ্রের দুঃখ কর হে মোচন,
দরিদ্রের দুঃখহারি হে ॥ ৩৫৭॥

রাগিণী পিলু বাহার　তাল ঝাঁপতাল।

যখন যেরূপে বিভু রাখিবে আমারে, সেই সুমঙ্গল ;
যেন না ভুলি তোমারে।
বিভূতি ভূষণ কিম্বা রতন মণি কাঞ্চন,
তরুমূলে বাস কিম্বা রাজ-সিংহাসনে।
সম্পদে বিপদে,　　অরণ্যে বা জনপদে,
মান অপমানে কিম্বা রিপু-কারাগারে।
অচল শিখরে,　　গভীর সাগরে,
নীরোগ শরীরে কিম্বা রোগের বিকারে।
সদা বনবাসে,　　সুভোজন উপবাসে,
হিংস্রকের ত্রাসে কিম্বা অরির প্রহারে।
মাণিক মন্দিরে,　　তৃণের কুটীরে,
গ্রীষ্মের আতপে কিম্বা নিশির শিশিরে।
ও চরণ কমল হেরি হৃদি সরোবরে ॥৩৫৮॥

---

রাগিণী পিলু খাম্বাজ—তাল আড়খেমটা।

সযতনে বিছায়েছি হৃদয়-আসন,
বড় আশা তুমি এসে বসবে আজি প্রাণধন।

প্রীতির কুসুম গুলি, রেখেছি যতনে তুলি,
বড় সাধ প্রাণেশ্বর এসে কর হে গ্রহণ।
তব রূপ অতুলন, দেখাও হে হৃদয়-ধন,
(হেরি) হেরি রূপ মনসাধে ভরি নাথ দুনয়ন।
তৃষিত চাতক সম, হয়ে আছে প্রাণ মম,
মিটাও পিয়াস করি কৃপাবারি বরিষণ;
সংসারের যাতনায়, মন প্রাণদগ্ধ প্রায়,
(এসে) ঢাল ঢাল প্রেম-সুধা জুড়াক আজি প্রাণ মন।
এস তবে প্রাণ সখা, প্রাণ আকুল পেতে দেখা,
সুখ তরঙ্গ তোল প্রাণে দিয়ে দরশন;
সুখের তরঙ্গে সেই, প্রাণেরে ভাসিয়ে দেই,
ভুলে যাই দুখ শোক, এই মনে আকিঞ্চন ॥৩৫৯

---

রাগিণী পূরবী—তাল আড়াঠেকা।

মনের বেদনা নাথ, জানাইব আর কারে,
নিবাতে অন্তর জ্বালা, তুমি বিনা কেবা পারে।
স্মরণ হলে তোমায়, হয় দুঃখে সুখোদয়,
ওহে দীন দয়াময়, তাই ডাকি বারে বারে।

শোকে তাপে নিরন্তর, দহিছে মম অন্তর,
দেখা দিয়ে কৃপানিধি, রাখ হে রাখ আমারে ॥ ৩৬০

---

রাগিণী পুরবী—তাল আড়খেমটা।
( বল্‌ব কি আর প্রেমময়—সুর )

কবে হায় সে দিন হবে।
তব প্রেম পতাকা তুলে কুতূহলে,
( যত নরে ) কুতূহলে মিল্‌বে সবে।
হিন্দু আর মুসলমান, ব্রাহ্ম আর খ্রীষ্টিয়ান,
তব প্রেমের মহিমা হৃদয় ভরে,
( সবে মিলে ) হৃদয় ভরে গান করিবে।
হরি নামে কেউ মাতিছে, খোদা বলে কেই নাচিছে,
কেহ হোছানা গাইছে, কিন্তু তোমায়,
( প্রেমভরে ) কিন্তু তোমায় ডাক্‌ছে সবে।
কবে হেন দিন হবে, তোমার সন্তান সবে,
পিতা পিতা পিতা বলে চরণতলে,
( পিতা তোমার ) চরণতলে লুটাইবে ॥ ৩৬১ ॥

---

রাগ নটনারায়ণ—তাল চৌতাল।

হৃদয়-চাতক মোর,চাহে তোমারি পানে,শান্তি দাতা,
শান্তি-পীযূষ-বারি হে বরিষ বরিষ।
নয়নের তুমি তারা, প্রেম-চন্দ্র হৃদাকাশে,
শোক তাপ সন্তাপহা ;
তুমি মাত্র আশা সদা সুখে দুঃখে।
পূরহ প্রাণ, প্রাণাধিপ, বিতরি প্রেম-বারি,
পাই হে অবিনাশী জীবন পাইলে তোমারে ;
নিশি দিন হৃদে জাগো, দুখ-নিশা পোহাইবে,
মোহ আঁধার নাশিবে ;
কৃপারি হে ভিখারী কৃপা-বিন্দু যাচে ॥ ৩৬২ ॥

---

বাউলে সুর—তাল খেমটা।

তোমা বই কেউ নাই হে আমারি।
পার কর ভব-সিন্ধু, দীন বন্ধু,
দিয়ে অভয়-চরণ-তরী ;
তুমি জীবন-কর্ত্তা, তারণকর্ত্তা,
দীনের কর্ত্তা, দীন-কাণ্ডারী।

ন বন্ধু ন মাতা পিতে, তোমা বই কেউ নাই জগতে,
পার কর কটাক্ষেতে কৃপাদৃষ্টি করি ;
শুন হে কাঙ্গালের কথা,
প্রভু ঘুচাও আমার মনের ব্যথা,
তুমি হে মাতা পিতা, তার আমায় দয়া করি।
সহায় নাই, সম্পত্তি বিনে,
আমি কি দিব পারের দক্ষিণে,
ভাব্‌ছি তাই মনে মনে, কি হবে কি করি ;
দাঁড়ায়ে রয়েছি কূলে,প্রভু লওহে আমায় নায়ে তুলে,
পারে যাই অবহেলে, গেয়ে তোমার নামের সারি।
॥ ৩৬৩ ॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

দীননাথের চাইতে হবে,
এ কাঙ্গালের দিন কি এমনি যাবে ?
যদি পাষাণে বীজ না হল অঙ্কুর,
তবে জগজ্জনে বল্‌বে কেন কাঙ্গালের ঠাকুর।
যদি ব্রহ্মডাঙ্গায় না দাঁড়াল জল,

তবে নাম দয়াময় বল্‌বে কে হে ভকত-বৎসল,
তোমায় মনে হলে পাষাণ গলে,
(ওরূপ) মনাদি ইন্দ্রিয় সবে। ৩৬৪ ॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।
(প্রভু অপরূপ তোমার করুণা—সুর।

কাতর প্রাণে ডাকি তোমায় তাই।
আমি জেনেছি হে পাপী তাপীর তোমাবিনা
গতি নাই।
মনে সাধ বড় হে জীবনের জীবন,
সদা হৃদয় মাঝে প্রেমফুলে নাথ পূজিব চরণ;
ঘুচাও পাপের জ্বালা, পূরাও আশা,
তোমার গুণ নিয়ত গাই ॥ ৩৬৫ ॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।
(প্রভু অপরূপ—সুর)

কত আর কাঁদিব প্রেমময়।
তোমার প্রেমবারি বরষণে জুড়াও তাপিত হৃদয়।
তুমি কাঙ্গালের ধন তাই ডাকি তোমায়,

ভবে তোমা বিনা কাঙ্গালের আর কি আছে উপায়;
রাখ রাখ পিতা কাঁদে তোমার পাপী অধম তনয়।
নাথ, পাপী বলে ত্যজ না আমায়,
কর্‌ব তাপিত প্রাণ শীতল তোমার চরণের ছায়ায়;
আমি নিলাম শরণ, অধম তারণ, তার তার দয়াময়॥৩৬৬

---

বাউলের সুর—তাল একতালা।

(প্রভু অপরূপ-সুর)

আর কোথায় যাব তোমারে ছেড়ে।
(তাই বল প্রভো)
কিবা দেখিব অসার সংসারে।
(কেবা আছে বল এ সংসারে)
ইচ্ছা হয় মুদে দুই আঁখি,
যোগানন্দে মগ্ন হয়ে তোমাকে দেখি,
(কেবল) থাকি সর্ব্বদা চক্ষের সম্মুখে,
বিনয়াবনত শিরে।
বসিয়ে দুজনে বিরলে,
করিব প্রেম আলাপন হৃদয় খুলে;

কভু অবাক্ হয়ে শুন্‌ব বসে,
তুমি কি আদেশ কর আমারে।
কখন বা থাক্‌ব পড়িয়ে,
তোমার চরণতলে বিহ্বল হয়ে;
(প্রেমে) আবার মাঝে মাঝে দেখ্‌ব চেয়ে,
প্রমত্ত প্রেমের ভরে ॥৩৬৭॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

চিরদিন তোমার দ্বারে,
ভিখারী হইয়ে, পড়ে রহিব।
তুমি জীবন-সর্ব্বস্ব ধন,
বল তোমায় ছেড়ে কোথায় যাব।
শুনেছি সাধুর মুখে, দীনাত্মা হয়ে যে ডাকে,
সে পায় তোমাকে;
অনুরাগী কাঙ্গালী না হলে,
আমি কেমনে তোমায় পাব।
ত্যজে আত্ম অভিমান, যদি হই তৃণ সমান,
পাব পরিত্রাণ;

তবে তোমারে সঁপিয়ে প্রাণ,
আমি চিরবৈরাগী হব ॥৩৬৮॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

প্রেমপিঞ্জরে রাখহে আমার, বন্দী করে চিরদিন।
পোষা পাখী হয়ে থাকি, ( আর ) ডাকি তোমায়,
অনুক্ষণ।
ধর আমায় প্রেম-জালে, বেঁধে রাখ প্রেম-শৃঙ্খলে,
বশ কর সুকৌশলে (যেন) পলাইতে না চায় মন।
নিজ হাতে দাও আহার, পবিত্র প্রেম আধার,
প্রেমভরে বারম্বার, শুনাও সুমিষ্ট বচন।
কর মোরে শিক্ষা দান, গাইতে তোমার নাম,
করে তব গুণ গান, সার্থক করি জীবন।
চাহিয়ে তোমার পানে, অনুরাগ নয়নে,
মগ্ন হব নাম গানে, তুমি করিবে শ্রবণ ॥ ৩৬৯ ॥

---

বাউলে সুর—তাল একতাল।

আমরা সবাই, প্রেমরসে মগ্ন হয়ে থাক্‌ব সদাই।
হয়ে সর্ব্বত্যাগী, প্রেমিক বৈরাগী,
হব তোমার প্রেমে অনুরাগী।
(স্বার্থ সুখ ত্যাজ্য করে হে)
ভক্তি যোগ বলে তোমারে দেখিব,
(মহাযোগে যোগী হয়ে হে)
পেম যোগেতে উন্মত্ত হব।
আমরা ঘুরে এলাম অনেক ঠাঁই,
দেখ্‌লাম তোমা বই আর গতি নাই।
(দেখিলাম নানা মতে হে)
চির ভক্ত হয়ে তোমার সঙ্গে রব,
তুমি যা বলিবে তাই করিব।
(আর কার কথা শুন্‌ব না হে)
প্রেমানন্দ সুধা, সুধা করে পান,
আমরা ভুলিব আত্ম অভিমান।
(দিব্য জ্ঞানালোক পেয়ে হে)

ভাব রসে মন, মন মত্ত হলে,
সুধা পান করিব সবে মিলে।
(ভক্ত বৃন্দের সঙ্গে বসে হে)
প্রেম সুধাপানে মত্ত হব,
হয়ে আবার সুধা পান করিব।
(তার উপরে আরও চাব হে)
করে প্রেম ভরে সুধাপান,
আনন্দে গাইব দয়াল নাম।
(মধুর দয়াল নাম হে)
হয়ে একহৃদয় একপ্রাণ,
মহানন্দে গাব দয়াল নাম।
(শুনে পাপী তরে যাবে হে)
তোমার অনন্ত প্রেম সাগরে,
এবার জীবনতরী দিব ছেড়ে।
(জয় জয় দয়াময় বলে হে) ॥৩৭০॥

বাউলে সুর—তাল একতালা।
( প্রভু অপরূপ—সুর )

পাপীকে দয়া করিতে কে আছে আর। (তাই বল প্রভু)
যখন যে দিকে হেরি দেখি আঁধার।
এমন কেহ নাহি সংসারে,
যার জন্যে প্রাণ কাঁদে তা দিতে পারে,
ওহে তুমি অগতির গতি,
দাসের উপায় কিছু কর এবার।
কত দিন আর এই ভাবে যাবে,
মনের আশা চিরদিন কি মনে রহিবে;
তবে বাঁচি বল কেমন করে,
আর দিন যে চলে না আমার।
দিবা নিশি হচ্চি জ্বালাতন,
পাপের বোঝা পারিনে আর করিতে বহন;
একবার হের করুণা নয়নে হে,
নতুবা নাহি নিস্তার।
মনের দুঃখ কারে বলিব,
সুখের সুখী দুঃখের দুঃখী আর কোথা পাইব,

কেবল তুমি জান মর্ম্মব্যথা হে,
তাই ডাকি তোমায় বারে বার ॥৩৭১॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

দয়া কর দীনবন্ধু,দিন যায় যে চলে,গতি কি হইবে।
হল না ভজন সাধন, বিফলেতে যায় হে জনম,
হে নাথ অধমপাবণ,
গেল চিরকাল করিতে ক্রন্দন,
হায়, কি করিলাম এসে ভবে।
দেবতার বাঞ্ছিত ধন, পিতা তব শ্রীচরণ,
অতি সাধনের ধন,
চিরকলঙ্কী মহাপাতকী,সে চরণে স্থান কেমনে পাবে।
হীনমতি নীচাশয়, কুটিল কপট হৃদয়,
চিনিলে না তোমায়,
করে বারম্বার প্রবঞ্চনা, এখন অপরাধে মরি ডুবে।
॥৩৭২॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

ভুল্‌ব না আর সংসার মায়ায়।
হল কেবল পণ্ড শ্রম, গেল সব দিন,
অনিত্য সুখের আশায়।
আর কেন এখন রে মন, শীঘ্র আমায় দাও বিদায়,
প্রাণ হয়েছে আকুল, (রে,) বিরহে চঞ্চল,
না দেখে সে জীবন সখায়॥ ৩৭৩॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

প্রেম বিনা হৃদয় শুকাল।
আর সইতে নারি কাতর প্রাণে,
পাপেতে মন ডুবিল।
এখন যে দিকে হেরি হে দয়াময়,
দেখি প্রেমহীন শুষ্কভাব মলিন হৃদয়,
কোথাও নাহিক সুখ, মনের দুঃখে,
ভ্রমিছি হয়ে ব্যাকুল।

তুমি ত নাথ প্রেমেরি সাগর,
এসেছি তোমার দ্বারে হইযে কাতর,
পূরাও পূরাও আশা প্রেম দানে,
তাপিত প্রাণ কর শীতল ॥ ৩৭৪ ॥

---

বাউলে সুর—তাল একতালা।

দযার নিধি দয়া কর কাঙ্গাল জনে।
আমি কেমন করে দেখ্‌ব তোমায়,
এই ছার পাষাণ মনে।
আমি এই হে জানি অধমতারণ,
অধম তরে নামের গুণে ;
তুমি পাপী তাপীর পিতা মাতা,
ভরসা আছে মনে ॥ ৩৭৫ ॥

---

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—তাল একতালা।

ওগো জননি! রাখ লুকাইয়ে তব নিরাপদ কোলে।
পাপ ভয়ে প্রাণাকুল, সতত চঞ্চল,
দেখে পদে পদে বিঘ্ন এই ভূমণ্ডলে।

আমি সহজে দুর্ব্বল, তাতে নিঃসম্বল,
বেঁচে আছি কেবল তোমার নিজ দয়াগুণে হে;
কখন কি হবে কি হবে মরি তাই ভেবে,
দেখি অন্ধকার নয়নে পরীক্ষায় পড়িলে।
আমি জানিলাম এখন, তোমার নিয়ম,
না হয় জীবন কভু বিপদ না ঘটিলে;
কিন্তু তাহে না ডরাই, যদি শুন্‌তে পাই,
তোমার অভয়বাণী সেই বিপদকালে॥ ৩৭৬॥

---

কীর্ত্তনভাঙ্গা সুর—তাল একতালা।

দীনবন্ধু, এই দীনের প্রতি হও সদয় হে।
আমার আর কেহ নাই, তুমি বিনা,
এই জগত মাঝারে।
আমি লইয়াছি শরণ, ওহে দীনশরণ,
কৃপাময় কৃপা করি, কর মোরে ত্রাণ;
আমি অতি দুর্ব্বল, (দীননাথ) নাই কোন সম্বল,
তুমি হীনবলের বল, তাই ডাকি হে তোমারে॥ ৩৭৭॥

রাগিণী অহং—তাল একতালা।

সংসার অনলে, তাপিত হৃদয় হয়ে,
এলেম শান্তি নিকেতনে।
আমায় দাও হে শান্তি বারি, সে তাপ নিবারি,
শীতল করি আজ পাপ জীবনে।
বিষয়-বাসনা আমায়, ভুলায়ে তোমায়,
রাখে সদা নানা প্রলোভনে ;
জান্‌লাম, অনিত্য সংসার, তুমি সারাৎসার,
দেখা দাও সন্তানে হৃদাসনে।
নিজ দাসের অভিলাষ, পূরাও স্বপ্রকাশ,
প্রকাশ হয়ে একবার হৃদ্ ভবনে ;
আমি অনুতাপাঞ্জলি, ধর পিতা বলি,
পুষ্পাঞ্জলি দেই তব চরণে ॥ ৩৭৮ ॥

---

রাগিণী ধুন—তাল কাওয়ালি।

দিবানিশি করিয়া যতন, হৃদয়েতে রচেছি আসন,
জগতপতি হে কৃপা করি, হেথা কি করিবে আগমন ?

অতিশয় বিজন এ ঠাঁই, কোলাহল কিছু হেথা নাই,
হৃদয়ের নিভৃত নিলয়, করেছি যতনে প্রক্ষালন।
বাহিরের দীপ রবিতারা, ঢালে না সেথায় কর-ধারা,
তুমিই করিবে শুধু, দেব, সেথায় কিরণ বরিষণ;
দূরে বাসনা চপল, দূরে প্রমোদ কোলাহল,
বিষয়ের মান অভিমান, করেছে সুদূরে পলায়ন।
কেবল আনন্দ বসি সেথা, মুখে নাই একটিও কথা,
তোমারি সে সেবক প্রভু, করিবে তোমারি আরাধন;
নীরবে বসিয়া অবিরল, চরণে দিবে সে অশ্রুজল,
দুয়ারে জাগিয়া রবে একা, মুদিয়া সজল দুনয়ন॥৩৭৯॥

---

রাগিণী মিশ্র—তাল ফেরতা।

দেখা দেও হে রাখিব অতি যতনে হৃদি মাঝারে।
তুমি মম জীবন, তুমি মম ভূষণ,
তুমি নয়নাঞ্জন, বিতর কৃপা পরমেশ।
সম্পদ বিপদে সঙ্গের সঙ্গী,
ভবার্ণবে কাণ্ডারী এক তুমি হে,
জগজন তাই হে ডাকে হরি হরি।

জ্যোতির জ্যোতি প্রাণের প্রাণ,
তোমা বিহনে নাহি ত্রাণ হে ॥ ৩৮০ ॥

---

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়া।

কি আর জানাব নাথ ! যাতনা তোমায় হে।
অপরাধ মনে হলে কাঁপয়ে হৃদয় হে।
নাহি কিছু ধর্ম্মবল,　　কি করি পথসম্বল,
নয়নেতে আসে জল, না দেখি উপায় হে।
না হল আত্মার যোগ,　　না হল সত্যের ভোগ,
কুকর্ম্মের ফল ভোগ, কত আর করিব হে।
ভবলীলা সাঙ্গ হলে,　　ত্যজ না পাতকী বলে,
স্থান দিও চরণ তলে, লয়েছি শরণ হে ॥ ৩৮১ ॥

---

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

ঘুরিতে ঘুরিতে দিন গেল যে আমার।
কেবা শান্তি দিবে মোরে, শরণ লব কাহার।
দেখিলাম নানা মতে,　　শান্তি নাই এ জগতে,
তোমার চরণ বিনা, সকলি অসার।

কৃপাকরে এ অধমে, স্থান দাও শ্রীচরণে,
থাকিব জীবন মরণে, হইয়ে তোমার ॥ ৩৮২ ॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

জগতজননী, জননীর জননী তুমি গো মাতঃ ;
অধম সন্তানে কর করুণা-কটাক্ষপাত।
প্রসারিত ক্রোড় তব, অনন্ত সুখবিভব,
কত যে মধুর ভাব, কত যে আশ্বাসবাণী ;
ত্যজিয়ে সে সব সুখ, যাচিয়ে লয়েছি দুখ,
ধিক্ মোরে ধিক্ ধিক্, করিয়াছি আত্মঘাত ॥৩৮৩॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

এস এস এস প্রভু পাতকী জন-পাবন।
দুর্ব্বলের বল তুমি ওহে মৃতসঞ্জীবন।
কৃপাবারি বরষণে, উদ্ধার এ পাপীজনে,
তোমার পরশে পাপী, পাইবে নবজীবন।
কর শুদ্ধ শান্ত মতি, না চাহি অজ্ঞান-প্রীতি,
প্রেমহীন জ্ঞান কিম্বা, এই মম নিবেদন ;

দেহ দিব্য জ্ঞানবল, হৃদয় কর নির্ম্মল,
শুনাও বিবেক কর্ণে, সদা উৎসাহ বচন।
কপটতা পরিহরি, অলস বৈরাগ্য ছাড়ি,
অনুগত দাস হয়ে রব তব অনুদিন;
তোমায় করিব ধ্যান, তোমাতে সঁপিব প্রাণ,
সাধিতে তোমার কর্ম্ম যায় যেন এ জীবন।
সত্য শাস্ত্র করে ধরে, বেড়াইব ঘরে ঘরে,
আনন্দে আসিবে পাপী ছাড়ি মোহ প্রলোভন;
ভারত উদ্ধার পাবে, জগদ্বাসী তরে যাবে,
জয় জগদীশ রবে পূরিবে বিশ্বভুবন ॥ ৩৮৪ ॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।

সম্পদে বিপদে নাথ তুমি সর্ব্বস্ব আমার;
তোমা বিনা কে আছে আর, লইব শরণ কার।
হৃদি কুটীরে যখন, পাই তব দরশন,
আনন্দে পূর্ণ তখন,দেখি জগৎ সংসার।
(হে নাথ) তুমি পিতা,তুমি মাতা,তুমি ভব-ভয়-ত্রাতা,
তুমি সর্ব্ব সুখ-দাতা,

যথায় থাকি যখন, সদাই তোমার যেন,
পাই নাথ দরশন, দেহ এই অধিকার ॥ ৩৮৫ ॥

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

নমি বিভু তব চরণে ;
কৃপানিধান, কৃপানিধান,
ত্রিলোক-তারণ, লজ্জা-নিবারণ,
ভব-দুখ নাশন নাম ধরো হে।
জীবন-বল্লভ, দরশন-দুর্লভ,
তোমা তরে আকুল প্রাণ আমার ;
রক্ষা কর হে করুণা সাগর,
বিন্দু কৃপা তব দেও আমারে ॥ ৩৮৬ ॥

রাগিণী মল্লার—তাল কাওয়ালি।

দয়া করো প্রভু অন্তরযামী,
মহা মলিন ময় কপটকামী।
মানুষ জনম দীও, তুমি উত্তম,
আওর কিও সুখ সম্পদ ধামি।

তদপি ত্যাগ তব নাম দয়াময়,

বহিও সদা বিষয়ন্ অনুগামী।

পাপতাপসে ভয়ো অতি পীড়িত,

অব্ মম পীড়ণমত নহি থামি।

হোয় হতাশ নিরাশ জগতসে,

আযো শরণ তোমারি স্বামী॥ ৩৮৭॥

---

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল কাওয়ালি।

( মন চল নিজ নিকেতনে—সুর )

নাথ দাও দেখা কাতরে।

পাপী বাঁচেনা তোমায় না হেরে;

ওহে অন্তর্যামি, জান সকল তুমি,

বলিব কি আর তোমারে।

তোমা বিহনেতে এ পাপ জীবন,

কেমনে নাথ করিব ধারণ,

কিছুই নাই আমার অন্য অবলম্বন,

তোমা ভিন্ন এ সংসারে।

(পিতা) তোমার অদর্শনে করি হাহাকার,
দুঃখানলে প্রাণ জ্বলে অনিবার,
কে করিবে আর অধমে উদ্ধার,
এ মোহ পাপ বিকারে;
মরি মরি নাথ তোমায় না দেখিয়ে,
থাকিতে পারি নে শূন্য হৃদয়ে,
দীন হীন বলিয়ে, প্রসন্ন হইয়ে,
চাহ কাঙ্গালের দিকে ফিরে।
(ওহে) একে আমি নাথ দুর্ব্বল প্রকৃতি,
কুপ্রবৃত্তি তাহে প্রতিকূল অতি,
না দেয় যাইতে তোমার নিকটে,
রাখে আকর্ষণ করে;
দেখ দেখ নাথ হৃদয়-বাসনা,
আর আমি কিছু বলিতে পারি না,
ঘুচাও এ যন্ত্রণা, পূরাও কামনা,
প্রকাশিত হও অন্তরে।
(পিতা) তোমায় দেখ্‌ব বলে ভ্রমি নানাস্থানে,
কখন একাকী কভু সাধু সনে,

পর্ব্বত কন্দরে, নিবিড় কান্তারে,
কখন বা দেব-মন্দিরে ;
কখন প্রান্তরে করি অন্বেষণ,
পথে পথে বেড়াই করিয়ে ক্রন্দন,
হায় ! কোথা তোমার পাব দরশন,
বল নাথ কৃপা করে ॥ ৩৮৮ ॥

---

রাগিণী সুরট মল্লার—তাল একতালা।

এই নিবেদন, দও দরশন,
দিনান্তে একবার, ওহে দয়াময়।
একবার ভাল করে, দেখিলে তোমারে,
সকল অভাব পরিপূর্ণ হয়।
যখন শ্রীচরণে করিব প্রণিপাত,
দয়া করে প্রভু করো আশীর্ব্বাদ,
পাপক্ষয় হবে, ভয় দূরে যাবে,
পরশে শীতল হইবে হৃদয়।
নিত্য নিত্য আমি আস্‌ব তোমার দ্বারে,
ভিখারীর বেশে ব্যাকুল অন্তরে,

আশাপূর্ণ মনে, সতৃষ্ণ নয়নে,
দেখে যাব একবার তোরে;
প্রেম পুণ্য বল করে উপার্জ্জন,
কর্ম্ম ক্ষেত্র মাঝে করিব গমন;
তোমার প্রসাদে, শুভ আশীর্ব্বাদে,
সব শত্রুগণে করিব পরাজয়॥ ৩৮৯॥

---

রাগিণী দেশ—তাল তেওট।

থেক না থেক না দূরে নাথ।
সম্পদকালে, ঘোরবিপাকে, পাপবিকারে,
চিরদিন আমি তোমারি।
ধন মান চাহি না তোমা হতে, দেও এই অধিকার,
নিয়ত নিরত যেন সহচর অনুচর থাকি তোমারি॥৩৯০

---

রাগিণী দেশ—তাল আড়াঠেকা।

প্রাণ থাকিতে ছাড়িব না প্রাণের প্রাণ তোমায়।
কত শত সঙ্কটে পেয়েছি এ প্রাণ তোমারি কৃপায়॥

বিপদে তুমি কাণ্ডারী,		তুমি দুঃখ তাপ হারী,
শোক-সন্তাপ-বারি, তুমি বিনা কে মুছায় ?
দেখি তব প্রেমমুখ,		পাসরি হে সব দুখ,
অসুখেও হয় সুখ, থাকিয়ে তব ছায়ায় ॥
যাচি হে হে দুর্ব্বল-বল,		জনম দুখী-সম্বল,
যায় হে যেন কেবল, এ প্রাণ তব সেবায় ॥ ৩৯১ ॥

---

রাগিণী হাম্বীর—তাল ঝাঁপতাল।

নাথ। দেখাও হে, অভয় মুরতি তোমার।
যাহে বিমোহিত চিত্ত সুর-নর সবাকার ॥
পাপে তাপে জর জর,		চিত্ত মোর নিরন্তর,
তাহে জীবন সঞ্চারো, দেখা দিয়ে একবার।
নাথ হে অতি যতনে,		বিছায়ে হৃদি আসনে,
ডাকিতেছি প্রাণ পণে, নিরাশ করো না আর ॥
ওহে দীন-দুখী বন্ধু !		অপার করুণা-সিন্ধু,
বিতরিয়ে কৃপাবিন্দু, অধমে কর নিস্তার ॥৩৯২॥

---

রাগিণী হাম্বীর—তাল রূপক।

আছি আশা-পথ চেয়ে।
হৃদয়-আসন নাথ। যতনে বিছায়ে।
দীনবন্ধু নাম ধর, পাতকী নিস্তার কর,
সেই আশে নিরন্তর, আছি আশ্বাসিত হয়ে।
ডাকিতেছি অনুক্ষণ, কোথা দরিদ্র জীবন,
পরশ হৃদি-আসন, কৃপা-বিন্দু বরষিয়ে।
নাহি জ্ঞান পুণ্য বল, নাহি হে অন্য সম্বল,
জনম কর সফল, এ দীনে প্রসন্ন হয়ে॥৩৯৩॥

---

রাগিণী কেদারা—তাল কাওয়ালি ঠেকা।

তার হে তার হে ভয়-হর ভবতারণ, হে ভবতারণ।
ঘোরতর সংসারে, তুমি বিনা কে তারে,
ওহে পতিত-জন পাবন॥৩৯৪॥

রাগিণী কেদারা—তাল সুরফাঁকতাল।

দরশন দাও হে হৃদয়সখা, পূর্ণ কর হে আশ,
নয়নেরি আলো তুমি মম।
দেখিলে তোমারে হৃদয় জুড়ায় হে,
প্রেম ভরে ডাকি ঘন ঘন।
প্রাণ মন দিনু সঁপিয়ে তব পদে,
এস এস ওহে হৃদয়ের প্রিয়ধন ;
কাঁদি হে দিবানিশি তোমাব পিয়াসে,
কর শান্তিব বারি বরিষণ ॥৩৯৫॥

---

রাগিণী কেদাবা—তাল আড়াঠেকা।

আমি যাই যাই হে নাথ ! তব মহিমা প্রচারে,
দেশ দেশান্তরে।
দেখো অগতির গতি, দীনহীন-পরিবারে।
নাহি পিতা নাহি ভ্রাতা, ওহে ত্রিজগত-পাতা,
বল বল সঁপে যাই, তুমি বিনা আর কারে ?
সম্পদে সহায় থাকি, বিপদেতে ক্রোড়ে রাখি,
শোক-পাপ দুখ হতে, রক্ষা করো হে সবারে ॥৩৯৬॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

নাথ! তোমা সহ ক্ষণ-যোগে নাহিক চিত্ত জুড়ায়।
ওহে প্রাণধন, হৃদি-ভূষণ, চির দিন সহায়।
কি হেন সুকৃতি মম, অতুল অনুপম,
ওহে প্রাণ-প্রিয়তম, নিরখি সদা তোমায়।
দুস্তর ভব সংসারে, বদ্ধ দেহ কারাগারে,
শোক-সন্তাপ প্রহারে, অস্থির করে আমায়।
নির্গুণে করুণা করি, সব বাধা বিঘ্ন হরি,
বিহর হৃদে বিহারি, এই সদা প্রাণ চায়॥৩৯৭॥

রাগিণী কেদারা—তাল আড়াঠেকা।

জীবনদাতা দাও হে জীবন।
মৃত দেহে যেন পাই হে চেতন।
জীবনহীনের প্রায়, বৃথা দিন চলি যায়,
জেলে দাও উৎসাহানল, দিসে প্রাণে দরশন।
বিশ্বাসের ক্ষীণালোক নিভু নিভু প্রায় হে,
সংসার আঁধার পথে চলা নাহি যায় হে;

দাও জ্বলন্ত বিশ্বাস,　　হৃদয়ে হয়ে প্রকাশ,

করহে জড়তা নাশ, ওহে মৃত-সঞ্জীবন ॥৩৭৮॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

আহা আর কোথা যাব তোমারে ছাড়িয়ে।

কেবা আর দিবে সুখ হৃদয় ভরিয়ে।

পাপেতে তাপিত হয়ে,　কোথা আর কাঁদিব গিয়ে,

শীতল করিবে কেবা, কাতর দেখিয়ে।

ভবলীলা হলে সাঙ্গ,　　কে হইবে মম সঙ্গ,

চিরদিন কে রাখিবে আপন আলয়ে;

কাহাকে দেখি নে আর,　　তুমি হে সকল সার,

আশ্রিত আছি হে আমি তোমার আশ্রয়ে ॥৩৭৯॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

(আহা আর কোথা যাব—সুর)

ইচ্ছা হয় সর্ব্ব ভুলে ছাড়ি মোহ-কোলাহলে;

পূজি নিত্য শান্ত মনে হৃদয়েশ হৃদাসনে।

ফেলি তব প্রেম-নীরে, স্নিগ্ধ করি দীপ্তশিরে,
ঢালি অশ্রু পূত-পদে, তৃপ্ত করি তপ্ত হৃদে।
তব প্রীতিকর জেনে, সাধি কার্য্য প্রাণপণে,
তব হস্তে সমর্পণে, সফল করি জীবনে ;
জগৎপাল জগদ্‌গুরু, ভক্ত-বাঞ্ছা-কল্পতরু,
রাখি তব পুণ্যপথে, পূর ভক্ত-মনোরথে ॥৪০০॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

দেও দেও হে পদ-ছায়া কাতরে।
ওহে দীন-শরণ পতিত পাবন,
তুমি বিনা আর কে তারে।
পাব পাব হে আশ্রয়, জানিয়ে নিশ্চয়,
এসেছি দয়াময়, তোমারই দ্বারে।
পূরাও মনোরথ, ওহে দীননাথ,
ফিরাইও না ভিখারীরে ॥৪০১॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

লও লও হে অনাথের উপহার,
ওহে ত্রিভুবন-নাথ।
অতি যতনে আজি এনেছি প্রীতি-কুসুম,
তোমারি তরে দয়াময়।
আমি যে তোমারি দ্বারের ভিখারী
প্রতিদিন দীননাথ।
বল বল নাথ! কি দিব তোমায়,
কি আছে আমার আর ॥৪০২॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

পাপের যাতনা আর সহিতে না পারি নাথ।
হৃদয় দহিছে সদা জ্বলন্ত অনলে হে।
মনেতে প্রতিজ্ঞা করি, পাপ পথ পরিহরি,
কেমনে প্রবল অরি ছাড়ে না আমায় হে।
কোথা হে দীন শরণ, কর কর কর ত্রাণ,
দরশন দিয়ে পাপ-যাতনা ঘুচাও হে ॥৪০৩॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল রূপক।

নাথ! কি দিব তোমারে;
সকলি তোমার, আছে কি আমার।
হৃদয়ের প্রীতিফুলে, তুমিই বিকাসিছ নাথ,
লও প্রভু তুলিয়ে সে ধন তোমারি ॥৪০৪॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল চৌতাল।

বিষয়ের তমোজাল, করে আছে নিশাকাল,
কেমনে হইব পার সংসার-সাগর এ।
তুমি বিনা কর্ণধার, দেখি নে কাহারে আর,
অখিল তারণ তুমি, কোথা হে এ সময়ে।
সান্ত্বনার দিক্ আঁধার বিষাদ ঘনোদয়ে,
সম্পদ তড়িৎ সমান উন্মীলি নিমীলয়ে,
পাপ তিমির নাশিয়ে, জ্ঞানালোক প্রকাশিয়ে,
দেখা দেও ওহে নাথ, মোহ অন্ধ হৃদয়ে ॥৪০৫॥

রাগিণী জয়জয়ন্তী— তাল যৎ।

যেঁও জানো তেঁও তার স্বামী।
ময় কুটিল খল কপট কামী।
জপ তপঃ নেম শুচ সংযম,
এন বিন নেহি ছুটে কার স্বামী,
গবদে ঘোর তু অন্ধ সে কাঢো,
নানক নজর নেহার স্বামী ॥৪০৬॥

---

রাগিণী ভূপালী—তাল [illegible]।

কি অনুপম করুণা তোমার।
পলকে পাতক হরে, লভিলে বিন্দু তাহার।
জ্বলন্ত সংসারানল, নিমেষে হয় শীতল,
বরষিলে কৃপা জল, তাহে নাথ! এক বার।
পাষাণ ভূমি ঊষর, হয় হে অতি উর্ব্বর,
ফলে ফল বহুতর, কৃপানীরে বার বার।
তাই ডাকি উচ্চৈঃস্বরে, কৃপানিধি কৃপা করে,
তার হে ভব-দুস্তরে, যাতনা সহে না আর ॥৪০৭॥

---

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

ওহে প্রেমশশি! বরিষ সদা অমৃত কিরণ।
নতুবা কেমনে বাঁচে, হৃদিচকোর জীবন।
ক্ষণেক দেখি প্রকাশ, বাড়ে সুধাপান-আশ,
অমনি অন্তরাকাশ, ঢাকে নাথ মোহঘন।
তাই ডাকি সকাতরে, বাঁচাও হৃদি চকোরে,
প্রকাশি সদা অন্তরে, কর সুধা বরিষণ॥ ৪০৮॥

---

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

নাথ! আর কত কাল রব, অসৎ বিষয় লয়ে।
ভ্রমিব আর কত দিন, মোহ-আঁধার নিলয়ে॥
প্রেমের লুব্ধ আশ্বাসে, বদ্ধ হয়ে মৃত্যুপাশে,
কত রব এ প্রবাসে, ভুলি নিত্য নিজালয়ে।
ক্রমে যে ফুরাল দিন, দেহ মন হলো ক্ষীণ,
বিনাশ নাথ! দুর্দ্দিন, জ্ঞান-জ্যোতি প্রকাশিয়ে॥
তুমি সত্য পারাবার, জ্যোতির তুমি আধার,
অমৃতের তুমি সার, রক্ষ প্রভু! দেখা দিয়ে॥৪০৯॥

---

রাগিণী বাগশ্রী—তাল একতালা।

কি অভয় মঙ্গল-মূরতি তোমার।
নাহি অনুরূপ ত্রিজগতে, প্রভু! আর!
ভূলোক-দ্যুলোকে, আঁধার আলোকে,
সুখ দুঃখ-শোকে, ঝলকে অনিবার।
জীব-জীবন-পটে, যখন যা ঘটে,
তব রূপ রটে, নাথ! বার বার।
দেখায়ে দয়াময়, মূরতি-অভয়,
কর হে নির্ভয়, প্রাণ আমার ॥ ৪১০ ॥

---

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

নাথ! আজি খুলেছি হৃদয়-দুয়ার।
দরশন দাও, দীন হীনে একবার ॥
মোর ক্ষীণ জ্ঞান-জ্যোতি, ধরে কি হেন শকতি,
নিরখিতে দয়াময়! মূরতি তোমার।
অকিঞ্চনে দয়া করি, মঙ্গল-জ্যোতি বিস্তারি,
দূর কর দীননাথ! মনের আঁধার!

তব জ্ঞান-প্রেমালোকে, তোমায় দেখি পুলকে,
ভুঞ্জি এই মর্ত্ত্যলোকে, স্বর্গ সুখ অনিবার ॥৪১১॥

---

বাগিণী সাহানা—তাল ঝাপতাল।

আর কোথা শান্তিবারি, তোমা ছাড়ি কোথা যাব ;
এমন মধুর প্রেম হায় আর কোথা পাব।
বসায়ে হৃদয়াসনে,
অনিমেষ দুনয়নে,
হেরিব ও প্রেমমূর্ত্তি, প্রাণ মন জুড়াইবে,
অবিরল দুনয়নে প্রেমধারা বরষিবে।
কার তরে এ জীবন, তোমা বিনা কারে দিব,
প্রাণমন সব নাথ তোমাকেই সঁপে দিব,
এ হৃদয়-প্রাণাধার।
পূর্ণরূপে অধিকার
কর আসি, এহৃদয়ে আর কিছু আনিব না,
সংসার-বাসনা পানে আর ফিরে চাহিব না।
এ দুর্ব্বল দেহমন তোমার চরণ পরে
অর্পণ করিব নাথ চিরজীবনের তরে,

আলস্য জড়তা ছেড়ে,
জীবন্ত উৎসাহভরে,
করিব তোমার সেবা, বৃথা কাযে যাইব না,
সংসার সেবায় আর কলঙ্কিত হইব না ॥ ৪১২॥

---

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমের হার তোমারে দিয়ে নাথ পূজিব যতনে।
তুমি মম ভরসা, সংসার তাপে,
সকলি নীরস তোমা বিহনে,
পাপ তাপ নাশি দেখা দেও আমারে ॥ ৪১৩ ॥

---

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

আর কারে ডাকি, তোমায় ছাড়ি যাব কোথায় আর ?
তুমি হে আমার মোহ-আঁধারের আশা।
মোহময় সংসার মাঝে, মোহে অন্ধ সবে মোরা,
মুক্তিদাতা, দেখাও হে অমৃতের সোপান। ৪১৪ ॥

---

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

মগন হইয়ে আমি তব পুণ্য সহবাসে।
ভুঞ্জিব অপার সুখ মত্ত হয়ে প্রেম রসে।
গভীর হৃদি কন্দরে তব পুণ্য-প্রস্রবণ,
পিপাসু সাধক তথা যায় শান্তি-বারি-আশে॥৪১৫॥

রাগিণী বাহার—তাল আড়াঠেকা।

আজি দরশন দেও প্রভু দীন জনে;
বিনাশি অন্তর-তমঃ সফল করি জীবনে।
এ হৃদয়-সিংহাসন, তোমারি প্রিয় আসন,
কর হে কর গ্রহণ, কৃপা বিতরণে।
হেরি তব প্রেমমুখ, ঘুচাই সকল দুঃখ,
মর্ত্ত্যে থাকি স্বর্গ-সুখ ভুঞ্জি,
ওহে নিত্য সুখ-ধাম, পূর্ণ করি মনস্কাম,
পূজি শ্রদ্ধাভক্তিযোগে, প্রীতির প্রসূনে॥৪১৬॥

রাগিণী খাম্বাজ— তাল চৌতাল।

নয়ন রঞ্জন তুমি, ভুলিতে কে পারে?
যে দিকে ফিরাই আঁখি, দেখি হে তোমারে।
অনল অনিলে জলে, জ্যোতির্ম্ময় নভস্থলে,
শোভিছে তোমার নাম, জলদ-অক্ষরে।
আঁধারে ঘেরিলে ধরা, তবু তোমায় যায় ধরা,
প্রকাশে তোমার জ্যোতিঃ হৃদয় মাঝারে।
জগত-জীবন তুমি, তুমি হে আত্মার স্বামী,
জল ছাড়ি মীন কভু, থাকিতে কি পারে?
যোড়-করে ভিক্ষা করি, যদি হে ভ্রমে পাসরি,
ভুল না জীবন-ধন! দীন হীন কাতরে॥৪১৭॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামাল।

ব্যাকুল হয়ে তব আশে, প্রভু এসেছি তব দ্বারে।
দেখা দেও মোরে, নাথ! হৃদি মাঝে,
সকল দুঃখ তাপ যাবে দূরে॥৪১৮॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ধামাল।

সেই প্রেম-ছবি সুধার সার,
হৃদে জাগিছে শত শত বার।
না শোভে চপলা, রবি ইন্দু কলা,
লুকালো কোথা তারা সবে, সব শোভা তাঁর!
হৃদয়-কমল-দল-রাশি আসন বিছায়েছি, এস হে,
চিত্ত বিহঙ্গ গায় চারু হেরি দিন,
কোথা আর রজনীর আঁধার॥৪১৯॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাপতাল।

তুমি যারে কর হে সুখী সেই সুখী হয় এসংসারে;
বিপদ প্রলোভনে বল তারে কি হরিতে পারে?
আপন আনন্দে সদানন্দে সেই জন,
করে সন্তরণ সুখ সাগরে;
নাহি জানে কোন অভাব, প্রশান্ত মুক্ত স্বভাব,
চিরসুখ শান্তি তার হৃদয়ে বিরাজ করে।
প্রেমের তরঙ্গ ভাবের প্রসঙ্গ,
কত উথলে তার অন্তরে;

মত্ত হয়ে সুধাপানে, বিহরে তোমার সনে,
অক্ষয় রত্ন ভাণ্ডার তার হৃদয-কন্দরে।
ওহে প্রেমসিন্ধু, এক বিন্দু বারি দানে,
সুখী কর নাথ যদি আমারে;
তবেত সার্থক মম, হয় এ পাপজীবন,
গাই তব নাম গুণ, মনের আশা পূর্ণ করে ॥৪২০॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল ঝাঁপতাল।

হে প্রাণরমণ প্রেমের সাগর, প্রেমভক্তি হৃদে সঞ্চার।
অধম তনয়ে তব, ডাকে হয়ে কাতর।
যদি এক বিন্দু প্রেম বিতর, দীন জনে দয়া কর,
তবে সব পাপতাপ যায় দূর।
বাঁচিনে প্রাণে, তোমা বিহনে,
বিহর নিরন্তর হৃদি-কন্দরে,
পাপ-অনলে, হৃদয় জ্বলে,
প্রদানি তব প্রেম, শীতল কর ॥৪২১॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

শঙ্কর শিব সঙ্কট-হারী।
নিস্তার প্রভো জয় দেব দেব।
সংসার সিন্ধু সেতু কে করে পার
তোমা বিনা আর হে দীননাথ,
চরণারবিন্দ যাচি তোমারি ॥৪২২॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল কাওয়ালি।

হৃদয় কাঁদিছে আমার তোমার লাগিয়ে,
দেখা দিয়ে জুড়াবে কি তাপিত হিয়ে।
তুমি নাথ প্রেম-সাগর, সত্য শিব সুন্দর,
তাপিতে শীতল কর, শান্তি সুধা বরষিয়ে।
কি কব মনের কথা, জানত মরম ব্যথা,
কে আর করে মমতা, দুঃখীর মুখ চাহিয়ে ॥৪২৩॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

( প্রবল সংসার স্রোত—সুর )

আর যেন প্রভু না হই কভু, পাপে কলঙ্কিত।
মনে হলে সে যাতনা, হৃদয় হয় কম্পিত।
প্রাণ-যোগে যোগী হয়ে, থাকিব সদা নির্ভয়ে,
সুখে করিব পালন, অনন্ত জীবন ব্রত।
সংসার দুর্গম পথে, চলিব তোমার সাথে,
ফিরে ফিরে বারম্বার, নিরখিব ইচ্ছামত।
স্বভাব অনুকূল হবে, সহজে তোমারে পাবে,
সশরীরে স্বর্গে যাবে হইয়ে জীবন্মুক্ত।
আনন্দ সঙ্গীত ধ্বনি, করিবে ভাই ভগিনী,
দেবলোকে সেই ধ্বনি, হইবে প্রতিধ্বনিত ॥৩২৪॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

এ দুঃখ কেমনে আর হবে সম্বরণ।
ছিলাম যখন, পাপেতে অচেতন,
নাহি ছিল ভাবনা মনেতে তখন।
বুঝিলাম যে দিনে জীবনের অধিকার,
পড়িল মস্তকে বিষম গুরুভার ;

পাইলাম তোমার স্নেহের নিমন্ত্রণ,
সেই অবধি প্রাণাকুল তোমারি কারণ ॥
দেখালে প্রলোভন খুলিয়ে স্বর্গ-দ্বার,
করিলে হৃদয়ে কত আশার সঞ্চার
শেষে কি একাকী সংসার অরণ্যে,
চির বিরহীর প্রায় করিব রোদন ॥ ৪২৫ ॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

প্রবল সংসার-স্রোত, আমরা দুর্ব্বল অতি।
কেমনে করিব নাথ, প্রতিকূল মুখে গতি।
যে দিকে বহিছে স্রোত, সেই দিকে যেতেছি ভেসে,
সম্মুখে নরকাবর্ত্ত, কি হবে কি হবে গতি।
দুর্ব্বলের বল তুমি, দেহ নাথ মনে বল,
সংসার-জলধি মাঝে নিস্তার জগত পতি ॥ ৪২৬ ॥

---

রাগিণী খাম্বাজ— তাল মধ্যমান।

দেখ দেখ এ দীন সন্তানে, করুণা-নয়নে।
যেন আবার তোমায় ছেড়ে পাপেতে ডুবিনে।

কি সজনে কি নির্জনে, যখন থাকি যেখানে,
রক্ষা কর এ অধমে স্বর্গীয় বল বিধানে।
চারিদিকে প্রলোভন, করে সদা আকর্ষণ,
কেমনে রাখিব আমি পবিত্রতা এ জীবনে।
নাহি আর অন্য বাসনা, সুখ সম্পদ চাহি না,
কেবল মাত্র এই প্রার্থনা, যেন তোমায়
ভুলে থাকি নে ॥৪২৭॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

( প্রবল সংসার স্রোত—সুর )

আর যেন ভুলিনে নাথ, ভুলিনে তোমায়।
তব সহবাসে যেন মম দিন যায়।
সুখে দুঃখে অবিরত, হইয়ে কৃতজ্ঞ চিত,
করি যেন প্রণিপাত, প্রেমভরে তব পায়।
তব দত্ত সুখে ভুলে, তোমারে নাথ পাসরিলে,
কি কায সে সুখে আমার, কেবা তাহা চায় ॥৪২৮॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

আমার আর কেহ নাই ;
তোমারে হৃদয়ে রেখে এ প্রাণ জুড়াই।
তোমা বিনে সব শূন্য, এ সংসার অরণ্য,
কে আছে আর তোমা ভিন্ন কার পানে চাই ॥৪২৯॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

( আমার আর কেহ নাই—সুর )

কবে জুড়াবে জীবন।
তব প্রেম-সিন্ধুনীরে করিয়ে অবগাহন।
সদা আনন্দ অন্তরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
জগদ্বাসীর দ্বারে দ্বারে, করিব ভ্রমণ।
জীবন সর্ব্বস্ব দিয়ে, অনুগত দাস হয়ে,
মনের অনুরাগে পদ, করিব সেবন।
হেরিব ভক্তি নয়নে, নিয়ত হৃদয়ধামে,
শুনিব বিবেক কর্ণে, তোমার বচন ॥৪৩০॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

দীন-বন্ধু! দীনহীনে কে আর উদ্ধারে।
তুমি বিনা ঘোরতর ভব-পারাবারে।
ঘেরিলে দিগ্ দশ মোহের আঁধারে,
প্রকাশি হৃদি-গগনে কে আশা সঞ্চারে?
অধম বলিয়ে সবে, ত্যজেছে যাহারে,
তুমি বিনা লয়ে কোলে কে পালে তাহারে?
সম্বল-বিহীন জন দুখী দুরাচারে,
বিনা মূলে কেবা তারে ডাকে তারিবারে?
তাই প্রভো! প্রাণ-পণে ডাকি বারে বারে,
উদ্ধার সঙ্গিত-হীনে, এ ঘোর পাথারে॥৪৩১॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।

মামতিপামরদীনজনং;
দেহি পদাশ্রয়মবিদিত ভজনং।
ন মাতা নহীহ পিতা,  নবন্ধুর্মে নচ ভ্রাতা,
ত্বংহি দীন-জনত্রাতা, ইতি সাধুবচনং।

কৃপাকণা বিতরণে, চরণ-শরণে দীনে,
দেহি পিতঃ ভক্তিহীনে, ভক্তিরসরসনং ॥৪৩২॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়াঠেকা।

দিয়াছি যে প্রাণ তোমারে, আর কখন চায় না ফিরে।
যাহা ইচ্ছা হয় কর, কিছু নাই বলিবার,
হইবে মঙ্গল মোর তোমারি বিচারে।
সুখ সম্পদ হইলে, ভাসিব প্রেম-হিল্লোলে,
দুখ বিপদে কাঁদিব তোমারি চরণ ধরে।
( পিতা তোমারি )
যথায় লয়ে যাইবে তথা যাইব,
যাহা করিতে বলিবে তাই করিব ;
শুনেছি আশ্বাস বাণী পাব পরিত্রাণ,
নাই দুঃখ যদি মরি তোমার তরে ॥৪৩৩॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল আড়া।
( কে গো বসে অন্তরালে—সুর)

রাখ মোরে শিশু করে।
শিশু যেমন কিছু জানে না,

কে আত্মীয় কে অপর, মাতা বিনে এ সংসারে।
আধ আধ স্বরে সদা, মা মা বলে কহে কথা,
অভাব হইলে যত, জানায় মাতারে।
তোমারে লয়ে থাকিব, অপরে নাহি জানিব,
পিতামাতা বলে ডাকিব, প্রাণ মন দিয়ে তোমারে।
প্রেম-সুধা পান করিলে, পাপ তাপ যাবে চলে,
নির্ভয় চিত হইয়ে, সবে যাব ভবপারে ॥৪৩৪॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

ওহে দয়াময়, মঙ্গল-আলয়,
সদয় হও দুর্ব্বলে, করি নিবেদন।
করেছি মনন, মিলে ভ্রাতৃগণ,
পূজিব তোমার ঐ অভয় চরণ।
বিষয় চিন্তা ছেড়ে পবিত্র অন্তরে,
পূজিব আমরা একত্রে তোমারে,
পরস্পরে শ্রদ্ধা ভক্তি শিখিবারে,
নির্ম্মাণ করেছি পবিত্র সদন।
ভ্রাতৃভাবের অভাব যাবে আশা করে,

মিলিব আমরা এ গৃহের ভিতরে,
চাই বর তাই দাও দয়া করে,
যেন হয় এই গৃহ সেই শান্তিনিকেতন।
শ্রদ্ধা ভক্তি যেন স্তম্ভ হয় ইহার.
ভ্রাতৃভাব হয় অবারিত-দ্বার,
ধর্ম্ম স্বয়ং যেন প্রহরী ইহার,
তোমার অসীম করুণা হয় আচ্ছাদন ॥৪৩৫॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল একতালা।

পরমদেব ব্রহ্ম, জগজন পিতা মাতা।
সেবকে প্রসন্ন হও হে সর্ব্বসিদ্ধি-দাতা,
থাকে নিত্য তব পদে মতি, এই ভিক্ষা, দেহি নাথ॥
॥৪৩৬॥

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল যৎ।

আমায় ছেড় না হে, এনেছ যদি হে দয়াময়।
আমি সকল দেখিয়াছি প্রভু, এখন পড়েছি
তোমার পায়।

নাহি আমার কোন বল, কেমনে থাকিব বল,
(এখন) কৃপা করে রাখ প্রভু, বেঁধে মোরে তব পায়।
না জানি ডাকিতে তোমায়, (এখন) কিছু কর মোর উপায়,
একবার হৃদয় মাঝে এস প্রভু, জুড়াই তাপিত
হৃদয় ॥ ৪৩৭ ॥

---

রাগিণী খাম্বাজ ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

( লক্ষ্ণৌ ঠুংরি )

দীনহীন জনে, পাপী পরাধীনে,
নাথ তোমা বিনে কে আর নিস্তারে।
তুমি দুখ বারী, পাপ-তাপ-হারী,
ভবের কাণ্ডারী, জগত প্রচারে।
তার নিজ গুণে, পাপী তাপী জনে,
এসেছি তাই শুনে, তোমারি দুয়ারে।
কাটি মোহ-পাশ, নাশি ভয় ত্রাস,
রক্ষ জগদীশ! ডাকি বারে বারে ॥ ৪৩৮ ॥

রাগিণী সিন্ধু খাম্বাজ—তাল মধ্যমান।

যদি এক বিন্দু প্রেম পাই ( প্রেমসিন্ধু হে );
তবে কি তোমার চরণ ছেড়ে আর কোথা যাই।
থাকি চিরদিন, তোমার অধীন,
ধন মান সম্ভ্রম, কিছু নাহি চাই।
সকলি ত্যজিতে, অসাধ্য সাধিতে,
পারি তব প্রসাদে, কিছু না ডরাই।
সংসার বন্ধন, করিযে ছেদন,
আনন্দে নিশিদিন, তব গুণ গাই॥ ৪৩৯॥

---

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

আমায় দাও মা চরণতরী।
আমি অগাধ জলে ডুবে মরি।
সাহস করে, আপন জোরে,
ভবনীরে ধর্‌লেম পাড়ি;
এখন তরঙ্গেতে যাই মা ভেসে,
কূল কিনারা আর নাহি হেরি।

শুনেছি মা লোকের মুখে,
বিমুখ নাহি হয় ভিখারী;
আমি আকুল প্রাণে এই ভিক্ষা চাই,
কূলে লও মা কোলে করি ॥ ৪৪০ ॥

---

রামপ্রসাদী সুর—তাল একতালা।

(আমি) বোলেম তোমার নামে পড়ে।
এখন যা কর মা কৃপা করে ॥
জগতের যত পাপী, ঐ নামেতে গেছে তরে;
যাব অনায়াসে চরণপাশে, আমিও ঐ নামের জোরে।
হৃদি ফুলের পত্রে পত্রে, লিখ্‌ব ঐ নাম ভক্তিভরে;
আমার সকল দুঃখের শান্তি হবে, ভবের চিন্তা
যাবে দূরে ॥ ৪৪১ ॥

---

রাগিণী পরজ—তাল কাওয়ালি।

দীন-দয়াময় ভুল না অনাথে।
স্থান দিও প্রভু, তব পদ কমলে,
মনে রেখো ভুলো না অনাথে।

ভ্রমি এ অরণ্যে হয়ে পথ-হারা,
সত্বর লও তব সাথে।
কোন গুণ আছে হেন মন্দমতি মম,
যাই তব সন্নিধানে;
তুমি হে জ্যোতির জ্যোতি, এ আঁখির কি শকতি,
তাকাইতে সে মিহির পানে!
নিরখি মনের প্রতি, নাহি দেখি কোন গতি,
ক্ষণে হই মগন নিরাশে;
স্মরি তব কৃপাগুণ, ভরসা হয় পুনঃ,
নিজ গুণে তারিবে হে দাসে॥ ৪৪২॥

---

রাগিণী পরজ—তাল আড়াঠেকা।

রাজ-রাজেশ্বর ওহে দীনজনে দেখা দাও।
করুণাভিখারী আমি করুণা কটাক্ষে চাও।
চরণে উৎসর্গ দান, করিতেছি এই প্রাণ,
সংসার অনলকুণ্ডে ঝলসি গিয়াছে তাও।
কলুষ কলঙ্কে তাহে, আবরিত এ হৃদয়,

মোহে মুগ্ধ মৃতপ্রায়, হয়ে আছি দয়াময়,
সঞ্জীবনী দৃষ্টে তব, শোধন করিয়ে লও ॥ ৪৪৩ ॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

প্রাণ মাঝে বিরাজ, প্রাণেশ!
কৃপাময় জীবন-আধার।
তোমা হারা হয়ে দেব, এই ভাবে কত দিন,
রহিব আর জীবনেশ! সহে না যে আর।
তব রূপ-সাগরে, নিমগন করহে মোরে,
অনিমেষে নিরখিব, স্বরূপ তোমার ॥ ৪৪৪ ॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল মধ্যমান।

তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন, আমি হে।
সুখে দুখে পাপে, আমি তোমারি নাথ, তোমারি হে।
দেখো দেব দেখো দেখো,
এ দাসের অন্তরে চিরদিন থেকো,
অন্তরে নিরখি তোমায় নিবারিব সব দুখ ॥ ৪৪৫॥

রাগিণী ঝিঝিট—তাল মধ্যমান।

ওহে ধর্ম্মরাজ বিচারপতি,
তোমার বিধি কে লঙ্ঘিতে পারে ?
কে কোথা হয়েছে সুখী অধর্ম্ম পাপ আচারে ?
দর্পহারী ন্যায়বান, পাষণ্ড-দলন নাম,
নাহি কারো পরিত্রাণ, তোমার সূক্ষ্ম বিচারে।
দুর্ম্মতি মানবগণে, কুকর্ম্ম করি গোপনে,
পায় দুঃখ পরিণামে, কর্ম্মফল ভোগ করে।
তুমি দণ্ডদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
দণ্ড দিয়ে মুক্ত কর এ অধম মহাপাপীরে ॥৪৪৬॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়া।

হৃদয়ে থাক হে নাথ! নয়ন ভরিয়ে দেখি;
জুড়াব তাপিত প্রাণ, তোমারে হৃদয়ে রাখি।
পাপে তাপে মলিন, হয়ে আছি দীন হীন,
যাতনা সহে না আর,তার হে দাসে নিরখি॥৪৪৭

রাগিণী ঝিঁঝিট—আড়া।

অধম তনয়ে নাথ ত্যজিতে ত পারিবে না;
শত অপরাধী হলেও তনয়ত্ব তায় যাবে না।
আছে অপরাধ কত, তবু নহি আশাহত,
তব দয়া হতে আমার দোষত অধিক হবে না।
পর ব্রহ্ম পরাৎপর, আদি কত নাম ধর,
কিন্তু অধম তারণ নামের মহিমা যে অতুলনা ॥৪৪৮॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

থেক না থেক না দূরে হৃদয়ের প্রিয়ধন।
রাখিব যতনে হৃদে হৃদয়-রতন।
ছিলাম পড়ি আঁধারে, আনিলে হে কেশে ধরে,
কত সুখ কত শান্তি করিলে হে বিতরণ;
এখন ফেলিয়ে একা, যাবে কি হে প্রাণ-সখা,
হৃদয় আঁধার করি, ওহে হৃদয়ের ধন?
তোমা ছাড়ি কত-বার, ভ্রমিলাম প্রাণাধার,
তবুতো থাকিলে তুমি সঙ্গে মোর অনুক্ষণ;

হৃদি আলো করি মোর, থাক তবে প্রাণেশ্বর,
প্রেমপাশে বেঁধে রাখ ও চরণে প্রাণ মন ॥৪৪৯।

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

কি বলে প্রার্থনা বল করি আর।
আমার সকল কথা ফুরাইল,
ফিরিল না মন আমার।
তুমি দেখ সব থেকে অন্তরে,
তোমায় কথায় কে ভুলাতে পারে,
প্রাণের প্রাণ বল্‌ব কি আর,
আছে কি আর বলিবার।
ওহে, প্রাণ যদি চাহে তোমারে,
তুমি থাকিতে কি পার দূরে,
আপনি এস পাপীর দ্বারে,
তাই পতিত-পাবন নাম তোমার ॥৪৫০ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

(কে তুমি কাছে বসে—সুর)

কেমনে পাব তোমায় আমি হে পাপে মলিন।

(নাথ) লোভে দুরাশায় চিত্ত, লালায়িত,
ভোগ বিলাসের অধীন।
ভজন সাধনে অলস, ষড় রিপুর পরবশ,
বিষয় বাসনার দাস, হয়ে আছি চিরদিন (আমি)।
হিংসা দ্বেষ অভিমানে, স্বার্থ সুখ প্রলোভনে,
জীবন কলঙ্কিত, অবিনীত, প্রেম অনুরাগ বিহীন।
নাহি ভক্তি নাহি জ্ঞান, বৈরাগ্য সমাধি ধ্যান,
মোহে হৃদয় ম্লান, পাষাণ সম কঠিন।
এখন এই অভিলাষ, হয়ে তব দাসানুদাস,
চিরদিন থাকি নাথ, যেন তোমারি অধীন ॥৪৫১॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

প্রাণের গভীর বেদনা ঘুচায়; (আমার)
এ সংসারের মাঝে এমন, দেখিনে কাহায়।
সত্যের আলো আসিল, এ চক্ষু তা না দেখিল,
জেগে ঘুমায়ে রহিল, এখন কি হবে উপায়।
কতবার ডাকিলে তুমি, তোমার কথা নাহি শুনি,
মিছে লাভালাভ গণি, কি করিলাম হায় হায়।

দিবে কি আর সুদিন এনে, দয়া করে কৃপাগুণে,
শুভক্ষণ ছেড়ে হলো, পতন নিশ্চয় ॥৪৫২॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল যৎ।

দীন সাধকে কর আশীর্ব্বাদ দান।
করিব প্রেম সাধন প্রেম অনুষ্ঠান।
তুমি সংসারের কর্ত্তা, বিশ্বপিতা জগন্মাতা,
সুখ সম্পদ বিধাতা করুণানিধান।
পুণ্যময় ন্যায়-সিন্ধু, পাপীর পরম বন্ধু,
ভবসিন্ধু পারকর্ত্তা পতিতপাবন।
নিমগ্ন তপঃ সাগরে, মত্ত হব প্রেমভরে,
তব পুণ্য মুখ হেরি পাব পরিত্রাণ।
সাধিব তোমার কায, মিলিয়ে সাধু সমাজ,
সেবিবে এ করদ্বয় তোমার চরণ ॥৪৫৩॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

পুণ্যময় প্রভু করুণাসাগর।
বিরাজ আসি হে হৃদয়ে আমার।

প্রকাশ হৃদয়ে উচ্চ কামনা,
বিনাশ আত্মাভিমান কুমন্ত্রণা,
পুণ্য আলোকে তব ওহে প্রেমময়,
নাশ দয়া করে হৃদয়-আঁধার।
প্রবল কর প্রভু সুমতি সকল,
তব বলে কর জীবন সবল,
পুণ্যপথে করি সদা বিচরণ,
পুণ্যধামে করি সুখে বিহার।
নিরখি তোমার পুণ্যমূরতি,
পরিহরি নাথ পাতক দুর্ম্মতি,
ভক্তি ভরে করি অর্চ্চনা তোমার,
সুখে হইব নাথ ভবার্ণব পার॥ ৪৫৪॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট —তাল একতালা।

দয়াময় দীনবন্ধু দরিদ্রের দুঃখ-ভঞ্জন।
তব কৃপা হি কেবল, পাপী তাপীর সম্বল,
দুর্ব্বলের বল তুমি নিরাশ্রয়ের অবলম্বন।

হে বিভু করুণাসিন্ধু, বিপদ কালেব বন্ধু,
দিয়ে কৃপা-বারি বিন্দু কর হে পাপ মোচন।
পাপ-ভারাক্রান্ত হয়ে, ডাকি নাথ কাতর হৃদয়ে,
পাব কর ভবসিন্ধু দিয়ে অভয় চরণ।
তুমি নাথ পরম দয়াল, স্নেহময় ভক্ত-বৎসল,
পাপীর দুঃখে নহ পিতা কখনও উদাসীন।
ওহে অগতির গতি, করি ও পদে মিনতি,
থাকে যেন ভক্তি নাথ তোমাতে চিরদিন ॥৪৫৫॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

সুধার ভাণ্ডার তুমি জগতজননী।
চির প্রেমময়ী গতি-মুক্তিদায়িনী।
তোমার ভকতগণ, কেমন প্রেমে মগন,
তব প্রেমরসপান করিয়ে, হইয়াছে সুশীতল;
তাই তারা নিশি দিন, প্রফুল্ল প্রসন্নানন,
গভীর প্রশান্ত তাঁদের হৃদয়, কোমল তাঁদের প্রাণ;
মুখেতে পুণ্যের জ্যোতিঃ, স্নিগ্ধকারিণী।

চির পরাধীন, পাপে তাপে মলিন,
বড় আশা করে এসেছি তোমারে দেখিয়ে জুড়াব প্রাণ;
পাপীর হৃদয়াসন, করগো মাত গ্রহণ,
যাই আমি তবে জনমের তরে, দুখ শোক পাসরিয়ে,
তুমিগো মা সন্তানের দুঃখহারিণী ॥৪৫৬॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

( ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর )

জয় জয় জয় দেব, জয় জগত বন্দন।
গাইছে নিয়ত মহিমা তোমার,
হে নাথ নিখিল ভুবন।
কাননে কুসুম, গগনে তপন,
করুণা তোমার, করে বরষণ;
তোমার পরশে, বাঁচে ত্রিভুবন,
জয় জগত-জীবন।
তোমার রচনা, এ ক্ষুদ্র হৃদয়,
মন প্রাণ নাথ, তব সমুদয়,

কত যে আনন্দ, লভে দয়াময়,
তোমাতে হইলে মগন ।
প্রবাসে সুহৃদ, আবাসে জননী,
সুখ দুঃখে সখা, তুমি গুণমণি ;
ভীম ভবার্ণবে, ও পদ তরণী,
হে ভব-জলধি তারণ ।
আমরা দুর্ব্বল অতি, তুমি হে অগতির গতি ;
তব বলে কর বলী, ওহে মৃত সঞ্জীবন ।
দেহ নাথ দেহে বল, জ্ঞান ভক্তি প্রীতি সম্বল,
গাইয়া অতুল মহিমা তোমার,করিব সংসারে ভ্রমণ ।
কর আশীর্ব্বাদ দান, সঁপি এ দেহ মন প্রাণ,
জীবন মরণে করিব নাথ, তোমার কর্ম্ম সাধন ॥৩৫৭॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল একতালা ।

( ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর )

এস এস প্রাণসখা দীনজনশরণ ।
তব পদে প্রাণ মন করিব সমর্পণ ।

ত্যজি অনিত্য কামনা, ছাড়ি বিষয় বাসনা,
তব অনুগত হয়ে থাকিব চিরদিন।
সদা তোমার সঙ্গে রব, প্রেম নয়নে হেরিব,
ভক্তি পুষ্পাঞ্জলি দিয়ে পূজিব নিশিদিন।
তোমার সন্তান সবে, মিলে আজি ভক্তিভাবে,
কাতর হৃদয়ে ডাকি, কর প্রভু শ্রবণ ।। ৪৫৮ ।।

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল পোস্তা।

কেমনে পূজিব তোমায় আমি হে পাপে মলিন।
সংসারে আসক্ত মন অবিশ্বাসী চিরদিন।
আশীর্ব্বাদ কর মোরে, যেন পাপ-পথ ছেড়ে,
পূজিতে পারি তোমারে, ভক্তিভরে নিশিদিন।
ওহে প্রভু দয়াময়, মহাপাপীর আশ্রয়,
দিয়ে আমায় পদাশ্রয়, কর তোমার অধীন ॥৪৫৯॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল আড়া।

আমি হে জেনেছি এবার,
জীবে প্রেম নাম সাধন এই জীবনের সার।

বিনীত সেবক হয়ে, আত্মসুখ ত্যজিয়ে,
পরসুখে সুখী হব এই ইচ্ছা তোমার।
পিতা, তোমার পুণ্যপ্রসাদে, সকলের আশীর্ব্বাদে,
নিরাপদে ভবসিন্ধু হইব হে পার;
যাইব অমৃতধামে, মিলে সব বন্ধুগণে,
চিরপ্রেমে হয়ে রব এক পরিবার॥ ৪৬০ ॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

( এত দয়া পিত তোমার—সুর )

তব কৃপা কৃপাময়,
সংসার পথে আশ্রয়।
তব পদ সেবিবারে, মনে বড় আশা করে,
দীনবন্ধু ডাকি হে তোমায়,
তুমি রাখ যদি, ওহে গুণনিধি,
তবে ত সঙ্কট মাঝে পাই হে অভয়।
আমরা দুর্ব্বল অতি, জান তুমি জগৎপতি,
অন্তর্যামি, বলিব কি আর হে,

তুমি কৃপা করি, যদি রাখ হরি,
তোমারে সেবিয়ে সবে জুড়াই হৃদয় ॥ ৪৬১ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল চৌতাল।

ওহে দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু, তুমি প্রাণেশ্বর, হৃদয়নাথ,
হৃদয়ে দেখা দেও হে।
আঁধার হৃদয় আলো কর, মোচন কর পাপভার,
নিত্য নিয়ত হৃদে বিহার, দীনে শরণ দেও হে।
যবে পাই তোমাধনে, সকলি নিরখি সুধাময়,
জ্যোতির্ম্ময় শোভাময়,
লইলে তোমায়, মৃত শরীর প্রাণ পায়,
কোটি কোটি স্বরগ প্রকাশ পায়, দুখ তাপ
না রহে॥ ৪৬২ ॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

তুমি বিনা কে প্রভু সঙ্কট নিবারে ?
কে সহায় ভব অন্ধকারে।

রয়েছি বন্দী সম মোহের আগারে,
কলুষিত পাপ বিকারে;
বিষয় রসে রত, তব প্রেমামৃত
ছাড়ি মনোভৃঙ্গ বিহারে।
বিতর কৃপা তব, যার গুণে প্রভু,
মৃত দেহে জীবন সঞ্চারে;
পাপ-তিমির নাশি, বিরাজ হৃদয়ে আসি,
কি আর জানাব তব দ্বারে ॥৪৬৩॥

রাগিণী বেহাগ—তাল কাওয়ালি।

তোমা বিহনে প্রভু কি সুখ এ জীবনে;
কেমনে ধরি এছার জীবন।
সংসার দহনে তাপিত পরাণ মন ॥
প্রেমের চন্দ্রমা তুমি হে নাথ,
সুধার ভাণ্ডার পরম সুন্দর,
তৃষিত চাতক আমার হৃদয়,
পিয়াও অমৃত জুড়াই পরাণ ॥

অতুল জ্যোতি তব প্রেমাননে,
নয়ন-শোভন প্রাণ বিমোহন,
প্রকাশ আসিয়ে হৃদয় গগনে,
ঘুচাও বিষাদ ঘন আবরণ;
নিরখি নিরখি ও রূপ মাধুরি,
হইবে আমার প্রাণ বিমোহিত,
হইবে শীতল তাপিত হৃদয়,
আনন্দ সাগরে হইবে মগন ॥৪৬৪॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

আমার আমার বলি বটে, কাযে নয় আমার;
সকলি তোমার নাথ, তুমি বিশ্ব-মূলাধার।
জীবন যৌবন ধন সকলি তোমার;
কিছুতেই নাই আমার কোন অধিকার।
মন বুদ্ধি আদি যত, সব তোমার বিতরিত,
আমি মাত্র কেবলি আধার;
নিজে আমি আমার নই, তোমারি সম্পত্তি হই,
এই আমার জানা আছে সার।

দিয়ে তোমায় তোমার ধন, কেমনে করি তোষণ,
নাহি জানি সন্ধান তাহার;
যদি লয়ে নিজ ধন, প্রীত হও হে মনের মন,
সর্ব্বস্ব দিব তোমারে এই দণ্ডে উপহার ॥৪৬৫॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

মুক্তিদাতা হে কর মুক্ত এ জনে।
কত কাল থাকিব আর ভব-বন্ধনে।
পিঞ্জরেতে পক্ষী যেমন, করে পথ অন্বেষণ,
তেমনি আমার প্রাণ ধাইছে তোমার পানে।
ক্রমে হল দিনগত, থাকিব আর বল কত,
ষড় রিপুর বশীভূত, মোহের আলিঙ্গনে;
ওহে করুণা-নিধান, কর মোরে পরিত্রাণ,
সম্পদে বিপদে যেন দেখি হে হৃদয়াসনে ॥৪৬৬॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

এস হে মন মন্দিরে।
নির্জ্জনে বসিয়ে দেখি চরণ কমলে।

দূর হবে পাপ তাপ,　　না রহিবে মনস্তাপ,
জীবন কৃতার্থ হবে, পাইলে তোমারে।
মোহ আঁধার ঘুচিবে,　　মৃতভাব না রহিবে,
উৎসাহে পূর্ণ হইব তোমার প্রকাশে।
অসম্ভব দেখি যাহা,　　সম্ভব হইবে তাহা,
হইলে দয়া তোমার, তাই ডাকি কাতরে ॥৪৬৭॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

ফিরিল সন্তান পিতা, ফিরিল এবার।
হয়েছে সুমতি প্রভু কৃপায় তোমার।
স্বীয় দেশ ত্যাগ করি,　　বিদেশে বিদেশে ফিরি,
দুর্গতির অবশেষ, কিছু নাহি আর;
পাসরি আপন জনে,　　শত্রুকে সুহৃৎ জ্ঞানে,
শিখিয়াছি একমাত্র, বিদ্রোহ আচার।
দিলে তুমি যত ধন,　　সবে করি অযতন,
নিঃসম্বল হইয়াছি, কিছু নাই আমার;
শত্রুরা ছলনা করি,　　নিয়েছে সকলি হরি,
শূন্যহস্তে ফিরিলাম, এবে তব দ্বার।

ওহে অগতির গতি, দিলেছে যদি সুমতি,
ছাড়িয়ে তোমারে যেন, নাহি যাই আর ;
চিরদিন তব সনে, থাকিব প্রফুল্ল মনে,
এই বাঞ্ছা দীননাথ পূরাও আমার ॥৪৬৮॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

কোথায় রহিলে নাথ ! একাকী ফেলে আমারে।
না দেখে তোমারে প্রভু, প্রাণ যে কেমন করে।
কাঁদিব আর কত বল, শুকাল নয়নের জল,
হৃদয় পাষাণ হল, বার বার পাপাচারে।
দুর্ব্বল পাপ জীবনে, সহিব বল কেমনে,
তব বিরহ যন্ত্রণা ওহে দয়াময় ;
ডেকে নাও সন্তান বলে, এ ঘোর বিপদকালে,
স্থান দাও চরণ তলে, এই জনম দুঃখীরে ॥৪৬৯॥

---

রাগিণী কীর্ত্তন মিশ্র—তাল ঝাঁপতাল।

দীন জন ভাগ্যে নাথ, সে দিন কি আসিবে ?
তব প্রেমে মগ্ন হয়ে নিশি দিন কাটিবে।

হৃদি সরোবরে সদা, ভাবতরঙ্গ খেলিবে,
( সে তরঙ্গ লহরী পরে ) প্রেমচন্দ্রমা উদিবে।
( জীবন সফল হবে )।
তোমার প্রেম প্রভাবে, হৃদয় নির্ম্মল হবে,
প্রাণ মন জুড়াইবে ; ( সব জ্বালা দূরে যাবে )
চির সুখ-শান্তি উৎস, হৃদি মূলে উৎসরিবে ॥৪৭০॥

---

গুজরাটী ভজন—তাল একতালা।

কোথা আছ প্রভু, এসেছি দীন হীন,
আলয় নাহি মোর, অসীম সংসারে।
অতি দূরে দূরে ভ্রমিছি আমি হে,
প্রভু প্রভু বলে, ডাকি কাতরে।
সাড়া কি দিবে না, দীনে কি চাবে না,
রাখিবে ফেলিয়ে অকূল আঁধারে ?
পথ যে জানিনে, রজনী আসিছে,
একেলা আমি যে, এ বন মাঝারে।
জগত-জননী, লহ' লহ' কোলে,
বিরাম মাগিছে, শ্রান্ত শিশু এ ;

পিয়াও অমৃত, তৃষিত সে অতি,
জুড়াও তাহারে, স্নেহ বরষিয়ে।
ত্যজি সে তোমারে, গেছিল চলিয়ে,
কাঁদিছে আজিকে পথ হারাইয়ে;
আর সে যাবে না, রহিবে সাথ সাথ,
ধরিয়ে তব হাত, ভ্রমিবে নির্ভয়ে।
এস তবে প্রভু! স্নেহ-নয়নে,
এমুখ পানে চাও, ঘুচিবে যাতনা;
পাইব নব বল, মুছিব অশ্রুজল,
চরণ ধরিয়ে পূরিবে কামনা॥ ৪৭১ ॥

# চতুর্থ অধ্যায়।

## উপাসনা-শেষ।

রাগ ভৈরব—তাল সুরফাকতাল।

সব দুঃখ দূর হইল তোমারে দেখি।
একি অপার করুণা তব,
প্রাণ হইল শীতল বিমল সুধায়।
সব দেখি শূন্যময় না যদি তোমারে পাই,
চন্দ্র সূর্য্য তারক জ্যোতি হারায়।
প্রাণসখা তোমা সম আর কেহ নাহি,
প্রেম সিন্ধু উথলয় স্মরিলে তোমায়;
থাক সঙ্গে অহরহ, জীবন কর সনাথ,
রাখ প্রভু জীবন মরণে পদছায়ে॥ ৪৭২॥

রাগিণী ভৈরবী—তাল যৎ।

ধন্য দয়াময়, তোমার কৃপায়,
কৃতার্থ হইল জীবন মম।

নিরখি তোমারে, প্রাণ-মন্দিরে,
জুড়াল তৃষিত নয়ন।
তব আগমনে, হৃদয়-উদ্যানে,
শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল;
ফুটিল প্রেম কুসুম মধুময়;
গন্ধে আমোদিত মন।
আনন্দে ভাসালে, মোহিত করিলে,
দেখায়ে দুর্লভ দরশন;
দেখিনি এমন, শোভা অনুপম,
যেন ধরাতলে স্বর্গধাম।
সুখ রত্নাকর, তোমার ভাণ্ডার,
নাহি হয় পরিমাণ;
বলিব কি আর, করি বারম্বার,
কৃতজ্ঞ ভরে প্রণাম ॥ ৪৭৩ ॥

---

রাগিণী সাহানা—তাল আড়াঠেকা।

কেমনে কহিব কি সুধাময় শোভা হেরিনু
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে;

অপরূপ অরূপ, নাহি যে তুলনা, কি বলিব,
কি সুধাময় শোভা হেরিনু হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে।
দুর্লভ দরশন লাভ হলো জীবনে,
ধন্য রে তাঁর করুণা, ধন্য রে কি সুখে হেরিনু,
হৃদয়-দুয়ার খুলিয়ে। ৪৭৪ ॥

---

রাগিণী পরজ—তাল চৌতাল।

ধন্য তুমি হে পরম দেব,
ধন্য তোমার করুণা প্রেম,
পূরিল আনন্দে বিশ্ব,
হৃদয় জুড়াইল।
যে দিকে আজি ফিরাই আঁখি,
প্রেমরূপ নিরখি তোমারি,
পূর্ণ হইল সকল কাম,
মন আনন্দে ভাসিল।
ব্রহ্ম সনাতন পুরুষ মহান্,
জগপতি জগত-নিধান,

জয় জয় জগপতি জগত-নিধান হে,
অন্তরে চির বিরাজ;
নয়নে নয়নে রহিও নাথ,
ভুলি সব দুখ তোমার সাথ,
হৃদয়ে থাকিয়ে হৃদয়-নাথ,
হৃদয় কর শীতল ॥ ৪৭৫ ॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

হায় রে আমি কি হেরিলাম;
হৃদি সরসী মাঝে, কি অপরূপ সাজে,
বলিতে নাহিক পারি, বলা নাহি যায়।
প্রাণ চমকে সে রূপ হেরি, আহা মরি মরি কিরূপ মাধুরী,
প্রেমে অবশ হয় অঙ্গ, উথলে হৃদয় হায়।
রবি শশী তারা, শোভে না রে তারা,
সে রূপরাশি হৃদয় আকাশে, প্রকাশে যখন দেখি;
বহে ভক্তি সমীরণ, হলে সে রূপ দর্শন,
উচ্ছ্বাস উঠয়ে দেখি, গভীর প্রেম-সাগরে ॥৪৭৬॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

(গাথা)

কাতরে তোমায়, ডাকি দয়াময়, হইয়ে সদয়,
দেও দরশন ;
পূরাও মনসাধ, ঘুচাও হে বিষাদ, ভক্তি-উপহার,
করিয়ে গ্রহণ।
সংসার তাপে, তাপিত হয়ে, লয়েছি শরণ,
তোমার আশ্রয়ে ;
কৃপা-বারি দানে, বাঁচাও হে প্রাণে, অধম সন্তানে,
দেখ চাহিয়ে।
গতিহীন জনে, তোমা বিহনে, আপনার বলে,
কে আর চাহিবে ;
সন্তাপ হর, কৃতার্থ কর, অভয় দানে,
আমাদের সবে।
তুমি গুণ-নিধান, সর্ব্ব শক্তিমান, কল্যাণ বিধান,
কর নিরন্তর ;
করুণা তোমার, হইলে একবার, অনায়াসে পার,
হই ভব-সাগর।

অনাথ দুর্ব্বল, অাছিক সম্বল, তুমিই আমাদের,
ভরসা কেবল ;
তৃষিত হৃদয়ে, ব্যাকুল হয়ে, করি ভিক্ষা নাথ,
দেও পুণ্যফল।
সুখ সম্পদে, দুঃখ বিপদে, যেন তোমাতে,
থাকে হে মতি ;
ইহ পরকালে, তব পদতলে, নির্ভয় মনে,
করব বসতি।
যেন হে সবে, মিলে সম্ভাবে, নিত্য এই ভাবে,
করি অর্চ্চনা ;
অকিঞ্চন হয়ে, এক হৃদয়ে, হে প্রভু তোমায়,
করি সাধনা ॥ ৪৭৭ ॥

---

বাগিণী মিশ্র—তাল একতালা।

( বন্দনা )

জয় দেব জয় দেব জয় মঙ্গলদাতা,
জয় জয় মঙ্গলদাতা,

সঙ্কট-ভয়-দুখ ত্রাতা, বিশ্বভুবন-পাতা।

জয় দেব জয় দেব।

অচিন্ত্য অনন্ত অপার, নাহি তব উপমা,

প্রভু নাহি তব উপমা ;

বিশ্বেশ্বর ব্যাপক বিভু, চিন্ময় পরমাত্মা।

জয় দেব জয় দেব।

জয় জগবন্দ্য দয়াল, প্রণমি তব চরণে,

প্রভু প্রণমি তব চরণে ;

পরম শরণ তুমি হে, জীবন মরণে।

জয় দেব জয় দেব।

জগতারণ দীনেশ সুখ শান্তি দাতা,

প্রভু সুখ শান্তি দাতা ;

শরণাগত-বৎসল তুমি, পরম পিতা মাতা।

জয় দেব জয় দেব।

আপনা প্রতি নিরখি না দেখি নিস্তার,

প্রভু না দেখি নিস্তার ;

একমাত্র ভরসা হে, করুণা তোমার।

জয় দেব জয় দেব।

শত অপরাধী আমরা পাপ ক্ষমা কর হে,
প্রভু পাপ ক্ষমা কর হে,
তব প্রসাদ লাভে প্রভু, পাপ তাপ না রহে।
জয় দেব জয় দেব।
মিলিয়ে ভক্ত সমাজ মাগি বরাভয় দান,
প্রভু মাগি বরাভয় দান,
কৃপা করি হে কৃপাময়, দেও চরণে স্থান।
জয় দেব জয় দেব।
কি আর যাচিব আমরা করি হে এ মিনতি,
প্রভু করি হে এ মিনতি;
এলোকে সুমতি দেও, পরলোকে সুগতি।
জয় দেব জয় দেব ॥৪৭৮॥

## পঞ্চম অধ্যায়।

## বিবিধ।

### উৎসব।

রাগিণী বিভাস—তাল ঝাঁপতাল।

জাগগো ঘরের লোক ওই শুন দ্বারে,
বিধাতার দুন্দুভি বাজিল।
উঠে দেখ দিনমণি, করহে আনন্দধ্বনি,
মহোৎসব ওই যে আসিল।
খুলিয়া সুন্দর ঘর, আজ পিতা রাজ্যেশ্বর,
ডাকিছেন আয় সবে ভাই;
নরনারী এক প্রাণে, এক হৃদে একতানে,
আয় আয় সেই নাম গাই।
জয় জয় কোলাহলে, পূর্ণ করি বক্ষস্থলে,
ব্রহ্ম নামে উড়াই নিশান;
প্রাণ মন ঢালি সবে, মাতি এই মহোৎসবে,
পুণ্য-স্রোতে করি সবে স্নান।

আমাদের পরিবার, কে কোথায় একবার,
ডাক শুন সম্বৎসর পরে,
বিষাদ জড়তা ফেলে, প্রেম আলিঙ্গন মেলে,
ছুটে এস সে পিতার ঘরে।
আয় বোন্ আয় ভাই, দেখিয়া আনন্দ পাই,
আয় অশ্রু মুছাই সবার;
হৃদে হৃদে রাখি মুখ, আয় বলি, সুখ দুখ,
মিষ্ট কথা শুনি একবার।
প্রেমান্ন তুলিয়া করে, মুখে দিই পরস্পরে,
সে আনন্দে ভাসি রে সকলে;
নিব দিব বিলাইব, পথে পথে ছড়াইব,
লয়ে যাব বাঁধিয়া অঞ্চলে।
সাজাও সাজাও ডালা, কুলবধু কুলবালা,
যেতে হবে, পিতারে ভেটিতে;
পুণ্যের বসন পরি, পুষ্প আহরণ করি,
বস হৃদি-থাল সাজাইতে।
যাই মোরা মহোৎসবে, আয়গো আয়গো সবে,
বলে ডাক পাড়াব পাড়ায়;

শুনাও পবিত্র নাম, পূরুক ভারত ধাম,
সবে ভাসি তাঁহার কৃপায়।
গৃহের স্নেহের ধন, কর্ কর্ শিশুগণ,
কোলাহল ঘর ফাটাইয়ে ;
তোদের কোমল মুখে, গান কর মনসুখে,
প্রেম-নদী যাক্‌বে বহিয়ে।
যেথা পড়ে যেবা আছে, যাক্ বার্ত্তা তার কাছে,
কেহ যেন আজ নাহি কাঁদে ;
সমাজ সাগরোপরি, আজ যেনরে লহরী,
উঠে দেখি সেই পূর্ণ চাঁদে।
ওহে ব্রাহ্ম জান নাকি, আর কি বুঝিতে বাকি,
বিধাতার হস্ত কি দেখ না ;
তাঁরি কৃপা সঙ্গী হয়ে, ওই দেখ যায় লয়ে,
তাঁর ধ্বনি শুনে কি শুন না ?
বিঘ্ন বাধা নাহি গণি, দেখ করি জয়ধ্বনি,
সত্য রাজ্য আসিছে ধরায় ;
জীবের উদ্ধার হবে, পাপী তাপী মুক্তি পাবে,
এই ভবে তাঁহার কৃপায় ॥ ৪৭৯ ॥

রাগিণী মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

এস এস এস সবে, আজি এই মহোৎসবে,
গাওরে মঙ্গলগীত, গাওরে মধুর রবে।
আজি বহু দিনের পরে, গাও সবে সমস্বরে,
জগদানন্দের যশঃ, "জয় জগদীশ" রবে।
যে আনন্দ সমাচার, বায়ু বহে অনিবার,
কল কণ্ঠে বিহঙ্গম দেশে দেশে গায় রে;
যাব সে আনন্দ-পুরে, পূর্ণানন্দ রূপ হেরে,
জগত করিব পূর্ণ আনন্দের কলরবে।
বনের বিহঙ্গ প্রায়, ভাই ভগ্নী সমুদায়,
আমরা অনেক স্থানে, সম্বৎসর রই হে;
আজি এই শুভক্ষণে, এক হৃদে এক তানে,
করি তাঁর নাম গান, এমন দিন আর হবে কবে।
কপটতা পরিহরি, আলস্য ঔদাস্য ছাড়ি,
দূর করি বিষয়ের ভাবনা অসার হে;
আজি দেহ মন প্রাণ, ব্রহ্মে কর সমাধান,
ব্রহ্মানন্দ-সুধাপানে জীবন পবিত্র হবে ॥ ৪৮০ ॥

রাগিণী ললিত—তাল পঞ্চম সওয়ারী।

( তুমি জ্যোতির জ্যোতি—সুর )

আজি গাও গাও গাওরে, হৃদয় ভরিয়ে ;
নব অনুরাগে সেই মুক্তিদাতা পরাৎপরে।
নব উৎসব মন্দিরে, সবে প্রেম ভক্তি ভরে,
প্রীতি-অঞ্জলি দেও প্রিয়তম প্রাণেশ্বরে।
আজি মহা মহোৎসবে, আনন্দ হৃদয়ে সবে,
যতনে ব্রহ্মপূজার কর আয়োজন ;
বসায়ে হৃদয়াসনে, সেই নিত্য সনাতনে,
নব নব স্তুতি হার দেও উপহার তাঁরে।
আন নব নব ভাব, নব আশা সঙ্কল্প,
ভক্তি শ্রদ্ধা অনুরাগ নব জীবন ;
গাও নব নব স্তব, পূজ সেই দেব দেব,
স্বর্গের আনন্দ আজি বহিছে সহস্র ধারে।
নর নারী ভক্তি ভরে, পূজ সেই মহেশ্বরে,
যিনি বিরাজেন আজি উৎসব-গৃহে ;
অতুল পুণ্য-কিরণ, হইতেছে বরষণ,
খোল হৃদয়ের দ্বার, বিনাশিবে অন্ধকার ॥৪৮১॥

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

হল কি আনন্দ আজি অপরূপ দরশনে।
একি শুভ সমাগম, পিতার পুণ্য ভবনে।
মিলে যত ভগ্নী ভ্রাতা, যেন ফুল্লতরুলতা,
সরলতা পবিত্রতা, খেলিছে চন্দ্র বদনে।
ভাবেতে বিবশ প্রায়, এ উহার মুখে চায়,
আত্মপর জ্ঞানহারা, ধারা দুনয়নে;
উঠেছে প্রেমলহরী, কি আনন্দ মরি মরি,
নাচিছে হৃদয় সবার, প্রাণে প্রাণ পরশনে,
সম্মুখেতে শান্তিধাম, স্বর্গরাজ্য যার নাম,
তবে আর কেন ভুলি, সংসারের প্রলোভনে;
ছাড়ি মোহ কোলাহল, চল সবে চল চল,
যার তরে এত আশা, সেই সুখ নিকেতনে ॥৪৮২॥

---

রাগ ভৈরব—তাল ঝাঁপতাল।

অনুপমমহিম পূর্ণব্রহ্ম কর ধ্যান,
নিরমল পবিত্র ঊষাকালে।

ভানু নব তাঁর সেই প্রেম মুখ ছায়া,
দেখ ঐ উদয় গিরি শুভ ভালে।
মধু সমীরণ বহিছে এই যে শুভদিনে,
তাঁর গুণ গান করি অমৃত ঢালে;
মিলিয়ে সবে যাই চল ভগবত নিকেতনে,
প্রেম উপহার লয়ে হৃদয় থালে ॥৪৮৩॥

---

রাগ ভৈরব—তাল একতালা।

[illegible] প্রভাতে আজি হয়ে সবে একতান,
এস গো ভগিনীগণ করি বিভু গুণগান।
অলঙ্ঘ্য বিধানে তাঁর, খুলিয়ে পূরব দ্বার,
প্রকাশিল প্রভাকর কিরণ করিতে দান;
হাসিছে সমগ্র দেশ, নাহি আঁধারের লেশ,
নির্জ্জীব জগৎ এবে ফিরিয়া পাইল প্রাণ।
কাননে বিহগচয়, কৃতজ্ঞ-হৃদয়ে গায়,
চরাচরে এক হয়ে ধরিয়াছে সমতান;
শুন গো ভগিনী যত, আমরাও সেইমত,
হৃদয়ের কৃতজ্ঞতা সবে তাঁরে করি দান।

বঙ্গ ভাগ্য প্রভাকর, হয়েছে নিকটতর,
ব্রহ্মোৎসবে মগ্ন আজি বঙ্গবালাগণ ;
শোক তাপ সব ভুলি, আজি গো পরাণ খুলি,
সবে মিলি ডাকি তাঁরে জুড়াই তৃষিত মন ॥৪৮৪॥

---

রাগিণী ভৈরবী—তাল ঠুংরি।

এস এস সবে, মাতি গিয়া তবে,
আসিয়াছে দিন আনন্দকর।
দেখ দেখ রবি, মনোহর ছবি,
গগনে ঢালিছে মধুর কর।
এসরে মিলিয়া, প্রেমেতে মাতিয়া,
যোড় করি তবে সবার কর ;
গাইবে সংগীত, হউক উত্থিত,
গগন ভেদিয়া সবার স্বর।
একি সঙ্গে সব, হইব নীরব,
সঙ্গীত-প্রবাহ থামিলে পর।
একটী সূতাতে, হিয়াকে হিয়াতে,
গাঁথিয়া দেখিরে কুসুম-হার ;

সমর ভীষণ, বৃথা নির্যাতন,
যাষ কি না যায়, জ্বালা তাহার।
জাগ ওরে জাগ, বাড়াইয়া রাগ,
ভাই ভগিনী গাও মহিমা তাঁর;
গাওরে গাওরে, কেহ না থেকোরে,
ছোট বড় ভেদে নীরবে আর।
দেখ কি আলোক, ভূলোক দ্যুলোক,
তরল কাঞ্চনে ভাসায়ে বয়;
নাই শোক তাপ, হিংসা দ্বেষ পাপ,
মান অভিমান দুঃখ কি ডর।
গাওরে আবার, বল বারম্বার,
জয় জয় জয় বিজয় তাঁর;
প্রেমের পাঁথারে, সকলে সাঁতারে,
চল স্বর্গে যাই হইয়া পার ॥৪৮৫॥

---

রাগিণী বিভাস—তাল আড়া।

আজ কেন চারিদিক্ হেরি মধুময়।
হেরি অপরূপ মাধুরী সুনীল গগনে,
হৃদয়ে অযুত চন্দ্রোদয়।

চন্দ্র বরষে আজ অমৃত কিরণ,
ধীরে ধীরে কতই সুধা বহে সমীরণ,
প্রভুর শুভ আগমনে, হৃদয়-কাননে,
ফুটেছে প্রীতির কুসুমচয় ॥৪৮৬॥

---

রাগিণী মিশ্র প্রভাতী—তাল যৎ।

আহা কি অপরূপ হেরি নয়নে।
মিলে বন্ধুগণে,
প্রীতি-প্রফুল্ল হৃদয়ে, ভক্তি-কমল লয়ে,
করেন অঞ্জলি-দান বিভুচরণে।
তরুণ ভানু কিরণে, প্রভাত-সমীরণে,
মেদিনী অনুরঞ্জিত নবজীবনে;
প্রকৃতি মধুর স্বরে, ব্রহ্মনাম গান করে,
আনন্দে মগন হয়ে পিতার প্রেমে।
উৎসব-মন্দিরে আজ, বিশ্বপতি ধর্ম্মরাজ,
করেন বিরাজ রাজসিংহাসনে;
মরি কি সুন্দর শোভা, পুণ্যময়ের পুণ্যপ্রভা,
কৃতার্থ হইল প্রাণ দরশনে।

স্নেহময়ী মাতা হয়ে, পুত্র কন্যাগণে লয়ে,
বসেছেন আনন্দময়ী আনন্দধামে ;
নিমন্ত্রণ করি সবে, এনেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেম-অন্ন ক্ষুধিত জনে ॥৪৮৭॥

---

রাগিণী মিশ্র প্রভাতি—তাল যৎ।

( আহা কি অপরূপ—স্থর )

ডাক আজ সথারে মধুরস্বরে।
প্রেমাঞ্জলি দাও তাঁরে ভক্তিভরে ॥
শোভিছে নবীন ভানু, নীল গগনে,
বিতরি জীবন জীবে, গাইছে তাঁরে ;
তুলি সুললিত তান, পিককুল করে গান,
মধুর ঝঙ্কারে প্রাণ মোহিত করে।
মাতি মধুর উৎসবে, ভাই ভগ্নী মিলে সবে,
গাই রসাল দয়াল নাম আনন্দভরে,
সাজাব চরণ তাঁর দিয়ে দিব্য প্রীতি-হার,
ভক্তি চন্দনে চর্চ্চিব যতন করে ॥৪৮৮॥

---

রাগিণী দেবগিরি—তাল চৌতাল।

কনক ভানু আজি সুধা বরষিছে,
সুরঞ্জিত শোভে বনরাজি গিরি নদী সিন্ধু।
তেমনি দীন-হৃদয়ে পতিতপাবন দেব,
তোমার প্রেমানন জ্যোতি মোহ বিনাশে;
আনন্দরূপ তুমি প্রাণের প্রাণ;
দেও হে শরণ দীনবন্ধু।
পাইলে তোমারে হৃদয় মাঝে, সব জগত শোভন সাজে
অমঙ্গল দূরে যায়, টুটে পাপবন্ধ।
শুভ দিন, শুভক্ষণ, শুভপল, শুভ মুহূর্ত্ত,
শুভচন্দ্র শুভনক্ষত্র কি সে আমাব,
কি সে অমৃত যোগ, উথলিলে হৃদে তব আনন্দ ॥৪৮৯॥

রাগিণী আনাইযা—তাল যৎ।

আজি কি আনন্দ হেরি, এসে আনন্দধামে।
আনন্দ হৃদয়ে সবে মত্ত বিভু নাম গানে।
সব ভ্রাতা ভগ্নীগণ, আনন্দে হয়ে মগন,
করেন অঞ্জলি দান প্রেমময়ের চরণে।

প্রেম-ভক্তি-উপহারে, পূজেন রাজরাজেশ্বরে,
এমন স্বর্গীয় ভাব দেখি নাই আর জীবনে।
জাতি বর্ণ নাহি বিচার, সকলের সমান অধিকার,
দুঃখী ধনী সবে মিলি বসেছেন একাসনে।
মোহ কোলাহল ছাড়ি, এসেছেন সব নর নারী,
পিতার চরণ ধরি পূজিতেছেন যতনে।
সেই অগতির গতি, অখিল ব্রহ্মাণ্ড-পতি,
মগ্ন হয়ে তাঁর প্রেমে, ধারা বহে নয়নে।
মৃদু বহে সমীরণ, আনন্দেতে তরুগণ,
করে চামর ব্যজন, পিতার পুণ্যধামে।
পুণ্যবতী সতীগণ, আনন্দে বিহ্বল মন,
করিছেন দরশন, ভব-ভয়-বারণে।
ধন্য সেই দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
করিছেন প্রেমদান সব সন্তানগণে ॥৪৯০॥

---

রাগিণী পঞ্চমবাহার—তাল ঝাঁপতাল।

মিলে সব বন্ধু গণে, সরল প্রফুল্ল মনে,
গাওরে আনন্দে আনন্দময়ে।

আজি মহা মহোৎসবে, বল কে নীরব রবে,
নর নারী গাও সবে, প্রেমপূর্ণ হৃদয়ে ।
আজি শুভ সুপ্রভাতে, ডাকরে হৃদয়-নাথে,
ডাকরে করুণা-নিলয়ে ;
যিনি সর্ব্বসিদ্ধিদাতা, বিশ্বপিতা বিশ্বমাতা,
জীবন কর সফল ডাকি জীবনাশ্রয়ে ।
শুভদিনে শুভক্ষণে, আজি শুভ সম্মিলনে,
শুভ-উৎসব-আলয়ে ;
নব নব বিকশিত, প্রেমচন্দন চর্চ্চিত,
ছাওরে চরণ তাঁর ভক্তিপুষ্পচয়ে ॥৪৯১॥

---

রাগিণী পঞ্চমবাহার—তাল ঝাঁপতাল ।

( মিলে, সব, বন্ধুগণে—সুর. )

হয়ে শুদ্ধ শান্ত মন, কর তাঁর নাম গান,
হৃদে বিরাজেন যিনি পুণ্যাসনে ।
সুর নর দেবগণ, বন্দে যাঁর শ্রীচরণ,
প্রেম অঞ্জলি দেও সেই বিশ্ববন্দনে ।
ভক্তিভরে আজ, কর তাঁর বন্দনা,
পূজরে প্রাণেশ্বরে ,

তাঁর শুভ আবির্ভাবে, আজ বিকশিত হবে,
প্রেমের কুসুমচয় হৃদয়-উদ্যানে।
তিনি পুণ্যের আলয়, পাপীর আশ্রয়,
অপার-করুণা-আধার;
পৃথিবী স্বর্গের শোভা, নর নারী দেবপ্রভা,
ধরে তাঁর কৃপাগুণে, পূজরে যতনে ॥৪৯২॥

---

রাগিণী পঞ্চমবাহার—তাল ধামাল।

প্রথম সমাজে আজি মহোৎসব,
গাও সবে সুমধুর তানে।
হৃদি হৃদি বিকসিত কুসুমমঞ্জরী,
উপহর প্রেমনিধানে।
লাভ কর রে চির-জীবন সম্বল
ব্রহ্মরসামৃত-পানে;
সন্তাপ-হরণ আনন্দ মুখ ছবি,
মধু বরষে মনপ্রাণে ॥ ৪৯৩॥

---

রাগিণী গৌরী—তাল কাওয়ালি।

আহা আজি পুলকে পূরিল দিক চারি।
ঝরিছে নয়নে আনন্দ-ধারা,
একি অনুপম করুণা তোমারি।
বরিষে সুধা আজি চন্দ্র তারা,
অনিল হিল্লোলে অমৃত-লহরী;
ত্রিজগত-পাতা অখিল-বিধাতা,
পূজিব চরণ আজি তোমারি ॥ ৪৯৪ ॥

রাগিণী ইমন-ভূপালী—তাল কাওয়ালি।

একি এ সুন্দর শোভা, কি মুখ হেরি এ।
আজি মোর ঘরে আইল হৃদয়-নাথ।
প্রেম-উৎস উথলিল আজি,
বলহে প্রেমময় হৃদয়ের স্বামী,
কি ধন তোমারে দিব উপহার?
হৃদয় প্রাণ লহ তুমি, কি বলিব,
যাহা কিছু আছে মম,
সকলি লও হে নাথ ॥ ৪৯৫ ॥

রাগিণী খাম্বাজ—তাল সুরফাকতাল।

আজি বিশ্বজন গাইছে মধুর স্বরে,
সনাতন দুঃখহরণ বিশ্বম্ভর অনন্তে আনন্দ-ভরে।
পূর্ণ গগন অনাদি নাদ আলাপ করে,
গাইছে জলদল জলধির গভীরে,
বিশ্বনাথ অমর সেবিত, অনুপম জ্যোতিতে
বিরাজে ॥ ৪৯৬ ॥

---

রাগিণী জয়জয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

( আহা আর কোথা যাব —সুর )

ভক্ত সমাজ আজি বন্দে তোমারে।
আজি মহোৎসবে অনুরাগ-ভরে।
তব প্রেম প্রস্রবণ, খুলেছে স্বর্গেতে আজি,
ভূতলে প্রবাহিত সহস্র ধারে।
মধুময় আজি বিশ্বভুবন,
মধুর প্রবাহ বহে সবার অন্তরে;
পুণ্য আলোক তব হৃদে হৃদে আজি,
উজলি বিনাশে পাপ-অঁধারে ॥৪৯৭॥

রাগিণী বসন্ত বাহার—তাল ঢিমে তেতালা।

কেমন করে তোমায় ছেড়ে থাকি আমি বল।
তোমা হেন সখা কে আর, কে আর আছে বল বল।
বহু দিন ভগ্ন ঘরে, বাস করেছি অনাহারে,
কৃপা করি যদি দেখা দিলে দয়াময়;
চরণ ধরে সকাতরে বলি হে তোমায়,
এবার যেন জন্মের মত নিবারি হে চক্ষের জল।
কত দিন কতক্ষণে, ভাবিয়াছি সংগোপনে,
শুভক্ষণে দরশনে জুড়াব জীবন;
অকিঞ্চনে কত দয়া দেখিব কেমন;
পূরাইলে সকল আশা প্রদানিলে কত ফল।
উৎসবেতে পাপি-সনে, বসিলে হে একাসনে,
দেখাইলে কত ব্যাপার নয়নে নয়নে;
প্রাণান্তে সে সব যেন কভু ভুলিনে;
এবার যেন নব বর্ষে সকল আশা হয় সফল ॥৪৯৮॥

---

এস গো ভগ্নি সবে মিলি,
ডাকি আজি সেই প্রাণেশ্বরে।

বাজিছে শুন আনন্দ ভেরী
ডাকিছেন পিতা আমাদেরে ॥
লও প্রীতি-পুষ্প করে করি,
দেও তাঁহার চরণ-তলে ॥
যাঁহার অজস্র করুণা-বলে,
কুসংস্কার-পাশ ছিঁড়িয়া সকলে,
দেখিতেছি তাঁর রূপ-মাধুরী,
মূর্ত্তিহীন হৃদয়-রঞ্জনে ॥
যাঁহার প্রসাদে এ সুখ সম্ভোগে,
অধিকারী মোরা হইয়াছি সবে,
দেও ঢালি হৃদে সে প্রেম-নীরে,
যাইবে নিশ্চিন্তে স্বর্গধামে ।৪৯৯ ॥

---

কি দেখিলাম আজি আবার দেখি দেখি,
এমন অপরূপ দেখি নাই কখন।
শুনি অবলার ক্রন্দনধ্বনি,
প্রেমময় বুঝি দিলেন দরশন।

চল সবে খুলি হৃদয়ের দ্বার,
বসাইয়া তাঁরে দি উপহার,
ভক্তিকুসুম প্রীতি আদি,
যত হৃদয়ের সব অমূল্য রতন ॥
এমন দিন হবে না গো আর,
সম্বৎসর পরে পেলেম সাক্ষাৎকার,
লুটাও চরণে মস্তক সবাকার,
যদি চাও তাঁর কার্য্যে কাটাতে জীবন।
ঐ শুন ভগ্নি শুন মধুরস্বর,
'অভয় অভয়' বলি ডাকেন প্রাণেশ্বর,
'দিব আজি তোরা চাস যে সকল,
স্বাধীনতা বিদ্যা মুক্তি মহাধন' ॥৫০০॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

ধন্য ধন্য ধন্য আজি দিন আনন্দকারী।
সবে মিলে তব সত্যধর্ম্ম ভারতে প্রচারি।
হৃদয়ে হৃদয়ে তোমারি ধাম,

দিশি দিশি তব পুণ্য নাম,
ভক্তজন সমাজ আজি স্তুতি করে তোমারি।
নাহি চাহি ধন জন মান,
নাহি প্রভু অন্য কাম,
প্রার্থনা করে তোমারে আকুল নরনারী।
তব পদে প্রভু লইনু শরণ,
কি ভয় বিপদে কি ভয় মরণ,
অমৃতের খনি পাইনু যখন, জয় জয় তোমারি।৫০১।

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

গৃহে ফিরে যেতে মন চাহে না যে আর।
ইচ্ছা হয় ঐ চরণতলে পড়ে থাকি অনিবার।
কোথায় শুনিব আর, এমন মধুর নাম;
কোথায় পাইব আর, এমন আনন্দধাম।
সংসারের প্রলোভন, স্মরণ হইলে প্রাণ
ভয়েতে আকুল নাথ হয় যে আবার;
রাখ ক্রীতদাস করে, একেবারে এ পাপীরে,
নিয়ত ব্রহ্ম উৎসব কর হৃদয়ে আমার।

এনেছিলে সমাদরে, সবে নিমন্ত্রণ করে,
অপার আনন্দ শান্তি করিলে বিস্তার ;
বরষিলে অবিশ্রান্ত, পবিত্র চরণামৃত,
পাইল জীবন কত সন্তান তোমার ॥৫০২॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

আশীর্ব্বাদ কর বিভু, আজি সম্বৎসর তরে,
মিলি যেন সবে হেথা পুনঃ এক বর্ষ পরে।
দুঃখিনী কন্যারা সবে, তোমার এ সুখোৎসবে,
একত্রিত হয়েছিনু তব পবিত্র মন্দিরে।
দয়াময় তুমি পিতা, শুনালে মুক্তির কথা,
নির্ব্বিশেষে সত্য রত্ন নিতে সব নারীনরে ;
ঘুচালে দুর্গতি কত, দেখালে ত্রাণের পথ,
করি পিতঃ প্রণিপাত, তাই কৃতজ্ঞ অন্তরে।
এখনি বিনীত ভাবে, প্রার্থনা করিছে সবে,
দুর্দ্দিনেতে নব বল দিও মোদের অন্তরে ;
আগত ভগিনীগণে, যেন হে স্নেহ-বন্ধনে,
আজি হতে পরস্পর বদ্ধ হই চিরতরে।

ঘোরতর অত্যাচারে, অজ্ঞানতা অন্ধকারে,
আজও বদ্ধ কত নারী অবরোধ কারাগারে;
আজি তাঁহাদের তরে, ভাসিয়া নয়নাসারে,
চাই ভিক্ষা, তুমি কৃপা কর তাদের উপরে।
আগামী বৎসরে যেন, পুনঃ সব ভগ্নীগণ,
দ্বিগুণ উৎসাহে মিলি, আসিহে তোমার দ্বারে;
দূর কর রোগশোক, ভারত পবিত্র হোক,
তব ধর্ম্ম প্রচারিত হোক ত্বরা ঘরে ঘরে ॥ ৫০৩ ॥

---

রাগিণী শঙ্করা—তাল আড়াঠেকা।

আজি আমাদের মহোৎসব।
আজ আনন্দের সীমা কি।
সব সুহৃদে মিলে ডাকি সখারে;
আজ আনন্দের সীমা কি ॥৫০৪॥

---

রাগিণী শঙ্করাভরণ—তাল চৌতাল।

আনন্দধারা প্রবাহে কিবা আজি।
হৃদাকাশ মাঝে শত চন্দ্রমা বিরাজে।

দেখ রে হৃদে অনুপম ভাব সুন্দর মধুময়,
একদৃষ্টে আত্মার পানে মাতা হয়ে অবনত,
আছেন প্রেমভাবে তাকায়ে,শূন্য পূর্ণ আজি ॥৫০৫॥

---

রাগিণী সোহিনী বাহার—তাল কাওয়ালি।

আজি হরষ সমীর বহে প্রাণে; ( একি )
প্রেম-কুসুম ফুটে হৃদি কাননে।
ভগবত মঙ্গল কিরণে,
উজল জগত শত বরণে;
নাথ নাথ বলি, প্রাণ মন খুলি,
গায় সবে একতানে,
পূরে দিশি দিশি আনন্দগানে ॥৫০৬॥

---

মধ্যাহ্নোৎসব।

রাগিণী কাফি সিন্ধু—তাল আড়াঠেকা।

মধ্যাহ্নে কি মহোৎসব হতেছে ধরায়।
দেখ জ্ঞান-আঁখি মেলি নর নারী সমুদায়।

খুলি সদাব্রত-দ্বার, দিতেছেন বিশ্বাধার,
ধর্ম্মজ্ঞান অন্নপান, সকলি সবায়।
ব্যাকুলিত যোগীজন, বিষয়ী বিদ্যার্থীগণ,
লভিয়ে বাঞ্ছিত ধন, তাঁরি যশঃ গায়।
অধ্যাপক বিদ্যালয়ে, আচার্য্য প্রশান্ত হয়ে,
প্রচারে ধর্ম্ম-মন্দিরে, তাঁর মহিমায়।
কৃষী শিল্পী নানা যত্নে, আনিয়ে বিবিধ রত্নে,
দেখাইছে পণ্য শালে, তাঁহার কৃপায়।
বন উপবন সবে, ধ্বনিত আনন্দ-রবে,
মধুময় জল-স্থল, আনন্দ-ধারায়।
কেহ নিরানন্দ নহে, যথা তথা যেবা রহে,
আনন্দে আনন্দ-ধামে, ডাকিছে তাঁহায় ॥৫০৭॥

---

## নব বর্ষ।

রাগিণী ভৈরবী—তাল মধ্যমান।

মন সাধে আজি নাথ পূজিব তব চরণে।
শুভ নব বর্ষারম্ভে, মিলে সব বন্ধুগণে॥

সম্বৎসর কাছে ছিলে, কত সুখ শান্তি দিলে,
দুখ-অশ্রু মুছাইলে, নিরুপম কৃপাগুণে ॥
"জীবন প্রবাহ হায়, কাল সিন্ধু পানে ধায়,"
তব পদ তরি বিনা অকূলে বাঁচি কেমনে ॥
দূর হ'য়ে চিন্তা ভয়, দূর হ'বে পাপচয়,
এস নাথ শুভ দিনে দুখীর হৃদয়াসনে ॥৫০৮॥

---

রাগিণী ভূপালী—তাল কাওয়ালি।

সবে নবীন প্রেম বসন পরিয়ে,
প্রণমিহ দেব দেব মহারাজ রাজ আজি,
পরম ভক্তিযোগে তাঁর গুণ গাইয়ে।
নবসূর্য্য নবচন্দ্র তারা আজি,
নবতরু পল্লব নব ভাবে সাজি,
গাইছে নব প্রেমাকুলে সে।
গাও গাও সবে গাও আজি নব হৃদয়ে,
প্রাণ-মোহন চরিত প্রাণ ভরিয়ে ॥[illegible]॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল আড়াঠেকা।

( কেন হে বিলম্ব—সুর )

বহিছে জীবন স্রোত কাল-স্রোতে নিরন্তর।
কিন্তু কোথা যাইতেছ ভেবে দেখ একবার।
দেখ হে গণনা করে, আসিয়াছ কত দূরে,
এক স্থানে আছ কিম্বা হইতেছ অগ্রসর।
ক্রমে দেহ হল জীর্ণ, বল বুদ্ধি অবসন্ন,
নিকটে শেষের দিন অতি ভয়ঙ্কর ;
এইত বৎসর গেল, করিলে কি সম্বল,
এরূপে বিদায় বল, দিবে কত সম্বৎসর।
নববর্ষ সমাগমে, উঠ হে নব উদ্যমে,
প্রেমভক্ত হৃদয়ে সদা কর বৈরাগ্য সাধন ;
হইবে পুণ্যসঞ্চয়, থাকিবে না কালভয়,
ব্রহ্মবরে চিরকাল হয়ে রহিবে অমর।।৫১০॥

---

বর্ষ শেষ।

রাগিণী বাগশ্রী—তাল আড়াঠেকা।

অনন্তকাল-সাগরে সম্বৎসর হল লীন।
নববর্ষ সমাগত করিতে জীবে শাসন।

থাক হে প্রস্তুত হবে, পথের সম্বল লয়ে,
কখন ত্যজিতে হবে, এ ভব পান্থ-ভবন।
মাস ঋতু সম্বৎসব, জরা মৃত্যুর অধিকার,
নাহিক যথায়, চল তথায় করি গমন;
মিলিয়ে অনন্ত যোগে, ভজ নিত্য অনুরাগে,
কাল-ভয়-নিবারণে হৃদি মাঝে অনুক্ষণ ॥৫১১॥

---

মন্দিব প্রতিষ্ঠা।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

ভ্রাতা ভগ্নী সবে মিলি চল যাই পিতার ভবনে।
সুপ্রভাত হল আজ শুভ দিনে শুভক্ষণে॥
ঐ দেখ দয়াময়, যিনি সবার আশ্রয়,
করিছেন আশীর্ব্বাদ সব পুত্র কন্যাগণে।
প্রবেশিয়ে নব গৃহে, নব অনুবাগোৎসাহে,
নবভাবে কর্‌ব আজি মহিমা কীর্ত্তন;
করে ব্রহ্ম জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে গগন মেদিনী,
এস সব ভাই ভগিনী, পড়িগে তাঁর শ্রীচরণে।

প্রেমময় পিতা আজি এসেছেন মহোৎসবে,
বিতরিতে প্রেমামৃত ক্ষুধিত মানব সবে ;
ক্ষুধিত আছ যে যেখানে, এস আজ আনন্দ মনে,
পূর্ণ হবে মনের আশা প্রেমময়ের দরশনে ॥৫১২॥

---

রাগিণী মল্লার– তাল আড়াঠেকা।

(কেন হে বিলম্ব—সুর)

এস এস এস আজি শুভ দিনে শুভক্ষণে।
সত্যের প্রতিষ্ঠা করি, মিলে ভ্রাতা ভগ্নীগণে।
আর কি বিলম্ব সয়, হেরিতে সে পুণ্যালয়,
পূজিব যেখানে সব, নিত্য সত্য সনাতনে।
হইবে সত্যের জয়, ইথে আর কি সংশয়,
তবে আর কেন ভয়, চাহি আপনার পানে,
পঙ্গুতে লঙ্ঘয় গিরি, এই মহাবাক্য স্মরি,
সাহসে নির্ভর করি, এস সবে প্রাণপণে।
শীঘ্র কর আয়োজন, সঁপি দেহ প্রাণ মন,
বিদ্যা বুদ্ধি জ্ঞান ধন, শুভ সঙ্কল্প সাধনে ;

পরব্রহ্ম নাম স্মরি, বিশ্বাস পত্তন করি,
পবিত্র ব্রহ্মমন্দির উঠাও হে উঠাও গগনে।
ঐ পুণ্য নিকেতনে, দেখিব প্রেম নয়নে,
সংসারে স্বর্গের শোভা, বড় আশা আছে মনে ;
এস তবে এস ভাই, বিলম্বেতে কায নাই,
শুভ আশীর্ব্বাদ চাই, দীননাথের শ্রীচরণে ॥৫১৩॥

---

দীক্ষা।

রাগিণী সাহানা মিশ্র—তাল যৎ।

( কেমনে বলিবি রে মন—স্থর )

একটী সন্তান পিতা জীবন মন তোমার,
চির দিন তরে আজি সঁপিছে তোমারি পায়।
রেখ নাথ রেখ দাসে, সতত চরণ-পাশে,
সম্পদে বিপদে রেখ, তব চরণ-ছায়ায়।
বিপদ পরীক্ষা কালে, স্নেহভরে রেখ কোলে,
প্রেম মুখ প্রকাশিয়ে, এ দাসে করো নির্ভর।
দেহ নাথ দেহ বল, তব কৃপাহি সম্বল,
তোমা বিনে এসংসারে, দুর্ব্বলের আর কে সহায়।

যদি নাথ দয়া করে, আনিলে তোমার ঘরে,
বাঁধ তবে প্রেমডোরে প্রাণ মন তব পায় ॥৫১৪॥

---

জাতীয় সংগীত।

রাগিণী ভৈরবী—তাল কওয়ালি।

চেয়ে দেখ দীনবন্ধু ভারত রমণী পানে।
কে দেখে তাদের দশা দীননাথ তোমা বিনে।
অজ্ঞান আঁধারে তারা, হয়ে আছে পথহারা,
হইয়ে গো শান্তিহারা ভ্রমিছে ভব-কাননে।
কোমল কুসুম সম, প্রাণের ভগিনী মম,
অবরোধ-কারা মাঝে, বিষাদে কাটে জীবন;
সমাজ চরণ তলে, তাদেরে সতত দলে,
রাখ হে রাখহে প্রভু দুখিনী রমণীগণে।
বিধবা-নয়নাসার, ঝরিতেছে অনিবার,
ভাসায়ে ভারত-হৃদি, দেখিয়ে বাঁচি কেমনে;
তোমা বিনে কে গো বল, মুছাইয়ে আঁখিজল,
উদ্ধারিবে দুখিনীরে, জুড়াবে তাপিত প্রাণে ॥৫১৫॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

( এবার সেই ভাবে দিতে হবে—সুর )

প্রভু এই তব পদে করি নিবেদন,
কাঁদে যেন আমার মন,
ভারত যত দিন পরাধীন।
জননী যে মৃতপ্রায়, এবে ধরণী লুটায়,
লোকে তাঁরে মৃত সাজে, দেখি যে সাজায়;
এ দেখে বল কি করে, হাঁসি খেলি এ সংসারে,
কাঁদাও কাঁদাও মোরে, কাঁদুক ভ্রাতা ভগ্নীগণ।
যতদিন বেঁচে রব, চক্ষের জল ফেলিব,
মরণ সময়ে এই বলিয়ে যাব ;—
কে কোথায় আছ আমার, রাখবে এই শেষ ভার,
কাঁদিতে রহ জীবনে কেঁদেছি আমি যেমন ॥১১৬॥

---

রাগিণী পাহাড়ী—তাল আড়াঠেকা।

( কি আর জানাব—সুর )

জগত জীবন তুমি ভারত-ভূষণ।
কবে নর নারী সবে পূজিবে তব চরণ।

চারি দিকে হাহাকার, পাপতাপ অনিবার,
ভারত সন্তান কাঁদে হয়ে পরাধীন ॥
ধর্ম্ম বল দাও অন্তরে, জেগে উঠুক নারী নরে,
জয়ব্রহ্ম বলে সবে, হইবে স্বাধীন ॥৫১৭॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট খাম্বাজ—তাল ঠুংরি।

(এত দয়া পিতা তোমার—সুর)

তব পদে লই শরণ,
প্রার্থনা কর গ্রহণ।
আর্য্যদের প্রিয় ভূমি, সাধের ভারত ভূমি,
অবসন্ন আছে অচেতন হে ;
একবার দয়া করি, তোল করে ধরি,
দুর্দ্দশা-আঁধার তার কর হে মোচন।
কোটি কোটি নরনারী, ফেলিছে নয়নবারি,
অন্তর্যামি জানিছ সে সব হে ;
তাই প্রাণ কাঁদে, ক্ষম অপরাধে,
অসাড় শরীরে পুনঃ দেও হে চেতন।

কত জাতি ছিল হীন, অচেতন পরাধীন,
কৃপা করি আনিলে সুদিন হে ;
সেই কৃপা গুণে, দেখি শুভক্ষণে,
সাধের ভারতে পুন আন হে জীবন ॥৫১৮॥

---

প্রেম পরিবার।

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

( এবার সেই ভাবে—সুর )

পিতা এই কি হে সেই শান্তি-নিকেতন ;
যার তরে, আশা করে,
আমরা করি এত আয়োজন।
দেখে যার পূর্ব্বাভাস, মনেতে বাড়ে উল্লাস,
বাক্যেতে না হয় প্রকাশ, বিচিত্র শোভন ;
নরনারী সবে মিলে, ভাসে প্রেম-অশ্রু-জলে
ডাকে তোমায় পিতা বলে, আনন্দে হয়ে মগন।
তব পুত্র কন্যাগণে, পবিত্র ভাবে যেখানে,
প্রেম পরিবারের সুখ করে আস্বাদন ;

সেই ত স্বর্গের শোভা, ভক্ত-জন-মনোলোভা,
ভূমণ্ডল মাঝে যাহা, দেখে নাই কেহ কখন ॥৫১৯॥

---

স্বামী স্ত্রীর প্রার্থনা।

রাগিণী দেশ মল্লার—তাল ঝাঁপতাল।

( হে গুরু কল্পতরু—সুর )

প্রভু যেন কভু সংসারে মজিয়ে তোমায় ভুলিনে।
চিরদিন সঙ্গী হয়ে থেক জীবনে।
তব দয়া কি বলিব, কি রূপে উপমা দিব,
দেখালে কত যে কৃপা বাঁধি দুজনে।
শুভ ইচ্ছা সাধিবারে, বাঁধিলে হে এ প্রকারে,
চিরদিন বেঁধে রাখ এই বন্ধনে।
প্রণয়ে প্রাণ জুড়াবে, সুখ-ইচ্ছা দূরে যাবে,
আপনা পাসরি সুখী হব সেবনে।
তব দাস দাসী হব, সাধু কাযে সদা রব,
উভয়েরি এই ভিক্ষা তব চরণে ॥৫২০॥

---

অন্তিম কাল।

রাগিণী বিভাস—তাল একতালা।

ওহে দয়াসিন্ধু, চরমকালের বন্ধু,
দেখা দাও একবার অন্তিমকালে।
এ ঘোর শ্মশানে, নাথ তোমা বিনে,
কে দিবে অভয় লয়ে নিজ কোলে।
বিষম ব্যাধিতে হল দেহ ক্ষয়,
যন্ত্রণায় কাতর জীবন সংশয়,
ভয়ে প্রাণ কাঁপে, দহে মনস্তাপে,
(দেখা দাও হে) ডাকি কাতরে পড়ে ভবনদীর কূলে।
করিয়াছি কত অপরাধ ঐ পদে,
মত্ত হয়ে পাপ অহঙ্কার মদে,
এখন আর উপায়, নাহি দয়াময় (ক্ষমাকরহে)
লয়ে যাও সঙ্গে হাতে ধরে পরকালে ॥ ৫২১ ॥

রাগিণী আলাইয়া—তাল একতালা।

সেই দিনে হে আমায়, দীনবন্ধু,
দিও ঐ অভয় চরণ।

সেই বিপদ সময়, দেখো দয়াময়,
যেন অন্ধকার না দেখে নয়ন।
কি জানি কখন, আসিবে শমন,
আগে নিবেদন করে রাখিলাম;
যেন দেখে ও চরণ, হয় বিসর্জ্জন,
এ মহাপাপীর জলন্ত জীবন॥ ৫২২॥

---

কীর্ত্তনভাঙ্গ সুর—তাল একতালা।

দয়াময়, একবার এ সময়ে,
দাঁড়াও হে দেখি নয়নে।
আমার ভবের খেলা, সকলি ফুরাল,
এখন স্থান দাও প্রভু তব চরণে।
দেখে পাপের তরঙ্গ, বাড়িছে আতঙ্গ,
তাই ভয় পেয়ে প্রভু ডাকি সঘনে;
আমায় দাও হে চরণ তরী, ও ভব-কাণ্ডারী,
নতুবা হে ডুবি এ পাপ-তুফানে॥ ৫২৩॥

---

## বালক বালিকার সঙ্গীত।

রাগিণী ললিত—তাল পঞ্চম সোয়ারি।

( তুমি জ্যোতির জ্যোতি—সুর )

আয় আয় ভাই, সবে মিলে যাই।
পিতার চরণতলে, আমরাও লুটাই।
বালক বালিকা বলে, থাকিব না তাঁরে ভুলে,
আমাদের ক্ষীণ স্বরে ডাকিব তাঁহায়।
প্রাতঃ সূর্য্য প্রকাশিল, আনন্দে জগৎ মাতিল,
বিহঙ্গ কুল উড়িল গাইতে বিভুর জয়।
আমরাও পিতা বলে, ডাকি আজ কুতূহলে,
সুমতি দাও সকলে কৃপা করে কৃপাময় ॥৫২৩॥

---

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

( জয় ভবকারণ—সুর )

ভাই ভগিনী মিলে, যাব সারি সারি চলে,
তব সিংহাসন তলে হে। ( আজি )
যাব সবে হাত ধরে, গাইব আনন্দ ভরে,
দয়াময় তব গুণ গান হে।

জানি না হে কেমনে, পূজিব ও চরণে,
কৃপা করে সুমতি দাও হে।
পিতা মাতা গুরুজন, করেন কত যতন,
আমাদের মঙ্গল তরে হে।
তাঁহাদের প্রাণে যেন, ব্যথা না দি কখন,
কুপথ আশ্রয় করে হে।
যত দিন বেঁচে রব, সাধু কাযে মিলিব,
তোমার চরণ তলে হে ॥ ৫২৫ ॥

---

রাগিণী আলাইয়া—তাল যৎ।

( সাধে তোমায় দয়াময়—স্বর )

আজ মনের সাধে প্রাণ ভরে ডাক্‌ব দয়াময়।
যেন জনম দিনের ফল জীবনেতে রয়।
যেন কুভাব না মনে আনি, কুকথা না কানে শুনি,
মন্দ বালক যথা যাবনা তথায়।
পিতা মাতা গুরু জন, করেন কত যতন,
তাঁদের চরণে যেন ভক্তি সদা রয়।

তুমি ভাল বাস বলে, ভাল বাসেন সকলে,
আমি যেন শিখি ভালবাসিতে তোমায় ॥ ৫২৬।

---

রাগিণী ঝিঁঝিট— তাল একতালা।

( ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর )

জয় জয় জগদীশ জগতের আদি কারণ।
তোমার কৃপার বলে, হে পিতা সংসার চলে,
তোমারি স্নেহের কোলে, আছে বিশ্ব ভুবন।
তোমারি কৃপা বিধানে, অমৃত জননী স্তনে,
মায়ের কোমল প্রাণে দিলে স্নেহ রতন।
তব কৃপা অবতরি, পিতার হৃদয়োপরি,
যতন আকার ধরি, করিতেছে পালন।
ভাই ভগ্নী কর যুড়ি, বিনয়ে প্রার্থনা করি,
সতত সুমতি দি রেখহে চিরদিন।
তব দাস দাসী হব, সাধু কার্য্যে সদা রব,
তোমার পথে চলিব এই মনে আকিঞ্চন ॥৫২৭॥

---

## অনুষ্ঠান-সঙ্গীত।

### জাতকর্ম্ম ও নামকরণ।

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

হে দয়াময় তব তুলনা কি মিলে।
সৃজিলে শিশুরে তুমি বসিয়া বিরলে।
গর্ভে শিশু ছিল যখন, করিলে তারে পালন,
সঙ্কীর্ণ জরায়ু মাঝে নির্ব্বিঘ্নে রাখিলে;
হে মাতঃ বিশ্বজননী, প্রসব কালে ধাত্রী তুমি,
পাতিয়ে কোমল কোল শিশুরে লইলে।
করিতে তারে পালন, কত তব আকিঞ্চন,
পিতা মাতার মনে তুমি স্নেহ-রস দিলে;
আজীবন তুমি পাতা, তুমি ধর্ম্ম-পথে নেতা,
এ সব করুণা মোরা রহিব কি ভুলে॥ ২৮॥

---

রাগিণী ললিত—তাল আড়া।

ওহে প্রভু দয়াময় তোমার কৃপায়।
রক্ষিত হইল শিশু জরায় শয্যায়।

তব পদে বারম্বার, করি আজি নমস্কার,
অর্পণ করিনু বিভু; এ শিশু তোমায়।
প্রভাত কুসুম সম, নিরমল নিরুপম,
স্নেহের কলিকা এই সরল হৃদয়;
এই ভিক্ষা আমি তাই, মাগি আজি তব ঠাঁই,
সুমতি করহ এরে, হইয়া সদয় ॥৫২৯॥

---

রাগিণী পরজ বাহার—তাল কাওয়ালি।

কি বলিয়ে ডাকিব তোমারে, বল তাই।
পিতা হয়ে পালিতেছ,
কখন জননীরূপে দেখিবারে পাই।
অসহায় শিশু যবে জননীর কোলে,
আধ আধ মা মা বলে স্তন করে পান;
আমি তখনই তাহার মূলে, নিরখি তোমায়,
অমনি মা বলে ডাকি কেহ না শিখায়।
শুধু জীবের জীবন বাঁচাবারি তরে,
ঢেকেছে বসুধা-দেহ কত উপচারে;

তোমার এমন স্নেহ-পালন-রীতি হেরি হে যখন,
ইচ্ছা হয় পিতা বলি সম্বোধি তোমায় ॥৫৩০॥

---

রাগিণী খাম্বাজ ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

( লক্ষ্ণৌ ঠুংরি )

আহা কি সুন্দর শোভা তরুণ জীবনে।
বাল ইন্দু সম বৃদ্ধি পায় দিনে দিনে।
নবীন কোরক সম যে বদন নিরুপম,
বিকাশিবে ক্রমে তাহা অতুল ভূষণে।
এ চারু রূপের ভরা, যে মহাশিল্পীর গড়া,
বাখানি নৈপুণ্য তাঁর, মিলে না তুলনে।
সাজায়েছ নাথ! যারে, বাল্যরূপে কৃপা করে,
সাজাইও হৃদয় তার এমন যতনে।
এ রূপের অনুরূপ, সুন্দর প্রকৃতি হোক্,
অক্ষত শরীরে রেখো পবিত্র জীবনে ॥৫৩১॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়া।

এ গৃহ উদ্যানে নাথ। পুনঃ তোমারি নিদেশে,
ফুটিল নব কুসুম, সুনব রঞ্জিত বেশে।
আজ যে শয্যায় শোয়া, সম্বল ক্রন্দন "ওঁয়া"
চলিবে বলিবে ক্রমে তোমারই শুভ আশীষে।
এ কোমল কলেবর, হবে পুষ্ট দৃঢ়তর,
কত আশা কত চিন্তা কালে উদিবে মানসে।
পৌরুষ প্রধান ধীর, ধর্ম্ম-যুদ্ধ করো বীর,
দেশের কল্যাণে প্রাণ যেন উৎসর্গে হরষে।
অশান্তির অশ্রুজল, এ কোমল গণ্ডস্থল,
ভাসায় না যেন আর, পূর্ণ করো অভিলাষে ॥৫৩২

---

রাগিণী খাম্বাজ—তাল খেম্‌টা।

অধরে ফুটেছে হাসি, হাসি নয়নের কোণে;
ভরেছে মধুর হাসি সমগ্র বদনে।
ওরে শিশু হাস হাস, বল রে মধুর ভাষ,
মা—মা, বা—বা, আধ আধ বচনে।

কি অমৃত এই হাসে, দগ্ধ প্রাণে ফিরে এসে,
সস্নেহে আগুলে কোলে একটী চুম্বনে।
কার না জুড়ায় প্রাণ, তৃষিতে অমৃত দান,
কে শিখাল এই ব্রত সুকুমার শিশুগণে
ওরে শিশু বল বল, কে শিখাল এ কৌশল,
বাঁধিস্ উদাস প্রাণ স্নেহ-বন্ধনে কেমনে।
হাস শিশু দুলে দুলে, মায়ের পবিত্র কোলে,
এমন নির্ভয় স্থান আর পাবি না ভুবনে।
মাতৃ অঙ্কে যার স্থান, সে না আর হাসিবে কেন,
এ সৌভাগ্য থাকে যেন, তব অনন্ত জীবনে।
ঈশ্বরে করিয়া ভর, কর্ম্মক্ষেত্রে অগ্রসর
হয়ো, শুভ পথে থেকো রত দেশের কল্যাণে ॥৫৩৩॥

---

কীর্ত্তন।

দীন দয়াল ও করুণা-সাগর এমন কেবা আছে।
তুমি মনোবাঞ্ছা-কল্পতরু, এমন কেবা আছে।
শিশু ঘুমালে হে! হৃদয়বিহারী,
তুমি আপনি কর চৌকিদারী।

( দিবা নিশি জেগে থাক হে ) ( চৈতন্যরূপে )
প্রভু না হতে ভূমিষ্ঠ দেহ,
তুমি দিয়েছ অপত্য-স্নেহ। (পিতা মাতার মনে )
শিশুর কোমল দেহ পোষণের জন্যে,
দুগ্ধ দিয়েছ জননীর স্তনে।
(কণ্ঠ শুকাবে বলে হে—শিশুর কোমল কণ্ঠ) ॥১৩৪॥

---

উদ্বাহ-সঙ্গীত।

রাগিণী বারোঁয়া—তাল ঠুংরি।

( কর সদা দয়াময়—সুর )

আজ কি আনন্দ অপার, ভাসিছে মনে সবার।
আশীষ কর হে মাতঃ নবদম্পতী তোমার।
মঙ্গলেরি উৎস তুমি, করুণার প্রস্রবণ,
সিদ্ধিদাতা মুক্তি-দাতা, তুমি হে সবার।
ডাকি তোমায় করযোড়ে, সবাকারে সমস্বরে,
দেও নাথ পদছায়া প্রসাদ তোমার ॥১৩৫॥

---

রাগিণী বারোঁয়া – তাল ঠুংরি।

( ঐ সুর )

আজ মনে আনন্দ অপার।
আনন্দে আনন্দময়ে ডাক একবার।
আজি ভাই ভগ্নী মিলি, ডাকি সবে প্রাণ খুলি,
মনের হরষে পূজি চরণ তাঁহার।
পবিত্র প্রীতিবন্ধনে, বাঁধিয়ে আজি দুজনে,
করহে করুণানিধি, করুণা বিস্তার।৫৩৬॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল ঠুংরি।

( গাওরে জগপতি—সুর )

আজি এ শুভদিনে সব বান্ধবে,
ডাকি হে প্রাণ খুলে সে দেব-দেবে।
আশার কুসুম আজি দেখ হে ফুটিল;
প্রণয়ে প্রণয় ধারা আসিয়া মিশিল।
লই হে আজি বন্ধি প্রণয়ী দুজনে,
শুভ পরিণয় পাশে বাঁধি হে যতনে;

যাচি সবে মিলি প্রসাদ তাঁহারি,
বিরচে প্রেম লীলা করুণা যাঁহারি ॥ ১৩৭॥

রাগিণী খাম্বাজ জলা—তাল ঠুংরি।
( লাক্ষ্মৌ ঠুংরি )

প্রণয়শৃঙ্খলে প্রভু বাঁধিয়ে দুজনে,
তব দাস দাসী করে রেখহে চরণে।
যতনে প্রণয়ে, পুষিয়ে হৃদয়ে,
আজি যে ঢালিছে প্রভু জীবনে জীবনে।
হে নাথ তোমারি, রচনা কৃপারি,
বিরচিছ প্রেমলীলা ভূমিত ভুবনে;
তোমারি বিধানে, পরাণে পরাণে,
বাঁধিল মিশিল আজি মোহিয়ে নয়নে।
দাঁড়ায়ে দুয়ারে, ডাকেহে তোমারে,
এখনি ফেলিবে পদ সংসার ভবনে;
প্রভু কৃপা করি, আশীস্ বিতরি,
দেওহে অভয়দাতা অভয় দুজনে ॥ ১৩৮ ॥

রাগিণী খাম্বাজ জংলা—তাল ঠুংরি।

(লক্ষ্ণৌ ঠুংরি)

প্রভু মঙ্গল শান্তি সুধাময় হে,
ভব সেতু মহামহিমালয় হে।
জয় বিঘ্নবিনাশন পাবন হে,
জয় পূর্ণ পবিত্র কৃপাঘন হে।
জয় পুণ্য নিধে গুণসাগর হে
আজি এ জনে করুণা কর হে ॥৫৩৯॥

---

রাগিণী বারোঁ মুলতানী—তাল কাওয়ালি।

কিবা সুখ রজনী, সব সাধ পূরিল,
সুখনীরে ভাসে মন,
সবে মিলি গাও, মঙ্গল সঙ্গীত,
গিলিল প্রণয়ী দুজন।
সুধাকর সনে, হাসে বসা যামিনী,
বিকাশি কুসুম দশন;
ফুল্ল ফুল সম, প্রণয়ী হৃদয়,
হাসে হইলে মিলন।

এই প্রণয় যেন, থাকে চিরদিন,
নব জাত কুসুম মতন ;
প্রণয় নিদর্শন, কুসুমেরি দামে,
করযুগ কর বন্ধন।
পিতা দয়াময়, হইয়ে সদয়,
শুভাশীষ্ কর দান।
পবিত্র প্রণয় বলে, সদা যেন ধায়,
তব পদে দোঁহার মন॥ ৫৪০।

---

রাগিণী জযজয়ন্তী—তাল ঝাঁপতাল।

(আহা আর কোথা যাব—সুর)

আজি এ সন্তান দুটী মিলিছে তোমার ;
শিখাও প্রেমের শিক্ষা খোল হে দুয়ার।
যে প্রেম সুখেতে প্রভু, পঙ্কিল না হয় কভু,
যে প্রেম দুখেতে ধরে মঙ্গল আকার ;
যে প্রেম সমান ভাবে রবে চির দিন ;
নিমেষে নিমেষে যাহা হইবে নবীন ;

যে প্রেমের শুভ্রহাসি, প্রভাত কিরণরাশি,
যে প্রেমের অশ্রুজল শিশির উষার।
যে প্রেমের পথ গেছে অমৃত সদনে,
সে প্রেম দেখায়ে দাও পথিক দুজনে;
যদি কভু শ্রান্ত হয়, কোলে নিও দয়াময়,
যদি কভু পথ ভোলে, দেখাইও আবার ॥৫৪১॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল আড়া।
(কেনহে বিলম্ব আর—সুর)

পবিত্র প্রেম বন্ধনে বাঁধ হে আজি দুজনে।
হৃদয়ে হৃদয়ে প্রাণে প্রাণে জীবনে।
উভয়ের প্রেমনদী, বহে যেন নিরবধি,
সুখেতে অনন্তকাল তব প্রেমসিন্ধু পানে।
তুমি সিদ্ধিদাতা পিতা, মঙ্গলময় বিধাতা,
শুভ কর্ম্ম সম্পাদন কর আশীর্ব্বাদ দানে;
এই নব দম্পতীরে, রাখ দাস দাসী করে,
চির জীবনের মত তোমার চরণে ॥ ৫৪২ ॥

রাগিণী সাহানা—তাল ঝাঁপতাল।

দুই হৃদয়ের নদী একত্র মিলিল যদি,
বল দেব! কার পানে, আগ্রহে ছুটিয়া যায়।
সম্মুখে রয়েছে তার তুমি প্রেম পারাবার,
তোমারি অনন্ত হৃদে দুটিতে মিলিতে চায়।
সেই এক আশা করি দুই জনে মিলিয়াছে,
সেই এক লক্ষ্য ধরি দুই জনে চলিয়াছে,
পথে বাধা শত শত, পাষাণ পর্ব্বত কত,
দুই বলে এক হয়ে ভাঙ্গিয়া ফেলিবে তায়।
অবশেষে জীবনের মহাযাত্রা ফুরাইলে,
তোমারি স্নেহের কোলে যেন গো আশ্রয় মিলে,
দুটি হৃদয়ের সুখ, দুটি হৃদয়ের দুখ,
দুটি হৃদয়ের আশা, মিশায় তোমার পায় ॥৫৩॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল আড়াঠেকা।

প্রেমময়! আজি তুমি বাঁধিলে যতনে,
হৃদয় কুসুম দুটি শুভ বিবাহ বন্ধনে।

যেন চির দিন তরে, এক সঙ্গে শোভা করে,
না হয় বিচ্ছিন্ন যেন, প্রতীপ পবনে।
সংসার সন্তাপে কভু, না শুকায় যেন প্রভু,
তব পদে ফুটে থাকে, কৃপা-বারি-সিঞ্চনে।
দেখে সুখী হব সবে, সুসৌরভ ব্যাপ্ত রবে,
কভু নাহি ক্ষুণ্ণ হবে, পাপ কীট দংশনে।
যেন চিরদিন তরে, প্রেম মধু সঞ্চারে,
প্রেমময় কৃপাসিন্ধু! তোমারই কৃপা গুণে ॥৫৪৪॥

---

বাগিণী বেহাগ।—তাল আড়া।

নিরখি তোমার পানে, তোমার সন্তান দুজনে,
প্রবেশে সংসারে আজি, দেখ নাথ কৃপা-নয়নে।
যথা নীর-বিন্দু দ্বয়, পুষ্প দলে এক হয়,
তেমতি হে প্রেমময়, মিলাও দুই হৃদয় মনে।
যে প্রেমে নাথ নিরন্তর, বিমোহিত নারী-নর,
বাঁধিয়াছ চরাচর যে প্রেম বন্ধনে,
আজ প্রভু ভাল করে, চিরজীবনের তরে,
সে পবিত্র প্রেম-ডোর, বেঁধে দেও প্রাণে প্রাণে।

ভীষণ-ভব কাননে, পূর্ণ বিঘ্ন প্রলোভনে,
বল নাথ বল কেমনে, পশিবে দুজনে;
দেখো প্রভু দেখো দেখো, মাতা হয়ে কাছে থেকো,
নয়নে নয়নে রেখো, সদা সর্ব্বদা যতনে।
পাপের মোহিনী মায়ায়, পথ যদি ভুলে যায়,
কৃপা করি করে ধরি, ফিরাইও সেই ক্ষণে;
বিষম সন্তাপানল, অন্তরে হলে প্রবল,
মুছাইও আঁখি-জল, নিরুপম কৃপাগুণে ॥৫৪৫॥

---

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল একতালা।

(ধন্য ধন্য ধন্য আজি—সুর)

মঙ্গল আনন্দধ্বনি কর লো পুরনারী;
সুখ-আশা পূর্ণ হলো কৃপায় তাঁহারি।
জীবনে জীবনে মিলিল আজ,
মিশিয়ে ধরিল মোহন সাজ,
মোহিল নয়ন জুড়াল হৃদয়,
সে শোভা নেহারি।

মিলায়ে কণ্ঠ ধরলো তান,
প্রাণের হরষে করলো গান,
জাগাও ধ্বনি যতেক রমণী,
আজি হৃদয় ভরি ॥ ৫৪৬ ॥

---

শ্রাদ্ধ ও মৃত ব্যক্তির আত্মার জন্য প্রার্থনা।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

রজনী প্রভাত হল জাগিল জীব সকল।
এ ঘরে আর জাগিবে না সেই মুখ নিরমল।
বিষম বিষাদ ভারে, শূন্য দেখি এ সংসারে,
সম্পদ ঐশ্বর্য্য সুখ সকলি লাগে বিফল।
বিহঙ্গিনী শিশু লয়ে, ঘুমায় নিজ কুলায়ে,
দুরন্ত নিষাদ যেন ধরিল তাহায়।
আজি এই পরিবার, কাঁদিতেছে সে প্রকার,
সন্তানের বক্ষে আজি বহিতেছে অশ্রু-জল।
তুমি পিতা জগৎপতি, জীবনে মরণে গতি,
দেখা দেও কৃপা করে, শান্ত কর শোকানল ॥৫৪৭॥

---

রাগ ভৈরব—তাল ঠুংরি।

জয় করুণাময়, দীন জন-আশ্রয়,
আমরা আগত তব দ্বারে।
রজনী টুটিল, কুসুম ফুটিল,
জগত ভাসিল প্রেমে;
জাগিল ত্রিভুবন, নগর প্রান্তর বন
পূরিল সুস্বর ধারে।
সুখের প্রভাতে, জুড়ি যুগহাতে,
কত ঘরে ডাকিতেছে, জগপুরবাসী;
শোকে মলিন মন, অশ্রুতে দুনয়ন,
ভাসিছে দেখ এই ঘরে।
তোমারি কৃপাগুণে, দুর্লভ মাতৃধনে,
পেয়েছিনু সংসারে;
তোমারি ইচ্ছা হলো, জননী পালাল,
ফেলিল জীবন আঁধারে।
দেহ দেব জগপতি, অগতির তুমি গতি,
আশ্বাস শান্তি বিধানে;

মাতৃহীনের মাতা হয়ে, চির দিন সঙ্গে রয়ে,

তার হে ভব দুস্তরে ॥১৪৮॥

---

রাগিণী গৌরী—তাল মধ্যমান।

দরশন দেও হে দীন হীনে।

সোনার সংসার, হইল আঁধার,

হৃদয় দহিল শোকাগুনে।

শোক পারাবার, দুস্তর অপার,

হে নাথ উদ্ধার কৃপাগুণে ॥১৪৯॥

---

রাগিণী পূরবী—তাল আড়া।

(দিন অবসান হল—সুর)

পুনঃ আসিলাম বিভো তোমার চরণে সবে,

তোমা বিনা কে আর গতি এই ঘোর শোকার্ণবে।

শোকে তাপে জর্জ্জর, বিষাদে বিরস অন্তর,

তুমি বিনা হে ঈশ্বর, কে আর ব্যথা জুড়াবে।

তোমারি চরণতলে, তোমারি শীতল কোলে,

ইহকাল পরকালে, আশ্রিত রয়েছি সবে।

মাতৃহীন পরিবারে, স্নেহ আশীর্ব্বাদ করে,
সান্ত্বনা আশ্বাস দানে, সুশীতল কর তবে।
তবে অশ্রু মুছে দেও, প্রাণের প্রার্থনা লও,
সম্পদে বিপদে সদা সঙ্গী থাক এই ভাবে ॥৫৫০॥

---

রাগিণী পাহাড়ী—তাল জলদ তেতালা।

কত যে কর করুণা দীন মানবে প্রভু!
ভুলিতে পারিব না নাথ! ভুলিতে কি পারি কভু।
সৃজিয়ে যবে আত্মারে, পাঠাও এ মহী মাঝারে,
কত যত্নে রাখ তারে, শৈশবে বাঁচায়ে হে;
দিয়ে বুদ্ধি জ্ঞান বল, স্বাধীনতা সম্বল,
খেলাও ভবের খেলা, ওহে দয়াল বিভু।
ভব লীলা হলে শেষ, ওহে ভক্ত-হৃদয়েশ,
প্রসারি স্নেহের কর, লও হে অমৃত কোলে;
যাচি আজি ভিক্ষা এই, ও উদার সদাব্রতে,
স্থান দেও দীন আত্মাকে ও শীতল চরণে প্রভু ॥৫৫১॥

---

রাগিণী বেহাগ—তাল আড়াঠেকা।

( শান্তি কোথা আছে আর--সুর )

( আমরা ) শোকেতে মলিন।

কাঁদিতেছি তব দ্বারে হয়ে মাতৃহীন।

ধনে জনে পূর্ণ করে, দিয়েছিলে এসংসারে,

অকালে বিষাদ রাহু গ্রাসিল সে দিন।

এত সুখ ফুরাইল, সম্পদ বিপদ হল,

দেখিতে দেখিতে মাতা কোথা হলো লীন।

মা হারা সন্তান যদি, ডাকে তোমায় কৃপানিধি,

তুমিত থাকিতে নার হইয়ে কঠিন।

তাই আজ সকাতরে, এই ভিক্ষা তব দ্বারে,

দেখ জননীরে মম, রেখ পদে চিরদিন ॥৫৫২॥

---

রাগিণী মল্লার—তাল একতালা।

( গাথা )

বিষাদ ভারে, মলিন অম্বরে,

তোমার দ্বারে করিছে ক্রন্দন;

সদয় হয়ে, দেখ চাহিয়ে,

হৃদয় বেদন, কর হে শ্রবণ

স্নেহের বন্ধন, ছিঁড়িয়া শমন,
করিল হরণ, জননী ধনে,
শূন্য সংসারে শোকের আগারে,
বিষাদে ডুবে থাকি কেমনে।
জননীর কোলে, রোগ শোক ভুলে
সন্তান সকলে, ছিলাম কুশলে,
কে জানে এমন, ছিঁড়িয়া বন্ধন,
করিবে হরণ, সে মায় অকালে।
মা হারা হয়ে, এখন কাঁদিয়ে,
ডাকি হে তোমায়, দেও দরশন;
বিষাদের ভার, ঘুচাও হে সবার,
আশ্বাস দানে কর হে সান্ত্বন।
সে পরকালে, চরণতলে,
প্রিয় মাতারে রেখ দয়াময়;
অজ্ঞান হরি, শান্তি বিতরি,
পরম পদে দিও হে আশ্রয়॥৫৫৩॥

# ষষ্ঠ অধ্যায়

## সঙ্কীর্ত্তন।

১৭৮ শক।

তোরা আয় রে ভাই,

এতদিনে দুখের নিশি হল অবসান,

নগরে উঠিল ব্রহ্মনাম।

কর সবে আনন্দেতে ব্রহ্ম-সংকীর্ত্তন,

পাপতাপ দূরে যাবে জুড়াবে জীবন!

দিতে পরিত্রাণ, করুণানিধান,

ব্রাহ্মধর্ম্ম করিলেন প্রেরণ;

খুলে মুক্তির দ্বার সকলেরে করেন আবাহন;

সে দ্বার অবারিত, কেউ না হয় বঞ্চিত,

তথায় দুঃখী ধনী, মূর্খ জ্ঞানী, সকলে সমান।

নর নারী সাধারণের সমান অধিকার,

যার আছে ভক্তি সে পাবে মুক্তি, নাহি জাতি বিচার।

ভ্রম কুসংস্কার পাপ অন্ধকার,

বিনাশিতে, স্বর্গের ধর্ম্ম মর্ত্ত্যে আইল,
কে যাবি আয় বিনা মূলে ভবসিন্ধু পার;
তোরা আয়রে ত্বরায়, এবার নাই কোন ভয়,
পারের কর্ত্তা মুক্তিদাতা স্বয়ং ঈশ্বর।
একান্ত মনেতে কর ব্রহ্মপদ সার,
সংসারের মিছে মায়ায় ভুলনা রে আর।
চল সবে যাই, বিলম্বে কায নাই,
দীননাথের লইগে শরণ,
হৃদয় মাঝে হৃদয়-নাথে কর দরশন;
ঘুচিবে যন্ত্রণা, পাইবে সান্ত্বনা,
প্রভুর কৃপাগুণে অনায়াসে যাইবে ব্রহ্মধামে ॥৫৫৪॥

---

১৭৭০ শক।

দয়াময় নাম, বল রসনা অবিশ্রাম,
জুড়াবে প্রাণ নামের গুণে।
জীবের ত্রাণ, সুখশান্তিধাম, তাঁর চরণে;
বল কে আছে আর, করিতে পার, সেই দীনকাণ্ডারী
বিনে।

সেই দীননাথ পাপীর গতি কাঙ্গালের জীবন,
নিরুপায়ের উপায় তিনি অধমতারণ;
দিনান্তে নিশান্তে কর তাঁর নাম সংকীর্ত্তন,
নামে মুক্তি হবে, শান্তি পাবে, যাবে আনন্দধাম।
সুধামাখা দয়াল নাম কররে গ্রহণ,
পাপীর দুঃখ দেখে এ নাম পিতা করেছেন প্রেরণ;
থাক চিরদিন ভক্ত হয়ে, এ নাম রাখ গেঁথে হৃদয়ে,
(ছেড় না রে)
স্বর্গের সম্পত্তি এ ধন রেখ অতি যতনে।
দেখ দেখ চেয়ে দেখ পিতা দাঁড়ায়ে দ্বারে;
ডাক্‌ছেন মধুর, স্বরে, স্নেহভরে, প্রেমামৃত লইয়ে করে।
পিতার শান্তি নিকেতনে যেতে, এসেছেন আমাদের নিতে,
চল সবে আনন্দেতে, নামের ধ্বনি কর বদনে।
মুখে দয়াল বল দীন দুঃখী ভাই সবে মিলে,
সেই মধুর নামে পাষাণ গলে, প্রেমসিন্ধু উথলে,
এ নাম সাধুর হৃদয়ের ধন, পাপীর অবলম্বন,
এনাম নগরবাসী ঘরে ঘরে গাও আনন্দ মনে ॥৫৫৫॥

১৭৯১ শক।

ডাক দীনবন্ধু বলে, হৃদয়খুলে, সকলে মিলে ;
বৃথা দিন যায় চলে, (রে) আর থেকনা সে সুহৃদে ভুলে ;
বেঁচে আছ যাঁর কৃপাবলে।
মোহনিদ্রা পরিহরি কর দরশন,
পিতার দয়াগুণে কত পাপী পাইল জীবন ;
আর বিলম্ব কর না, এমন দিন আর হবেনা,
চল ধরি গিয়ে পুণ্যময়ের চরণ কমলে।
উঠে দেখ ওহে ভারতবাসিগণ,
করে জগৎ আলো, প্রকাশিল ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র কিরণ ;
প্রেমময়ের প্রেমরাজ্য নিকট হল,
ত্বরায় চল চল, সময় বয়ে গেল,
তথায় প্রেমময়ে হেরি প্রাণ জুড়াই সকলে।
যদি চাহরে পবিত্রাণ এ পাপজীবনে,
তবে ব্যাকুল হয়ে ডাক সেই দীন-শরণে ;
অগতির গতি তিনি পতিতপাবন,

ভক্তের প্রাণধন, বিপদ ভঞ্জন,
দেন দরশন, কাতর প্রাণে পাপী ডাকিলে।
দয়াময় নাম, করিয়ে কীর্ত্তন,
চল যাই আনন্দধামে (রে)।
এ সংসারের মাঝে, দয়াল নাম বিনে আর কি ধন
আছে।
যে নামের গুণে, হয় প্রেমোদয় পাষাণ মনে;
তাকি জাননা রে, সে নামের যে কত মহিমা।
কর সাধন, ব্রহ্মের চরণ,
যাতে পাবে নিত্য শান্তি নিত্য ধন;
হৃদয় হবে রে নির্ম্মল, জনম সফল, পাবে ধর্ম্মবল,
পিতার করুণায় পাইবে নবজীবন।
করি মিনতি পায়ে ধরি, শুন ওরে ভাই,
থাকিতে সময়, লওরে আশ্রয়,
পিতা দয়াময় মুক্তিদাতার চরণতলে ॥৫৫৬॥

১৭৯২ শক।

ভাই চিরদিন, হয়ে পাপে মলিন,
রহিবে কেমনে।
জনম সফল কর, কর রে এখন,
প্রভুর চরণ সেবনে।
আর নিরুদ্দেশে কর না ভ্রমণ,
দয়াময় নাম মহামন্ত্র করহে গ্রহণ;
এই অনিত্য সংসারে, ভুলে থেকনা প্রাণেশ্বরে,
হইও না বঞ্চিত নামামৃত সুধারস-পানে।
জীবনের মহাযোগ কর হে সাধন
বিশ্বাস নয়নে ব্রহ্ম কর দরশন;
জীবে দয়া, নামে ভক্তি, কর এই সার, (ওরে মন আমার)
সে শ্রীপদে ভক্ত হয়ে থাক অনিবার, (ওরে মন আমার)
পিতার মধুর বাণী শুনে শ্রবণে,
সেব আনন্দে তাঁহারে সবে,
সেব আনন্দে তাঁহারে কায়মনপ্রাণে।
উঠহে হের নয়নে, জগত মাতিল প্রেমে,
ঐ শুন বাজে জয়-ভেরী;

দয়াময় নামের হে, দেশ দেশান্তরে হে
মহাসাগর পারে;
উড়িছে নিশান ব্রহ্ম-কৃপা-হিল্লোলে;
চল যাই পিতার শ্রীমন্দিরে নিরখি সেই প্রেম আননে,
প্রেম ভক্তিযোগে বিভুর কর অর্চ্চনা,
পাবে পরিত্রাণ, পাসরিবে ভবের যন্ত্রণা।
আছে কি সুখ জীবনে প্রাণ সখা বিনে;
কর হৃদয় মন (আর কি দেখ দেখরে,) সমর্পণ,
দীননাথের শ্রীচরণে।
থাক দাস হয়ে (এ জনমের মত) চিরকাল,
দীননাথের শ্রীচরণে।
এস আজি আনন্দে মাতি নাম কীর্ত্তনে ॥৫৫৭॥

---

১৭৯৩ শক।

আজি গাও গভীর স্বরে, প্রেমভরে নগরে,
মধুর ব্রহ্মনাম;
যে নাম গানে মৃত প্রাণে জীবন সঞ্চারে।

ভাব যোগানন্দে, প্রভুর পদারবিন্দে,
একান্তে হৃদয়-মন্দিরে ;
যাঁর কটাক্ষে মহাপাতকী তরে।
ও সেই মহামন্ত্র দয়াময় নাম কর সাধনা,
ভবে সাধন বিনা সে ধন মিলে না ;
কর সাধন, পূর্ণ হবে মনস্কামনা।
ওরে রসনা, কেমন বাসনা,
এমন দয়াল নামে মজলে না রে।
ওরে দেবতার দুর্ল্লভ সে নাম,
হয় অনন্ত যার মহিমা।
এস নর নারী সকলে, পবিত্র ভাবে মিলে,
পূজি নিরন্তর আনন্দে জগদীশ্বরে।
ত্যজে স্বার্থ অহঙ্কার, কর হে প্রেম বিস্তার,
বদ্ধ হয়ে এক পরিবারে হে।
ও ভাই শান্তি নিকেতনে যদি কর্‌বে গমন,
কর সব বিবাদ ভঞ্জন।
ভাই ভগ্নী সনে, সরল মনে, কর আগে সম্মিলন।
ও ভাই ত্বরায় চল দিন যে ফুরাল,

(কোন দিন কি হবে রে)

গিয়ে দয়াময়ের পুণ্যালয়ে, জুড়াইগে জনমের মতন।

হায় কত আছি যে অপরাধী, পিতার চরণে জন্মাবধি,

পাপ অশান্তি এনে তাঁর সংসারে।

সাধ মনে গিয়ে প্রেমধামে,

হেরিব নয়নে, পরম সুন্দর প্রেমময় নিরঞ্জনে;

ও সেই অপরূপ রূপমাধুরী, নিরখিব প্রাণ ভরিয়ে,

ভকতমণ্ডলীর মাঝারে,

(পিতার পরিবারে হে) (কিবা শোভা মরি হে)

এবার দেখাও নাথ সে আনন্দধাম,

রাখ শ্রীপদে বেঁধে সবে প্রেমডোরে॥ ৫৫৮॥

---

১৭৯৪ শক।

কর আনন্দে ব্রহ্মের জয় ঘোষণা, ওরে রসনা,

ছাড়িয়ে সব অসার কল্পনা।

যাঁর গুণগানে শ্রবণে, পুণ্য শান্তি হয় মনে,

দূরে যায় পাপ যন্ত্রণা;

ভবে তিনি বিহনে ত্রাণ আর পাবে না।

এক প্রভু যিনি এই বিশ্ব মাঝারে,
ভক্তিভাবে ওহে জীব ডাক তাঁহারে ;
জগৎগুরু জ্ঞানদাতা, তিনি হে পরম দেবতা,
পবিত্রাতা ভবসাগরে ;
সরল প্রার্থনাই মুক্তির সাধনা।
মায়ার ছলনে, সুখ সেবনে,
ভুলে কতদিন আর থাক্‌বে বল; (সে হৃদয় ধনে)
হয়ে ষড় রিপুর ( রিপুর ) বশীভুত ,
হল দিনে দিনে দিন গত ; ( রে অবোধ মন )
ভজন সাধন কিছুই হল না রে ;
আর শুন না পাপের কুমন্ত্রণা।
হায় ! এমন দিন কি হবে, জগদ্বাসী সবে,
প্রেম উপহারে ( দয়াল পিতা বলে হে) ঘরে ঘরে,
জগদীশ্বরে পূজিবে ;
ব্যাকুল অন্তরে, ডাকিবে তাঁহারে,
সকলে মিলে বন্ধুভাবে ; (এক হৃদয় হয়ে )
করি কাতরে করযোড়ে, ভিক্ষা নাথ! তোমার দ্বারে,
শীঘ্র পূরাও আমাদের এই বাসনা ॥ ৫৫৯ ॥

১৭৯৫ শক।

বলরে, তোরা বল্‌রে, ভক্তিভরে,
দয়াময় নাম দিনান্তে একবাররে।
ত্যজি তুবাচাব, অহঙ্কার, কর প্রভুর নাম মাত্র সার
জীবের পরম গতি চরম সাধন, নাম শ্রবণ কীর্ত্তন,
যাতে ব্রহ্মপদ লভি পাপী জীবন্মুক্ত হয় রে।
মোদের দীন দেখিয়ে. অমিয় মাখিয়ে,
দয়াল নাম পিতা ধরাতলে করিলেন প্রচার।
নামের মহিমাতে, জগৎ মাতে, বহে প্রেম অনিবার।
দেখে অজ্ঞান সন্তান, প্রকাশিলেন জ্ঞান,
বিনাশিতে, জীবের মোহ-অন্ধকার।
এ পাপ জীবনে, দয়াল পিতা বিনে,
বল কিসে হই নিস্তার।
এস হৃদয়ে হৃদয়ে সবে বাঁধি, পিতার প্রেমডোরে হে।
হয়ে সবে একতান, করি তাঁর নাম গান,
প্রেম পরিবারের মাঝারে।
পিতা মোদের দয়ার নিধি, চরণ ধরে কাঁদি যদি রে,
মনোবাঞ্ছা করিবেন পূরণ রে। (দুখ রবেনা রবেনা)

একবার দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে,
ডাকি একতানে।
গাই সবে আনন্দে ভাই আনন্দময় নাম রে,
আনন্দে দুবাহু তুলে যাই আনন্দধাম রে।
এ ভব গহন বন রিপুময় স্থান রে,
একাকী যাইলে পথে নাহি পরিত্রাণ রে।
থেক না আর অন্ধ হয়ে, দিব্য চক্ষে দেখ চেয়ে,
সেই নামের গুণে পাপী জনে আনন্দে মাতিল রে ॥
৫৬০॥

---

১৭৯৬ শক।

জয় ব্রহ্ম জয়, বল সবে ভাই আনন্দ মনে;
তোরা বল্ রে ও নগরবাসী!
দয়াময়ের জয় সম্পদে বিপদে রে।
বিশ্ববিজয়ী ব্রহ্মনাম, এ নামে দূরে যায় ভয় ভাবনা রে;
অদ্বিতীয় ব্রহ্মনাম, যাতে ব্রহ্মাণ্ড উদ্ধার হবে রে।
করে জয়ধ্বনি, কাঁপায়ে মেদিনী,
চল যাই, সেই অমৃত নিকেতনে।

সংসার সংগ্রামে, কি আর ভয় জীবনে,
ত্রাণ পাব দীননাথের শ্রীচরণে।
উঠ উঠ ত্বরা করি, পরব্রহ্ম স্মরি,
প্রেমালোক দেখ প্রেম নয়নে।
প্রেমের জয় হবেই হবে, বল ভাবনা কি তবে,
বিধাতার মঙ্গল বিধানে।
তুলে সত্যের নিশান, গাও তাঁর নাম,
মত্ত হয়ে ব্রহ্মানন্দরস পানে।
আশায় বাঁধি হৃদয়, জয় ব্রহ্মবলে,
ব্রহ্মকৃপা-স্রোতে অঙ্গ দাও সবে ঢেলে রে।
প্রেমরাজ্য অবতীর্ণ হইবে ধরায়,
অভ্রান্ত ঈশ্বরবাণী কভু মিথ্যা নয় রে।
( এক দিন হইবেই হবে, প্রেমময়ের প্রেমের জয় )
রে অধীর মূঢ় মন ! তোর ভাবনা কিরে।
পিতার ইচ্ছা পূর্ণ হবে।
নাম সাধন কর ;
ধৈর্য্যাবলম্বন করে, সাধিলে নিশ্চয় পাবে,
সাধিলে সিদ্ধ হইবে।

শান্তি সুধা-পানে বঞ্চিত হইওনা রে,
যা করিতে হয় কর, মিছে আর কেঁদনা রে,
( কপট ক্রন্দনে কি হবে বল )
নাম সাধন কর, দেহ মন প্রাণ দিয়ে।
নামরসে না মাতিলে, প্রেমে পাগল না হইলে,
ও ভাই কিছুতেই কিছু হবে নারে ;
ও ভাই কথায় কিছু হবে নারে, (প্রাণ দিতে হবে)
সামান্য সাধনে হবে নারে।
আমি দেখিলাম অনেক করে,
কিছুতেই পাপ যায় নারে। ( প্রেমে মত্ত না হইলে )
আমি দেখিলাম প্রেমে মাতিলে,
পাপের জ্বালা যায় চলে ( বহু দিনের )
সুধামাখা ব্রহ্মনাম, নামে দুঃখে হয় সুখ উদয় রে
॥৫৬১॥

---

১৮০২ শক।

চল চল হে সবে পিতার ভবনে ;
শুন শ্রবণে, ডাকিছেন পিতা আজ মধুর বচনে।

ভুলিয়ে সে ধনে, এখানে এমনে,
নগরবাসি, তোরা কত দিন আর র'বি রে ভাই।
হলো রে জীবন অবসান, পরিত্রাণ কেমনে পাবি রে।
তাই বিনয় করে, বলি চরণ ধরে,
এসরে ভাই, সেই পুণ্যময়ের ভবনে যাই।
এসংসার মাঝে, সে ধন বিহনে, জেনো জেনো গতি নাই।
আর বিফলে কাটাইও না জীবনে।
ওভাই ভেবনা, দুখ রবে না,
পিতার চরণে স্থান পাবিরে ভাই। (অপার কৃপাগুণে)
ওভাই মন প্রাণে (প্রাণে) কাঁদ যদি,
তবে দেখা দিবেন কৃপানিধি। ( দীনহীন বলে )
ও ভাই বড় যে তাঁর করুণা রে।
ওভাই চাহিলে পাপী যে পায় সে ধনে।
ওভাই মনের দুখ সব আজি পাসরিব ;
পূজি প্রাণভরে, প্রাণেশ্বরে,
( এমন দিন আর হবে নারে )
আনন্দনীরে ভাসিব ;

হৃদয় আসনে, বসায়ে যতনে,
আজি প্রাণ মন সমর্পিব। ( ভাই ভগ্নী মিলে )
তাই বলি হে ভাই সকলে,
গাও ব্রহ্মনাম হৃদয় খুলে,
জয় ব্রহ্ম বল সবে বদনে।
বড় সাধ মনে, হৃদয় রতনে,
হৃদয় মাঝারে পাই।
আমি শ্রীপদে বিকাব, দাস হবে রব,
পরাণ সঁপিব ভাই! (প্রভুর অভয় পদে)
আমার, বল বুদ্ধি মন, জীবন যৌবন,
নিজের কিছু যে নাই (আমি হৃদয়-নাথের )
আমি, সে প্রেম সাগরে, জনমের তরে,
মগন হইতে চাই। ( আমি সাঁতার ভুলে)
পাব কেমনে সে ধন বিনা সাধনে।
চল চল ত্বরা করে, সে আনন্দধামে হে।
গগন কাঁপাযে চল মধুর ব্রহ্ম নামে হে।
নর নারী সবে আজি মাতিব সে নামে হে।
হেরে সে আনন্দ ছবি জুড়াইব প্রাণে হে।
এস দেখিয়ে সবে জুড়াই নয়নে॥ ৫৬২॥

মন রে তুই ডাক,

একবার ডাক্ রে দয়াল পিতা বলে।

ও তোর হয় না কেন পাষাণ হৃদয়,

নামের গুণে যাবে গলে। (দয়াল নামের গুণে রে)।

ও তোর ভবের জ্বালা দূরে যাবে,

স্থান পাবি তাঁর চরণ তলে। (আর ভয় নাই নাইরে,)

ও তোর আনন্দে ভাসিবে প্রাণ,

নামামৃত পান করিলে।

ওরে অপার সেই ভবসিন্ধু,

পার হবি রে অবহেলে॥ ৫৬৩ ॥

---

অখিলতারণ বলে একবার ডাক তাঁরে।

একবার ডাক তাঁরে ভক্ত-সঙ্গে,

ভাসি সবে প্রেমতরঙ্গে,

দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে।

( একবার হৃদয় খুলে )

যদি ভবসিন্ধু পারে যাবে, ডাক তাঁরে ত্বরা করে ;

দয়াময় দয়াময় দয়াময় বলে।

(একবার মনের সাধে) ॥ ৫৬৪ ॥

তোরা কে যাবি রে আয় রে ভাই,
সবে মিলে প্রেমধামে যাই।
তথায় প্রেমময়ের প্রেমমুখ,
এস দেখে সবে প্রাণ জুড়াই।
পাপের মোহিনী মায়ায়, বদ্ধ হইয়ে সবাই,
কতকাল আর থাকৃব বল ভুলিযে হেথায়;
এস প্রেম ভরে কেঁদে কেঁদে,
এস সবে তাঁর পায় লুটাই।
পাপ তাপ সমুদায়, কিছু নাহিক তথায়,
নিত্য প্রেম নিত্য শান্তি বিরাজে যথায়;
ঐ শোন্ প্রেমময় ডাকিতেছেন,
এস ব্যাকুল হয়ে ধাই সবাই ॥ ৫৬৫ ॥

(তোরা কে যাবি রে—সুর)

দয়াময় নাম ভুল না রে মন।
এ নাম চিরদিনের শান্তি ধন।

নামের কত মহিমা, আর কেহ জানে না,
মহাপাপীর পবিত্রাণে কিছু যায় জানা;
পাপীর নয়ন ভাসে আশার জলে,
করিলে নাম উচ্চারণ।
পাপীর হৃদয়ের ভাব, কিছু থাকে নাক আর,
ভক্তিভাবে গলায় দিলে দয়াল নামের হার;
পাপীর আনন্দেতে হৃদয় ভরে,
করে এ নাম আস্বাদন।
নামের কত করুণা, কারেও করে না ঘৃণা,
পাপী সাধুর ভেদাভেদ এ নাম জানে না;
সদা স্নেহ ভবে সমভাবে,
করে সবে আলিঙ্গন ॥ ৫৬৬ ॥

---

নির্ম্মল হইবে যদি, মুখে দয়াল বল রে।
নির্ম্মল হইবে যদি, ( রসনা রে )
প্রভুর নাম রসানে মাজ হৃদি রে।
ঐ দয়াল নাম সুধাসিন্ধু,
এ নাম কর্ণে লও রে এক বিন্দু ( ওরে রসনা )।

ঐ দয়াল নাম সিংহেরি শব্দ,
শুনে অরিগণ সব হয় স্তব্ধ। (ওরে রসনা) ॥৫৬৭॥

---

( নির্ম্মল হইবে যদি—সুর )

শান্তিধামে যাবে যদি, ভক্তিপথে চল রে।
সেই আনন্দ ধামে যাবে যদি, তরে হৃদয় কর সরল রে।
লও সাধুসঙ্গ, করো না বিলম্ব,
কর দয়াল নাম পথের সম্বল রে।
রে পাষাণ মন, ত্যজ অভিমান,
তোর যে পাপের ভরা পূর্ণ হল রে।
ব্যাকুল হৃদয়ে, ডাক দয়াময়ে,
সে পথে তিনি মাত্র সহায় কেবল রে ॥ ৫৬৮ ॥

---

পাপে মলিন মোরা চল চল ভাই ;
পিতার চরণে ধরি কাঁদিয়ে লুটাই রে।
পতিতপাবন পিতা ভকত-বৎসল,
উদ্ধারেন পাপী জনে দেখি অসহায় রে।

প্রেমের জলধি তিনি সংসার পাথারে,
পতিত দেখিয়ে দয়া তাই এত হয় রে।
বিলম্ব কর না আর ভুলিয়ে মায়ায়,
ত্বরিত লইগে চল তাঁর পদাশ্রয় রে ॥ ৫৬৯ ॥

---

( পাপে মলিন—স্তব )

বাসনা করেছি মনে দেখিব তোমায় ;
তোমার করুণা বিনা না দেখি উপায় হে।
পাপে মলিন আমি দিবস যামিনী ;
দয়া করি ত্রাণ কর দেখি দীন হীন হে।
দয়াময় নাম তোমার শুনিয়া শ্রবণে,
লয়েছি শরণ পিতা দেও দরশন হে ॥ ৫৭০ ॥

---

এস এস করি সবে নাম সঙ্কীর্ত্তন।
নাম সঙ্কীর্ত্তন প্রভুর গুণানুকীর্ত্তন ॥
ওহে যে নামেতে হয় পাপীর পাপ বিমোচন।
ওহে যে নাম কীর্ত্তনে মত্ত ছিলেন সাধুগণ ;

যোগী ঋষি আদি সবে হে,
গৌর নিতাই আদি সবে হে
শিব শুক নারদ আদি হে,
ধ্রুব প্রহ্লাদ আদি সবে হে,
ঈশা মুশা মহম্মদ হে,
নানক কবীর আদি সবে হে।
ওহে যাঁহার প্রসাদে পাই ধরম-রতন;
আমরা পাপী হয়েও হে॥ ৫৭১ ॥

---

"ব্রহ্ম কৃপাহি কেবলং" সবে বল ভাই।
ওহে, ব্রহ্ম কৃপা বিনা জীবের আর গতি নাই।
( ইহ পর লোকে হে )
ওহে, সত্যমেব জয়তে, আর চিন্তা নাই।
( সত্যের জয় হবেই হবে হে )
এস, ব্রাহ্ম ধর্ম্মের জয়ডঙ্কা সকলে বাজাই।
( পরব্রহ্মের কৃপাবলে হে ) (নগরের দ্বারে দ্বারে হে)
ওহে, ভ্রাতৃ বিচ্ছেদ-মনঃপীড়া আর রবে নাই।
(দয়াময় পিতার রাজ্যে হে) (সব হৃদয় এক হবে হে)
॥৫৭২॥

আনন্দ বদনে বল মধুর ব্রহ্ম নাম।
নামে উথলিবে সুধাসিন্ধু পিয় অবিরাম।
( পান কর আর দান কর হে )
যদি হয় কখন শুষ্ক হৃদয় করো নাম গান।
( প্রেমে হৃদয় সরস হবে হে)
( বিষয় মরীচিকায় পড়ে হে )
( দেখ যেন ভুলনা রে, সেই মহামন্ত্র )
( বিপদকালে ডেক তাঁরে দয়াল পিতা বলে )
সবে হুঙ্কারিয়ে ছিন্ন কর পাপের বন্ধন।
( জয় ব্রহ্ম জয় বলে হে )
এস ব্রহ্মানন্দে মাতি সবে হই পূর্ণকাম।
( প্রেম যোগে যোগী হয়ে হে ) ॥৫৭৩॥

---

ব্রহ্মনাম গাও সদা হৃদয় ভরিয়ে।
প্রেমভরে গাও সদা আনন্দ হৃদয়ে।
নগরে নগরে গাও প্রতি ঘরে ঘরে।
( মধুর ব্রহ্ম নাম রে )
পরব্রহ্মের জয়ধ্বনি কর দেশ দেশান্তরে।

হৃদয়ে আছেন তিনি দেখ রে চাহিয়ে।
কত মহা পাপী তরে গেল যে নাম স্মরিয়ে।
( পতিতপাবন নামের গুণে রে ) ॥৫৭৪॥

---

চল ভাই সবে মিলে যাই সে পিতার ভবনে।
শুনেছি নাকি তাঁর বড় দয়া দুখী তাপী কাঙ্গাল জনে
কাঙ্গাল বলে দয়া করে, কেউ নাই আমাদের ত্রিভুবনে,
আর কে বুঝিবে মর্ম্মব্যথা,
সেই দয়ার সাগর পিতা বিনে।
( আর কেবা জানে রে )
দ্বারে গিয়ে কাতর স্বরে,
পিতা বলি ডাকি সঘনে;
তিনি থাকিতে পারবেন না কভু,
পাপীজনের কান্না শুনে।
( তাঁর বড় দয়া রে )
নিরাশ্রয় নিরুপায় যত, নিতান্ত সম্বল-বিহীনে,
সেই অনাথের নাথ দীনবন্ধু উদ্ধারিবেন নিজগুণে।
দুর্ব্বল অসহায় দেখে, কিছু ভয় কর না মনে;

ওবে অনায়াসে তরে যাব সেই সুধামাখা দয়াল নামে।
চল সবে ত্বরা করে, কিছু সুখ আর নাই এখানে;
( একবার ) জুড়াই গিয়ে তাপিত হৃদয়,
লুটায়ে তাঁর শ্রীচরণে।
( প্রাণ শীতল হবে রে )
অজ্ঞান দীন দরিদ্র যত পতিত সন্তানে,
পিতা অধমতারণ বিলাচ্চেন ধন,
আয রে সবে যাই সেখানে।
( দুঃখ দূরে যাবে রে ) ॥৫৭৫॥

---

একবার চল সবে ভাই, ধীরে ধীরে যাই,
পুণ্যময়ের পুণ্যালয়ে;
জুড়াই তাপিত আঁখি, হেরি রাজ-রাজেশ্বরে।
পিতার দয়ার গুণে, এসেছি এই বঙ্গভূমে,
কি মহেন্দ্র ক্ষণে;
আজ মনের আশা পূর্ণ করে,
পিতার নাম বল্‌ব বদন ভরে।

অনন্ত পুণ্যের জলে, নিবাইয়ে পাপানলে,
যাই পিতার রাজ্যে চলে;
পিতার পুণ্যময় চরণ চন্দ্রে,
একবার ধরি গিয়ে ঊর্দ্ধ করে।
কি দিয়ে তোমার ধার, শুধিব আমরা এবার,
হে পুণ্যের অবতার;
একবার লুটাই তোমার পুণ্যময়,
(পুণ্যময়) সিংহাসনের প্রান্তরে ॥৫৭৬ ॥

---

( একবার চল সবে ভাই—স্থর )

আহা কি শুনিলাম, মধুর দয়াল নাম,
নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে;
ভয় তাপ দূরে গেল, আশা হইল অন্তরে।
দীন হীন কাঙ্গাল জনে, যাবে পিতার পুণ্যধামে,
সেই নামের গুণে;
শুনে আনন্দ ধরে না মনে,
পিতার দয়াল নামে পাপী তরে।

অনাথ নিরুপায় বলে, স্থান দিবেন চরণতলে,
আমাদের সকলে,
আহা এমন দয়া কে করে আর,
পাপী অধম জনে ত্রিসংসারে।
যাদের কেহ নাই সংসারে, দুখী বলে দয়া করে,
চেয়ে দেখে ফিরে,
দয়াসিন্ধু দীনবন্ধু পিতার নাকি,
বড় দয়া তাদের পরে ॥৫৭৭॥

---

তোরা আয় রে পুরবাসিগণ, আনন্দেতে করি সংকীর্ত্তন।
তোদের ব্রহ্মধামে লয়ে যেতে এসেছেন পতিতপাবন,
(ওভাই) ভবের মেলায় ধূল খেলায় হারাস্‌নে জীবন রতন
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে সফল হবে জীবন।
তোদের কাঙ্গাল হেরি রইতে নারি,
এসেছেন কাঙ্গাল, শরণ।
চল ডঙ্কা মেরে ভবপারে সবে করিগে গমন।
ঐ দেখ সম্মুখে দাঁড়াইয়ে আছেন পূর্ণব্রহ্ম সনাতন।
এস সবে মিলে ভক্তিভরে পূজি ঐ অভয় চরণ ॥৫৭৮॥

প্রেম ধামে কে যাবি আয়।
সবে আয় আয় আয় আয়।
রোগ শোক পাপ তাপ নাহিক যথায়।
প্রেমময়ে দেখি যথা হৃদয় জুড়ায়।
আয় রে ব্যাকুল হয়ে, আয় আয় আয়।
কত আর জ্বল্‌বে বল সংসার জ্বালায়।
জীবন যৌবন ধন যে দিল সবায়;
প্রেম ভরে লুটাইয়ে পড় তাঁর পায় ॥৫৭৯॥

---

( প্রেমধামে কে যাবি—সুর ).

দিন যায়, যায় যায় যায়,
মিছে কাযেতে দিন যায়।
কত দিন আর থাক্‌বেরে মন, অজ্ঞান-নিদ্রায়।
মজোনা মজোনা রে মন, বিষয় মায়ায়।
সংসারের সুখ সম্পদ, চিরস্থায়ী নয়।
কোথা থেকে এসেছিলে, যাইবে কোথায়।
( ভেবে দেখ দেখ বে )
ভবপারে যেতে হবে, ও তার কি কর উপায়।

এখন লহরে জীব, পরব্রহ্মের চরণে আশ্রয়।
তিনি বিনা পরিত্রাণ, আছে রে কোথায় ॥৫৮০॥

---

মধুর ব্রহ্মনাম, তোরা বলরে পুরবাসিগণ।
একবার হৃদয়ভবে বল্ রে।
ব্রহ্ম নামের গুণে থাক্‌বে নারে,
ও ভাই শমনের ভয়রে।
একবার পাইলে সেই ব্রহ্মানন্দ,
ও ভাই তুচ্ছ হবে বিষয় কাম।
তোদের পাপ তাপ দূরে যাবে,
শীতল হবে পরাণ ॥ ৫৮১ ॥

---

একবার এস হে, একবার এস হৃদি মন্দিরে,
কাঙ্গাল ডাকে অতি কাতরে।
প্রভু এস হে, নহিলে ভজনহীনের উপায় নাই হে।
একবার এস হে, নহিলে কাঙ্গাল বয়ে যায় হে ॥৫৮২॥

---

একবার এস হে, ও করুণা-সিন্ধু,
ব্যাকুল হয়ে ডাকি তোমারে।
তোমা বিনে, পতিতপাবন,
পাপীর গতি নাই আর এ সংসারে।
ওহে অগতির গতি তুমি হৃদয়বিহারী,
সুধার নিধি ক্ষুধার অন্ন পিপাসার বারি;
কাতর প্রাণে যে ডেকেছে পেয়েছে তোমায়,
তবে কেন বঞ্চিত নাথ,
তবে কেন বঞ্চিত কর আমারে।
ও নাথ তুমিত কৃপা-কল্প-তরু,
দেখা দিতে যে হবে হে ( আমি অধম বলে )।
ওহে হৃদয়ে জেনেছি আমি,
অধম জনার গতি তুমি, ( পাপীর গতি নাই আর )
তুমি আপনি লোকের গুরু হয়ে,
পাপীর হৃদয় আপনি দেও ফিরাইয়ে;
এমন কেবা জানে হে, ( পাপী তরাইতে )।
ও হে নাথ তোমার প্রেম-সিন্ধু,
জীব যদি পায় তার এক বিন্দু,

সেই বিন্দু হয় সিন্ধু প্রায়,
তরঙ্গেতে পাপপুঞ্জ ভেসে যায় ;
( পাপ আর রয় না রয় না ) (তোমার কৃপা হলে)
ওহে কলুষ বাড়বানলে তাপিতহৃদয় মম হে ;
হৃদয় জ্বলে যায় হে ; ( পাপানলে )
দাও হে পদপল্লব আশ্রয় হে,
হৃদয় শীতল করি নাথ (চরণ পল্লবের ছায়ায়)।
আমি দেখিলাম অনেক করে,শান্তি নাই এ সংসারে,
তুমি মাত্র শান্তির আলয় হে ;
শান্তি কিছুতেই মিলে না ( ধন বল সম্পদ বল)।
অধম বলে কর্‌লে ঘৃণা ছাড়্‌ব না তোমায়,
চরণ দিয়ে নিস্তার নাথ,
চরণ দিয়ে নিস্তার ভব তুস্তরে ॥ ৫৮৩ ॥

---

করুণা কুরু কিঞ্চিত, প্রভু।
কৃপা ভিখারী কাতর কিঙ্করে নাথ।
বড় আশা করে এসেছি নাথ। (চরণ পাব বলে)
আমি পাপেতে তাপিত হয়ে,

আছি তব দ্বারে দাঁড়াইয়ে। (ওহে পতিতপাবন)
প্রভু স্থান দাও তব চরণ তলে,
আমায় ত্যজ না পাতকী বলে। (ওহে অধমতারণ)
প্রভু কৃপাসিন্ধু তব নাম,
আমায় কৃপা-বারি কর হে দান।
( ওহে কৃপাময় )। ৫৮৪ ॥

---

তোমার তরে তৃষিত প্রাণ।
কর হে প্রেমবারি দান।
দয়াঘন তুমি তৃষিত চাতক আমি,
করি বারিদান, বাঁচাও প্রাণ, ওহে প্রাণের প্রাণ।
( বারি পিয়াও দেখি ) ( মন চাতকে )
তুমি হে প্রেমশশী, আমি চকোর সুধা পিয়াসী,
মিটাইয়ে সাধ, ওহে প্রেমচাঁদ, করিব সুধাপান।
( সুধা পিয়াও দেখি ) ( মন চকোরে )
তুমি হে প্রেম-সিন্ধু, দাও প্রেম এক বিন্দু,,

করিব পান, জুড়াবে প্রাণ, গলিবে মন পাষাণ।
(তোমার বিন্দু প্রেমে)
মাতি ভক্তি-রস-রঙ্গে, ভাসি প্রেম তরঙ্গে,
তোমার নাম, খুলিয়ে প্রাণ, আজি করিব গান।
(দুঃখ দূরে যাবে—নাম গানে) ॥৫৮৫॥

---

(করুণা বুক্ক কিঞ্চিত—সুর)

প্রভু এস হে হৃদি মন্দিরে।
তোমার দীন হীন সন্তানে ডাকে নাথ।
(পাপে কাতর হয়ে) (ওহে দয়াল পিতা)
এসে তাপিত হৃদয় শীতল কর। (ওহে শান্তিদাতা)
একবার দেখে জীবন সফল করি। (অপরূপ রূপ)
এসে পাপীরে পবিত্র কর।
আমার বড় সাধ আছে মনে,
তোমায় হেরিব প্রেম নয়নে।
একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও,
হয়ে দীন হীনের পূজা লও।

তোমায় পাবার আশে আমরা ডাকি সবে,
দাসের বাসনা পূরাতে হবে। (বাঞ্ছা কল্পতরু) ॥ ৫৮৬॥

---

( করুণা কুণ্ড কিঞ্চিৎ—সুর )

দয়াল বল না ওরে রসনা।
সে নাম বল্‌বার এই ত সময় বটে।
সদা আনন্দে বদন ভরে।
ও মন এখন যদি, যদি না বলিবে,
তবে শেষের সে দিন কি হইবে। (একবার দেখ ভেবে)
সেই দয়াল নামে, নামে কতই সুধা,
যে নাম পিতে পিতে বাড়ে ক্ষুধা।
দয়াল বলিলে, আনন্দ হবে,
ওরে মনের আঁধার দূরে যাবে।
অনিত্য সংসারে, ভুলে থেক না রে,
জপ দয়াল নামটি ভক্তিভরে। (দিবানিশি) ॥৫৮৭॥

---

অশব্দ অস্পর্শ অরূপ অব্যয়।
দেখা না দিলে কে দেখ্‌তে পায় নাথ?

(তুমি দয়া করে) (মনের অগোচর)
কেবল অনুরাগে তুমি কেনা;
প্রভু বিনা অনুরাগ, করে যজ্ঞ যাগ,
তোমারে কি যায় জানা?
তোমায় ধন দিয়ে কে কিন্‌তে পারে?
(ওহে অমূল্য ধন)
(হৃদয় না দিলে হে) (জীবন না দিলে হে)।
তোমায় ভক্তি পুষ্পে, পুষ্পে যে জন পূজে,
(ওহে ভক্তবাঞ্ছাকল্পতরু হে)
তুমি আপনি এসে, দেখা দেও তার হৃদয় মাঝে।
(ডাক্‌তে না ডাকিতে) ॥ ৫৮৮ ॥

---

(অশব্দ অস্পর্শ—সুর)

পতিতপাবন অধমতারণ।
তোমার মহিমা কে বুঝ্‌তে পারে। (পাপীতাপী বিনে)
প্রভু দ্বারে দ্বারে নাকি ফের;
কত পাষণ্ড সন্তান, করে অপমান,
তথাপি ছাড়িতে নার।
প্রভু কাঙালেও নাকি এস,

একি ব্যবহার, বল, চমৎকার,
গলালে ধরিয়ে বস।
তুমি দীন জনে নাকি তার;
আমি ঘোর অহঙ্কৃত মোহে অভিভূত,
আমার উপায় কর।
প্রভু এসেছিনু যাব বলে.
এখন, সে পথ ঘুচিল, পাষাণ গলিল,
ভাসালে নয়ন জলে ॥ ৫৮৯ ॥

---

বল আনন্দ বদনে ব্রহ্ম নাম।
হল নিকটে আনন্দ ধাম।
হল দুঃখ অবসান,
পিতা আপনি কল্লেন বিধান করে ভক্তি দান;
আর ভয় নাই ভয় নাই পরিণাম।
দুখী তাপী যে থাক,
বদন ভরে সেই পিতার ডাক,একবার ডাকিয়ে দেখ;
সিদ্ধ হবে হবে মনস্কাম।
পিতা পরম দয়াল,

নামে আপনি কাটেন মায়া-জাল, ভবের জঞ্জাল;
হবে সুখ শান্তি অবিরাম।
দয়ার নিধি পিতা আমার,
পাপী সন্তানে অধিক তাঁর করুণা বিস্তার;
তিনি কভু কারও নহেন বাম ॥৫৯০॥

---

মনের আনন্দে বিভুগুণ গাও।
গাওরে আনন্দ মনে, বদন ভরে গাও।
দিনান্তে নিশান্তে গাও, পরমানন্দে গাও।
নির্ভয় নিশ্চিন্ত মনে, দিবা নিশি গাও।
(আর কিবা ভয় আছে রে)
ভয় ভাবনা ত্যজি, সদানন্দে গাও।
(মিছে কি হইবে ভেবে রে)
বিপদে সম্পদে গাওরে, সুখে দুঃখে গাও।
শয়নে স্বপনে গাও রে, যথা তথা গাও।
(আর কিবা কাম আছেরে)
নামগুণ গান করে, প্রেমরসে মত্ত হও।

গাইতে গাইতে পথে নির্ভয়ে চলে যাও।
(সংসার দুর্গম পথে রে) ॥৫৯১॥

---

দয়াল নাম লইতে অলস করো না রসনা,
যা হবার তাই হবে।
দুঃখ পেয়েছ (আমার মন রে) না আর পাবে,
ঐহিকের সুখ হল না বলে কি ঢেউ দেখে না ডুবাবে।
রেখ রেখ এ নাম সদা হৃদে ধরি,
অনায়াসে পার হবে ভববারি,
সচেতনে থেক, (মনরে আমার) দয়াল বলে ডেক,
এ দেহ ত্যজিবে যবে। ৫৯২ ॥

---

এমন সুধামাখা দয়াল নাম কেন নিলেনা রে মন।
এ নাম দেবতার দুর্লভ হয় রে, নামে পাষণ্ড করে দলন।
যোগী জপে যোগ ধ্যানে, ভক্ত রাখে হৃদাসনে,
এ নাম নিরুপায়ের উপায় হয় রে,
এ নাম পাপীদের সর্ব্বস্ব ধন।
(এ নাম আমাদের নিজস্ব ধন)

পুরাণ আদি করে তন্ত্র, শাস্ত্রেতে না পায় যার অন্ত,
পাপীদের দশা দেখে এ নাম কল্লেন বিতরণ ;
ওরে তবু নামের হয় না সীমা রে,
এ নাম হৃদয়ে না হয় ধারণ ॥ ৫৯৩ ॥

---

( এমন সুধামাখা দয়াল—সুর )

পতিতপাবন দয়াল নামে জুড়ায় জীবন।
যেন, অন্তরে সহস্র ধারে করে সুধা বরষণ।
সেই নামামৃত লোভে, যোগীজন ভক্তি যোগে,
মনের অনুরাগে করে কঠোর সাধন ;
তারা ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা, সার করে সেই নিত্য ধন।
( সকল ছেড়ে )
যে নাম সাধনের বলে, অপার আনন্দ মিলে,
স্মরণেতে পাপতাপ করে সে হরণ ;
কর আনন্দে সকলে মিলে দয়াময় নাম সংকীর্ত্তন।
ডাক তাঁরে প্রেমানন্দে, প্রাণভরে মনের সাধে,
পিতা দয়ালের চরণারবিন্দে, কর প্রাণ সমর্পণ।
( এ জনমের মত ) ॥ ৫৯৪ ॥

পতিতপাবন, ভকত-জীবন,
অখিলতারণ বল রে সবাই।
বল্ রে বল্ রে বল্ রে সবাই।
যাঁরে ড'ক্লে পাপী তবে যাবে।
ওরে এমন নাম আর পাবি না রে ॥ ৫৯৫ ॥

---

দয়াল বল জুড়াক্ হিয়া রে,
দয়াল বল জুড়াক্ হিয়ারে।
যাতনা সহে না প্রাণে রে।
পাপে তাপে প্রাণাকুল রে।
বিষয় বিষে অঙ্গ জ্বলে রে।
কারও কথায় ভুলো না রে।
ভুলাতে অনেক আছে।
মুদ্‌লে আঁখি সকল ফাঁকি রে।
কেউ সঙ্গে যাবে নারে। ( দয়াল নাম বিনে )
নাম বিনে আর কি ধন আছে রে।
( সংসারের মাঝে।

জীবনের সম্বল সে নাম রে।
অন্তিম কালের ধন রে।
নামে সকল দুঃখ দূরে যাবে রে ॥ ৫৯৬ ॥

---

দয়াময় নাম সাধন কর।
নামে মুক্তির ঘাট নিকট হবে,
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে।
নাম সাধনের এইত সময় বটে;
সময় গেলে আর ত হবে না।
নামে মহাপাপী তরে যায়। ( সেই দয়াল নামে )
এ নাম পরিত্রাণের মূল মন্ত্র।
যদি ভবনদী ( নদী ) পার হবে,
তবে ভাই ভগ্নী মিলে সবে নাম সাধন কর।
( এক হৃদয় হয়ে )
যদি ধনী হতে চাও ও সেই নিত্য ধনে,
তবে কপট ত্যজে সরল মনে।
যদি সুখী হতে চাও এই পৃথিবীতে,
তবে অলস ত্যজে সরল চিতে (প্রেমে মত্ত হয়ে)॥৫৯৭॥

দয়াময় কি মধুর নাম।

আমার নাম শুনে প্রাণ জুড়াল রে, কি মধুর নাম।
নামের বর্ণে বর্ণে সুধা ঝরে, কি মধুর নাম।
এ নাম কোথা ছিল কে আনিল, কি মধুর নাম।
এ নাম জীব তরাতে এসেছিল, কি মধুর নাম।
এ নাম তোমরা বল আমরা শুনি, কি মধুর নাম।
নামে শুষ্ক তরু মুঞ্জরিল, কি মধুর নাম।
নামে মরা মানুষ বেঁচে গেল, কি মধুর নাম।
আমার নামে অঙ্গ শীতল হল, কি মধুর নাম।
আমার পাপ তাপ সব দূরে গেল, কি মধুর নাম॥৫৯৮॥

---

ও দিন গেল দয়াল বল না, মন রসনা।
ও মন দয়াল নাম সাধন হলে শমন ভয় আর রবে না।
ওরে শোন্ রসনা সমাচার, দয়াল নামটী কর সার,
যদি ভবে হবে পার;
আর মিছে মায়ায় বদ্ধ হয়ে কুপথগামী হয়ো না।
ওরে ভাই বন্ধু যত হয়, কেবল পথের পরিচয়,
ও মন কেহ কারো নয়;

মিছে আমার আমার আমার বল,
আমার কে তা চিন্‌লে না ॥ ৫৯৯ ॥

---

সদা দয়াল দয়াল দয়াল বলে ডাক্‌বে রসনা;
যাঁরে ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হবে রে, যাবে যম যন্ত্রণা।
আপন আপন কারে রে বল,
এসেছিলে ভবের হাটে মিছে দিন গেল;
ও ভাই মোহ মায়ায় মুগ্ধ হয়ে রে,
মিছে খলা আর খেলনা।
শমন এসে বাঁধ্‌বে রে যখন,
কোথায় রবে ঘর দরজা কোথায় রবে ধন;
তখন বন্ধু জনায় বিদায় দিবে রে,
সাথের সাথী কেউ হবে না ॥ ৬০০ ॥

---

পড়ে অকূল ভব সাগরে, তাই প্রভু ডাকি তোমারে।
আমি তরঙ্গে ডুবিয়ে মরি, আমায় উঠাও হে কেশে ধরি,
আশ্রয় বিষয় গাছের তলা, কিছু আমার নাই,
যা করেছে নিজ গুণে তোমারি দোহাই;

তুমি দীনবন্ধু নাম ধরেছ,
একবার দীনের প্রতি চাও ফিরে ॥ ৬০১ ॥

---

পড়িয়ে ভব-সাগরে, ভাসি অকূল পাথারে,
একবার দেখ হে ভব-কাণ্ডারী।
আমরা যে দিকে চাই না দেখি কূল,
তাইতে ভাবিয়ে হতেছি আকুল,
হে দয়াময়, অকূলে কূল দেও কাতরে।
তোমার দয়াময় নাম শুনে,
আমরা এসেছি সব পাপীগণে,
নিজ গুণে, পার কর অধম নরে।
একে ভবনদীর তুফান ভারি,
তাহে তরঙ্গ দেখিয়ে ডরি,
চরণ তরী দিয়ে পার কর অধম নরে ॥ ৬০২॥

---

প্রকাশ যদি হৃদি কন্দরে।
আমি তবে জানি নাম চিন্তামণি,
কৃপাময় কৃপানিধি।

এবার পাপীকে তরাতে হবে,
অতএব ডাকি নিরবধি।
তুমি পঙ্গুরে লঙ্ঘাও আকাশ,
তুমি বামন জনে চাঁদ ধরাও নাথ,
তুমি গোষ্পদের ন্যায় পার কর হে
অকূল ভব-জলধি ॥ ৬০৩ ॥

---

বড় আশা করে, প্রভু তব ঘরে,
এসেছে অধম জন।
মুখ নিরখিবে, নয়ন জুড়াবে,
গলিবে পাষাণ মন। (তোমার রূপ হেরে)
যাইবে যাতনা, পূরিবে বাসনা,
নিবিবে পাপ দহন। (তোমার পুণ্যনীরে)
প্রেমেতে ডুবিব, আনন্দে মাতিব,
পাইব পরম ধন। (আজি হৃদয় ভরে)
তুমি প্রেমমণি, তুমি রত্নখনি,
তুমি হে হৃদি-ভূষণ। (হৃদয়-রতন তুমি)

নেত্রের কজ্জল, আত্মার সম্বল,
তুমি হে প্রাণ-রমণ ( ওহে হৃদয় সখা )
হৃদয়ের স্বামী, তোমারি হে আমি,
তুমি হে জীবন ধন। (আমি তোমারি নাথ)
এ দাসে কিনিয়ে, নিজের করিয়ে,
রাখহে দীন শরণ ( ঐ চরণতলে ) ॥৬০৪॥

---

এই প্রার্থনা দীনজনের হে দীননাথ।
বিষয় বিষ হ্রদে যেন ডুবিনা হে ॥
আমায় কখন ত্যাগ কর নাই তুমি ;
( সাধু পাপী আমি যা হই হে )
যেন তোমায় ত্যাগ না করি আমি হে।
আমায় সম্পদে বিপদে রাখ,
(তুমি যা কর সেই ভাল হে )
ও নাথ তুমি আমার হৃদয়ে থেক হে।
যে সুখ তোমাকে ভুলায়ে রাখে,
( নানা প্রলোভনে হে )
আমার কি কায আছে এমন সুখে হে।

যে দুখ আমার নেয় তোমার নিকটে ;
আমার সুখ হতে সে দুখ বন্ধু বটে হে ॥৬০৫॥

---

এই ত মানব জীবন ভাই।
এই আছে আর এই নাই।
যেমন পদ্ম পত্রের জল চলে সদাই ;
তেমনি দেখিতে দেখিতে নাই।
আজ গেল আবার পরে যাবে কেহ ;
অনিত্য এই মানব দেহ ;
তবে কেন অহঙ্কারে বল মত্ত সদাই।
যদি যেতে হবে জান নিশ্চয়,
তবে বৃথা কেন হারাও সময় ;
চিন্ত অন্তের উপায়, কর এখন সত্যাশ্রয়।
সময় যা যাবার তা গেছে চলে,
আর হারাও কেন মায়ায় ভুলে ;
কাতর হয়ে ডাক ও ভাই দীনবন্ধু বলে ॥৬০৬॥

---

দরশন দাও দীনবন্ধু।
কাঙ্গাল ডাকে তোমায়।
পাপী ডাকে তোমায়।
প্রাণ কেমন করে। না হেরে তোমায়।
হৃদয় আঁধার দেখি। ও নাথ তোমা বিনা।
ওহে প্রেম চন্দ্র, হৃদয় আঁধার ঘুচাও।
নাম শুনে এলেম। দয়াল নাম শুনে এলেম।
তুমি পাপী তরাও, এই নাম শুনে এলেম ॥৬০৭॥

---

হৃদে প্রকাশে আনন্দ চন্দ্র যখন।
আনন্দে উথলি উঠে হৃদয় সাগর তখন।
আনন্দ উল্লাসে ভাসে অনন্ত জগত তখন।
পবন আনন্দ ভরে, সাধক হৃদে সঞ্চরে,
( আনন্দ চন্দ্রের প্রকাশে )
সহস্র-কিরণ করে আনন্দসুধা বিতরণ।
তরুলতা বনস্পতি, গিরিগুহা গিরিপতি,
জলনিধি স্রোতস্বতী, আনন্দ স্রোত করে বহন।

দূরে যায় সংসার দুঃখ, নিরখি সেই প্রেমমুখ,
ব্রহ্মানন্দ উথলিয়া হৃদয় হয় রে স্বর্গ ভুবন ॥৬০৮॥

---

ওহে দয়াময়, নামে মুক্তি হয়,
তাই ডাকি তোমায়।
আমি করি এই প্রার্থনা, পূরাও হে মনের বাসনা,
নামের ভিখারী কর হে হয়ে সদয়।
তোমার নামের গুণ নাথ, কে বর্ণিতে পারে,
রসনা অবাক্ হয়, মন বুদ্ধি হারে।
তোমার দয়াল নামের এমনই গুণ হে। ধুয়া।
অন্ধ চক্ষু পায়, খঞ্জ হেটে যায়,
বোবা গীত গায় বধীর শুনেছে।
শুষ্ক তরুচয়, মুঞ্জরিত হয়,
ফলফুলে কিবা শোভা পায় হে।
হৃদয় কানন, হয় তপোবন,
অমা নিশায় হয় চন্দ্রোদয় হে।
মরুভূমিচয়, হয় জলাশয়,
প্রেমের তরঙ্গ তায় উঠে হে।

কলঙ্ক আচ্ছন্ন, হৃদয় দর্পণ,
স্বচ্ছ পরিচ্ছন্ন হইয়ে যায় হে।
ষড় রিপু আদি, হৃদয় মনের ব্যাধি,
ভজনের বাদী পরাস্ত হয় হে।
পাষাণ মন গলে, নয়ন ভাসে জলে,
হৃদি সরোবরে কমল ফুটে হে।
পাপ তাপানল, হয়ে যায় শীতল,
প্রেম সমীরণ হৃদে বহে হে।
অসম্ভব সম্ভবে, স্বর্গ হয় ভবে,
মনুষ্য দেবতা হইযে যায় হে।
নাম রস পানে, কত ভক্ত জনে,
ক্ষুধা তৃষ্ণা সব, ভুলিয়ে যায় হে।
দিয়ে দয়াল নাম, উদ্ধার কর হে আমায় ॥৬০৯॥

---

কি রূপে বলিব সেইরূপ, সেত বলিবার নয় রে।
অপরূপ অরূপ কথায় বলিবার নয় রে।
(কেবল প্রেম নয়নে দেখিবার)
সেরূপ অনুপম, অতুল, ভক্তিতে হৃদয়ঙ্গম।

জন্ম অন্ধে কি বুঝিতে পারে,
কি অপূর্ব্ব শোভা শশধরে।
কেবল প্রেমিক ভকত জনে,
দেখে সে শোভা আনন্দ মনে।
( দেখিলে প্রাণ শীতল হয় )
যদি করিবে হে দরশন, কর চিত্ত সংযম,
শান্তমনে কর যোগ সাধন। ( ত্যজিয়ে বিষয় বাসনা)
বৈরাগ্য সাধন কর, অসার সংসার ছাড়,
এক দৃষ্টে চাহ তাঁর পানে, হৃদি মন্দিরে হে ;
( তৃষিত ব্যাকুলান্তরে )
সেই সুন্দর রূপ-নিধান, হেরিলে জুড়ায় প্রাণ।
( কথায় বলিবার নয় রে,চক্ষে দেখবার নয় ) ॥৬১০॥

---

দয়াল নামের যদি করেছ ভাই সুধাপান,
তবে থেক না মোহে আর অচেতন।
নামে পাতকী তরে যায়, অনন্ত জীবনপায়,
বল বল হে বদনভরে সর্ব্বক্ষণ।

পাপতাপে পুড়ে মরি, দেখ সব নর নারী,
হাহাকার করিতেছে না দেখি উপায় ;
তুমি পাইয়ে দয়াল নাম, রবে ববে কি হয়ে বাম,
পিতার করুণা বলিতে কি লজ্জা হয়।
এস এস ভাই মিলে, মহানন্দে প্রেমে গলে,
দ্বারে দ্বারে গিয়ে করি দয়াল নাম কীর্ত্তন ;
পাপ যন্ত্রণা দূরে যাবে, তাপিত হৃদয় শীতল হবে,
এ নাম শ্রবণে কীর্ত্তনে হয় পরিত্রাণ ॥৬১১॥

---

আর কত দিন তোমায় ছেড়ে থাক্‌ব বল নাথ।
দিয়ে দরশন, রাখ এ জীবন, হে কাঙ্গালের ধন।
আব কত দিন দয়াময়, কব্‌ব হে হাহাকার,
যাতনায় হে ; ( এই বিষম রোগের যাতনায় হে )
জ্বলিতেছি দিবারাত।
কবে বল্‌ব হে ঘরে ঘরে, কাঙ্গাল দেখে প্রভু মোরে,
দিয়েছেন পরিত্রাণ ॥৬১২॥

---

প্রাণ আকুল হল।
না হেরিয়ে প্রভু তোমারে;
মন যে কেমন করে, প্রকাশিব কেমনে বল।
আমি সহিয়ে অনেক দুখ, চেয়ে আছি তব মুখ,
আশা মনে পাব পরিত্রাণ;
দুখ পাসরিব হে ( তোমায় হেরে )
হায় সে দিন কবে হবে নাথ।
করি দয়াল নাম সংকীর্ত্তন, আনন্দে হব মগন,
প্রেমধারা নয়নে বহিবে,
তাপিত হৃদয় শীতল হবে হে।
সদা বিরলে তোমার সনে, রহিব মগন ধ্যানে,
রূপ হেরি জুড়াব নয়ন; (অপরূপ রূপমাধুরী হে)
অনিমেষ নয়নে।
নামামৃত পান করি, আনন্দে দিবা সর্ব্বরী,
ভক্তিভাবে সেবিব চরণ;
মনের আশা পূর্ণ করে হে। ( সকল পরিহরি হে )
দয়াময়! সেই বিচিত্র মূরতি,
যাহা প্রাণ ভরে কভু দেখি নাই নাথ!

বড় সাধ মনে হে ; ( প্রাণ ভরে হেরি )
আমি অপরাধী পাপেতে মলিন,
পাপান্ধ নয়নে হেরিব কেমনে হে।
তুমি বাঞ্ছা কল্পতরু, আশা পূর্ণ কর হে
দেখা দিতে যে হবে ;
( পাপী উদ্ধারিতে দেখা দিতে যে হবে )
তোমার অদর্শনে, বাঁচিব কেমনে,
( পিতা পাপীর দিন কি এমনি যাবে হে )
আর নাহি সুখ এই পাপ জীবনে,
নাথ, তোমা বিনে সকলি আঁধার হে ;
ওহে জীবনে মরণ সম, আছি নাথ চিরদিন হে,
কোথায় গিয়ে জুড়াব হৃদয় হে ;
আর সহে না কাতর প্রাণে, দয়া কর দীনজনে,
দেখা দিয়ে পূরাও বাসনা; (আর কিছু চাহি না নাথ)
এই পাপ জীবনে কবে দেখা দিবে হে বল ॥ ৬১৩॥

---

পাপে তাপে জলে আজ জুড়াতে জীবন,
নাথ এলাম তোমার দ্বারে।

তুমি অন্তর্যামী, জান অন্তরের দুঃখ,
কি আর বলিব তোমারে।
নাথ! নিজ পাপ মনে হলে আশা নাহি রয়,
নিরুপায়ের উপায়, তুমি ওহে দয়াময়।
(তাই তোমার দ্বারে এসে কাঁদি হে)
(তুমি নাকি মরম জান)
আমি দীনহীন অধম তনয়;
নিলাম তোমার ও চরণে আশ্রয়।
নাথ! মম মন মকরের তুমি সুধাসিন্ধু,
মম মন চকোরের তুমি পূর্ণ ইন্দু।
(তাই প্রাণ তোমায় ছেড়ে রইতে নারে হে)
তুমি যদি উপেক্ষিবে, তবে কেমনে জীবন রবে ॥৬১৪॥

---

প্রাণ সখা হে! এস হে, এস ও দয়াময়।
তোমায় দীন হীন কাঙ্গালে ডাকে হে।
(এস হে ও দয়াল প্রভু)
তোমায় না দেখিলে রইতে নারি হে।

একবার হৃদয় মাঝে উদয় হও ;
(এস হে কাঙ্গালির নিধি হে)
হোয়ে দীন হীনের পূজা লও হে।
ওহে পতিতপাবন হে, এসে পাপীরে পবিত্র
কর হে।
তোমায় দেখে হৃদয় শীতল করি হে॥ ৬১৫॥

---

প্রভু দয়াল, সাধু মুখে আমি শুনেছি,
অকূল পাথারে পড়ে ডাক্‌তেছি।
আমায় দিয়ে চরণ তরি, উঠাও উঠাও হে কেশে ধরি,
আমি আশা করিযে চেয়ে রয়েছি।
অস্পৃশ্য পামর আমি, দয়ার ঠাকুর তুমি,
অগতির গতি প্রভু মনে জেনেছি;
তুমি করিয়ে অধম তারণ, নাম ধর পতিতপাবন,
তা ত অধম জনা হতে জেনেছি।
করিতে পাপী উদ্ধার, হয়েছ প্রকাশ এবার,
মোর সমান পাপী প্রভু কোথা পাবে আর ;

প্রভু যে তোমার শরণ লয়, তার দশা এমন কি হয়,
আমি পাপার্ণবেতে ডুবে রয়েছি ॥ ৬১৬ ॥

---

হৃদে হেব্‌ব আর অভয় চরণ পূজ্‌ব হে।
তোমার দরশনে দীনবন্ধু জীবন্মুক্ত হব ॥
তোমার প্রেমামৃত পানে ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবারিব।
( ক্ষুধা দূরে যাবে হে )
তোমার ভ্রাতা ভগ্নী মিলে প্রীতি-পুষ্পাঞ্জলি দিব।
( তোমার অভয় পদে হে )
তোমার প্রেমসিন্ধুনীরে তাপিত হৃদয় জুড়াইব।
( জ্বালা দূরে যাবে হে )
তোমার দয়াময় নাম সংকীর্ত্তনে আনন্দে মাতিব।
( মাতিব আর মাতাইব হে )
তোমার আনন্দময় রূপ হেরি আনন্দে মাতিব।
তোমার দেখে শুনে চক্ষু কর্ণের বিবাদ ভাঙ্গিব।
তোমার পুত্রকন্যাগণে প্রেম নয়নে হেরিব ॥ ৬১৭ ॥

---

হৃদয় পরশমণি আমার।
নয়নের ভূষণ আমার বিভু দরশন,
বদনেব ভূষণ আমার নাম সঙ্কীর্ত্তন;
ভূষণ বাকি কি আছেবে, জগচ্চন্দ্র হাব পরেছি।
হস্তেব ভূষণ আমার সে চবণ সেবন,
কর্ণের ভূষণ আমার সে নাম শ্রবণ,
ভূষণ বাকি কি আছেরে, প্রেমমণি হার পবেছি॥৬১৮॥

---

বড় আশা করে, তোমার দ্বাবে এসেছি ওহে দয়াময়।
প্রভু তুমি পতিতপাবন, নিলাম চরণে শরণ,
যেন এ দীনেব মনোবাঞ্ছা পূর্ণ হয়।
এই সংসার প্রলোভনে, কাঁপে প্রাণ নিশিদিনে,
তাইতে এসেছি এখানে; (হে)
অভয় চরণ দানে এ দীনে কর অভয়।
আমি চাই না হে ধন মান, চাই না যশ অভিমান,
কর যোড়ে করি নিবেদন; (হে)
যেন এ দীনে শ্রীচরণে পায় আশ্রয়॥৬১৯॥

---

আর বলব কি যেমন তোমার ইচ্ছা হয়,
দীনবন্ধু হে।
হয় রাখ সুখে, নয় রাখ দুখে,
তোমার সম্পদ বিপদ, আমার দুই সমান;
তুমি যে বিধি কর বিধি, সেই হয় মঙ্গল বিধি,
গুণ নিধি হে,
ঘোর বিপদেও বলব তোমায় দয়াময়।
আমি না জানি স্তব স্তুতি, তথাপি পাব মুক্তি,
তব উক্তি হে,
তোমার দয়া বিহনে পাপী কোথায় যায়॥ ৬২০ ॥

---

( আর বলব কি—সুর )

নাথ, আমার এই ভাবে যায় হে যদি এ জীবন।
আমার গতি কি হবে হে অধমতারণ।
হয়ে অনিত্য সুখের অধীন,
ইন্দ্রিয় বশে গেল চিরদিন,
আমার কুভাবই স্বভাব হয়েছে এখন।

স্মৃতি, বুদ্ধি, মন, শ্রবণ, লোচন,
সব দিয়েছিলে হে যত প্রয়োজন ;
আমি তোমারি দত্ত ধনে, বাদ সাধিলাম তোমার সনে,
এখন ধনে প্রাণে বুঝি হলাম নিধন ॥ ৬২১ ॥

---

( আব বল্‌ব কি যেমন—সুর )

একটী ভিক্ষা আজ দিতে হবে হে আমায়,
দীনবন্ধু হে ।
ঐ অভয় চরণ, পেতে আকিঞ্চন,
নিয়ে কর্‌ব হে হৃদয়ের ভূষণ ;
নিত্য ভক্তি জলেতে ধোব, নয়ন ভরে দেখিব,
বাসনা হে ;
বল্‌ব কৃতার্থ করেছেন আমায় দয়াময় ।
কি স্বদেশে, কি বিদেশে,
নিয়ে রাখ্‌ব হে, হৃদয়ে গেঁথে ;
পাপ যন্ত্রণা দূরে যাবে, বিপদ সম্পদ হবে,
দীননাথ হে ;
তুমি কৃপা করিয়া একবার হও সদয় ॥৬২২॥

(আর বলব কি—সুর)

পাপী জনে কেন এত দয়া হয়, দয়াময় হে।
আমি ছেড়ে তোমায়, থাকি ঘোর মায়ায়,
আন বেশে ধরে পূজিতে তোমায়;
আমি জেনেছি দয়াময়, ঐ নামে তরে যায়,
পাপী তাপী হে,
তুমি কৃপা করিয়ে মোরে দাও অভয়।
কি সম্পদে, কি বিপদে,
রেখ অধমের ভক্তি ও পদে;
নিত্য ভৃত্য করিয়ে রেখ, চিরদিন কাছে থেক,
ছেড়না হে;
যেন ডাকিলে পাপী তোমার দেখা পায় ॥৬২৩॥

---

(আর বলব কি—সুর)

নাথ আমায় করুণা করিবে না কি বলে;
কারে বঞ্চিত করেছ হে কোন কালে।
পাপে তাপে তৃষিত হয়ে,
একবার যে ডাকে আকুল হৃদয়ে,

তারে শীতল কর কৃপা-সিন্ধু-জলে।
কত কুপুত্র তোমার দেখ্‌তে পাই,
তব ত্যাজ্যপুত্র কভু শুনি নাই;
হয়ে সহস্র অপরাধী, কাতরে একবার কাঁদে যদি,
তারে তখনি তনয় বলে লও কোলে ॥৬২৪॥

---

হে দীনবন্ধু, অপার প্রেমের সিন্ধু, জগতবন্ধু,
আমাদের মনোবাঞ্ছা করহে পূরণ।
আমরা জানি না কেমন করে, পূজিব হে তোমারে,
একবার দয়া করে, দেও তোমার ঐ চরণ।
আমরা পাপ ভার স্কন্ধে লয়ে,
আছি তোমার দ্বারে দাঁড়ায়ে,
একবার দেখা দিয়ে, (পাপী বলে,) কর হে
দুঃখ-মোচন ॥৬২৫॥

এস দয়াল দীনবন্ধু, প্রেমসিন্ধু হে।
প্রভু, বলেছ বলেছ তুমি (পাপীর দশা দেখে হে)
কাঙ্গাল ডাকিলে আসিব আমি।
আমি এই মনে আশা করি হে,

## ষষ্ঠ অধ্যায়।

তোমার ঐ চরণ হৃদয়ে ধরি।
আমি তোমা ছাড়া রইতে নারি হে,
( ওহে দয়াল প্রভু হে )
আমায় দেখা দেও হে কৃপা করি ॥ ২৬ ॥

---

এস হে এস ওহে প্রভু কাঙ্গাল-শরণ ;
একবার হৃদয় মাঝে দেও হে দরশন।
তোমার দীন হীন সন্তানে ডাকে, এস হে,
ডাকে পড়িয়ে ঘোর বিপাকে।
এদের নাই কো পিতা নাই কো মাতা, এস হে,
কেবল তুমি মাত্র সহায় হেথায়।
পাপী যাবে না তোমায় ছেড়ে, এস হে,
একবার এস প্রভু কৃপা করে।
তুমি দুঃখী তাপীর পিতা মাতা, এস হে,
এরা তোমায় ছেড়ে যাবে কোথা।
তুমি নিরুপায়ের একই আশা, এস হে,
ও নাথ দেখে যাও পাপীর দশা।

এরা পাপার্ণবে ডুবে মরে, এস হে,
নাথ থেক না তাদেরে ভুলে ॥ ৬২৭ ॥

---

পিতা গো দেখা দেও,
আমায় দেখা দিয়ে প্রাণ বাঁচাও ।
আমি তোমারি নাথ, তোমারি চিরদিন,
তোমার দীনহীন অধম তনয় ।
আমি একাকী অরণ্য মাঝে,
আমার ভয়ে অঙ্গ অবশ হল ।
ওহে কোথায় রইলে হৃদয়ের ধন,
কোথা রইলে প্রাণসখা, দেখা দেও ।
আমি আর যাব না পিতা তোমায় ছেড়ে,
আমায় ক্ষম এবার দয়া করে ॥ ৬২৮ ॥

---

দেখা দেও পাপী জনে, ওহে পতিতপাবন ।
হয়ে অচেতন, আছি হে নাথ জীবন্মৃত প্রায় ।
তোমায় ছেড়ে এ জীবন অন্ধকারময়,
উদ্ধার কর হে পিতা দিয়ে পদাশ্রয় ।

কেমনে দেখিব তোমায় এ পাপ নয়নে,
হয়ে অন্ধ প্রায় ভ্রমিতেছি সংসার কাননে।
কত দিন আর থাক্‌ব বল না দেখে তোমায়,
একবার আসি হৃদয়মাঝে হও হে উদয় ॥ ৬২৯ ॥

---

সত্যং শিব সুন্দর রূপ ভাতি হৃদিমন্দিরে।
নিরখি নিরখি অনুদিন মোরা ডুবিব রূপ-সাগরে।
(সে দিন কবে বা হবে) ( দীন জনের ভাগ্যে )
জ্ঞান অনন্ত রূপে পশিবে নাথ মম হৃদে,
অবাক হইয়ে অধীর মন শরণ লইবে শ্রীপদে।
আনন্দ অমৃতরূপে উদিবে হৃদয় আকাশে,
চন্দ্র উদিলে চকোর যেমন ক্রীড়য়ে মন হরষে,
আমরাও নাথ তেমনি রূপে মাতিব তব প্রকাশে।
শান্তং শিব অদ্বিতীয় রাজ-রাজ চরণে,
বিকাইব ওহে প্রাণ সখা, সফল করিব জীবনে ;
এমন অধিকার কোথা পাব আর স্বর্গ ভোগ জীবনে।
( সশরীরে )
শুদ্ধমপাপবিদ্ধং রূপ হেরিয়ে নাথ তোমার,
আলোক দেখিলে আঁধার যেমন যায় পলাইয়ে সত্বর ;

তেমনি নাথ তোমার প্রকাশে পলাইবে পাপ আঁধার।
ওহে ধ্রুবতারা সম হৃদে জ্বলন্ত বিশ্বাস হে,
জ্বালি দিয়ে দীনবন্ধু পূরাও মনের আশ;
আমি নিশিদিন প্রেমানন্দে মগন হইয়ে হে;
আপনারে ভুলে যাব তোমারে পাইয়ে হে।
( সে দিন কবে হবে হে ) ॥ ৬৩০ ॥

---

এই বাসনা মনে, যেন মায়ায় ভুলে তোমায় ভুলি নে,
নিরন্তর রাখ্‌ব তোমায় নয়নে নয়নে।
ঘোর বিপদ কালে দিও দরশন,
করো অভয় দান এ দুর্ব্বল সন্তানে।
মৃত্যু সঙ্কটে থেকো নিকটে,
যেন ভয় পেয়ে হারাই নে তোমায়;
ওহে অনাথ-নাথ অনন্ত জীবনের সহায়,
সেই অন্তিমকালে, যখন সবে যাবে ফেলে,
তখন স্থান দিও দাসে অভয় চরণে ॥ ৬৩১ ॥

---

আর কিছু নাহি চাই, যেন এই ভিক্ষা পাই।
হৃদয় মন ঐক্য করে, যেন এ জনমের তরে,
আমি সর্ব্বস্ব সঁপিতে পারি হে তোমায়।
মায়ের কোলে শিশু যেমন, থাকে চিন্তাভয়হীন;
হিতাহিত যত তার, সকলই মায়ের ভার,
সেই ভাবে রাখ যদি হে আমায়।
রূপ গুণ অভিমান, সুখ স্বাস্থ্য ধন মান,
এ সব বিষয় বাসনা, এই অনিত্য কামনা,
যেন মনেতে স্থান আর নাহি পায়॥৬৭২॥

---

তুমি দয়াময় দয়াময় দয়াময় হে তুমি দয়াময়।
আমি জেনেছি হে (ওহে দয়ার ঠাকুর) এই পাপজীবনে,
পাপী ডাকলে তোমায় দেখা পায়।
নিরাশ-কূপে পড়েছিলাম, সকল আঁধার দেখ্‌তেছিলাম,
তুমি এসে বল্‌লে নাই ভয় তনয়।
পাপী সন্তান বলে তোমার এত দয়া,
আমি দেখি নাই এমন পিতা কোথায়।
দীনে দয়া যদি করেছ, চরণতলে যদি এনেছ,

তবে ঐ চরণে বাঁধ আমায়।
আজ হতে আমি বল্‌ব সবায়,
পিতা বিপদে দিয়াছেন অভয় ॥ ৬৩৩ ॥

---

কোথায় দয়াময়, ডাকি কাতর হৃদয়ে তোমায়।
দীনের প্রতি কর একবার করুণা।
পিতা আমি তোমার দ্বারে ভিখারী;
বড় আশা করি,
পড়ে আছি চরণ তলে দিবা শর্ব্বরী;
একবার চেয়ে দেখ কাঙ্গাল বলে,
যন্ত্রণায় মরি জ্বলে,
আমি এ পাপ-জীবন আর যে নাথ বহিতে পারি না।
ও নাথ, সাধু মুখে শুনেছি বচন,
লয়ে ও পদে শরণ,
কত মহাপাপী পাইয়াছে অনন্ত জীবন;
তোমার করুণাময় নামের গুণে,
বীজ অঙ্কুরিত হয় পাষাণে,

আমি তাই শুনে এসেছি নাথ, আর ত কিছুই
জানি না ॥ ৬৩৪ ॥

---

পাপে চিরদিন মজে, পাষাণ সমান কঠিন,
হয়েছে মন, ফেরালে আর ফেরে না।
এখন হল দিন অবসান, ভয়ে কাঁপে প্রাণ,
কি করিলাম কি হইল, কি হবে বিধান।
নিদ্রাভঙ্গ হয়ে এখন, দেখি চৌদিকে বেড়া হুতাশন,
আমার আর উপায় নাই, ডাকি হে তাই,
কর নাথ কর করুণা ॥ ৬৩৫ ॥

---

আমি পাপ তাপে জর জর, তুমি করুণার সাগর,
তাই তোমারে ডাকি দয়াময়।
(ওহে অনাথ শরণ) (তোমা বিনা গতি নাই আর)
আমি পাপবিষ করেছি পান,
আমার কর কর কর ত্রাণ,
চরণে শরণাপন্ন হে। (পাপীর গতি নাই আর)
(একবার চেয়ে দেখ নাথ) ॥ ৬৩৬ ॥

এ প্রাণ ধরি, আমি বল্‌তে নারি,
ওহে যে দুঃখেতে তোমা বিনা, নাথ।
প্রাণ মন, তুমি আমার সর্ব্বস্ব ধন,
কেমনে তোমা বিনা ধরি জীবন, নাথ।
বল্‌ব কি আর, আমি বলতে নারি,
যদি ঘুচাও দুখ দয়া করি, নাথ।
(পাপী অধম বলে) ॥ ৬৩৭ ॥

---

প্রাণ কাঁদে মোর বিভু বলে, কোথা তারে পাই।
পাপ মন কি সে ধন পাবে, পাপ তাপ দূরে যাবে,
জয় জগদীশ বলে ডাক্‌ব উভরায়।
আমি পাপী দীন হীন কেমনে পাব সে ধন রে;
কবে প্রেমধামে যাব, আনন্দিত হব,
পিতাকে দেখিব নয়ন ভরিয়ে।
পিতা দয়াময় হে;
সে দিন আমার কবে হবে, দুঃখের দিন যাইবে,
একেত দয়াল পিতা, তাহে পাপীগণ ত্রাতা রে!

কত মহাপাপী জন, উদ্ধার হইল।
তাই ভেবে ডাকিতেছি কোথায় দয়াময় ॥৬৩৮॥

---

এই লও আমার প্রাণ মন।
এই লও আমার প্রাণ মন,
এই লও আমার জীবন ধন,
এই লও আমার জীবন ধন,
এই লও আমার সর্ব্বস্ব ধন।
আমি আর কিছু ধন চাই না পিতা,
কেবল তোমার শ্রীচরণ।
ভিক্ষা এই তব স্থানে, দেও স্থান ও চরণে,
পাপী অধম সন্তানে, করে কৃপা বিতরণ।
ইচ্ছা এই হৃদয় মাঝে রাখ্‌ব যতনে,
প্রীতি ভক্তি উপহার দিব চরণে,
প্রেম নয়নে হেরিব সুখে সম্ভোগ করিব,
সর্ব্বদা সঙ্গে থাকিব, এই মম আকিঞ্চন।
তোমার ধন তোমায় দিয়ে নিশ্চিন্ত হব,
সরল অন্তরে তব ইচ্ছা পালিব;

বাসনা নিবৃত্ত হবে, অভিমান দূরে যাবে,
পবিত্র প্রেমপ্রভাবে, বিচ্ছেদে হবে মিলন ॥৬৩৯॥

---

আজ হতে, তোমার হাতে, আমি সঁপিলাম আমায়।
ওহে দেখো যেন, দীন দুঃখী, প্রাণে রক্ষা পায় ॥
আমার নিশিদিন, বিষাদে হে, সমভাবে যায়।
বল এ আগুণ, তোমা বিনে, কে আর নিভায় ॥
ওহে অন্তর্যামি, কি আর আমি, জানাব তোমায়।
তুমি দেখিতেছ, কৃপানিধি, আছি যে দশায় ॥
আমার এই মিনতি, অন্তে রেখ, চরণ-ছায়ায়।
তোমায় দেখিতে দেখিতে যেন প্রাণ বাহিরায় ॥৬৪০॥

---

কার কাছে যাব বল, ওহে অনাথ-শরণ।
আমার আর কেহ নাই, এসংসারে, জীবনের জীবন ॥
কোথায় নাথ! তোমায় ছেড়ে, করিব গমন।
ওহে মর্ম্মব্যথা, কে বুঝিবে, কে আছে এমন ॥
দুঃখীর সম্বল নাথ, তোমার ঐ চরণ।

আমি জন্ম দুখী, তাই হে ডাকি, দাও দরশন॥
কৃপার নিধান তুমি, করি হে শ্রবণ।
একবার কৃপা করে,চাও হে ফিরে, অধম তারণ॥৬৪১॥

---

এসো এসো প্রাণ সখা, প্রাণ মাঝে দাওহে দেখা,
তোমা হেরে জুড়াই জীবন।
তোমাব বিহনে, কি সুখ জীবনে,
ধন মানে নাহি প্রযোজন। (ওহে প্রভো)
প্রভু! তোমার রূপ মাধুরী, যোগীজন-মনোহারী,
নয়নে হেরিব অনুক্ষণ, (ওহে প্রভো)
হেরে মন গলে যাবে, প্রাণ মন উথলিবে,
প্রেমনীরে হইব গমন। (তোমার প্রেম সাগরে)
প্রভু। তব পদ শতদল, হৃদয়ে করে সম্বল,
অনুদিন করিব সেবন; (ওহে প্রভু)
দেহ মন প্রাণ দিয়ে, অনুগত দাস হয়ে,
তোমারি রহিব অনুক্ষণ।
(চির জীবনের তরে হে)॥৬৪২॥

---

ব্রহ্মসনাতনে আনন্দ অন্তরে ডাক।
সবে মিলে খুলে দাও হৃদয়-দুয়ার;
মানব জীবন সফল কর, স্মরণে পিতার।
নৃত্য কর প্রেমানন্দে হইয়ে মগন;
দয়াল বল দেহে প্রাণ আছে যতক্ষণ।
ছিন্ন হবে হৃদয়-গ্রন্থি, স্মরণে তাঁহার;
নবজীবন পাবে ভবে হইবে উদ্ধার॥
ব্রহ্মানন্দে মগ্ন হয়ে, কর তাঁর ধ্যান;
নামগানে নামানন্দরস কর পান।
ব্রহ্মযোগে যোগী হয়ে, জাগ দিবারাতি;
জেগে, অনিমেষে দেখ প্রভুর মোহন মুরতি।
প্রাণনাথের শ্রীচরণে পড় সবে ভাই;
ঐ চরণ বিনা এসংসারে গতি যে আর নাই।
প্রণমিয়ে প্রাণেশ্বরে ধন্য হওরে মন;
সচেতনে হৃদে রেখ, করিয়ে যতন॥
(দেখ যেন ভুলনারে, জেগে যেন ঘুমাইওনারে)॥৬৪৩॥

দয়াময় বলে আমরা তাই ডাকি।
তুমি অধমতারণ পতিতপাবন;
নামে মহাপাপী তরে যায় হে।
তুমি কাঙ্গাল বলে দয়া কর।
তুমি দুঃখী বলে ভালবাস।
তুমি পাপী তাপীর মুক্তিদাতা।
তোমা বই আর কেহ নাই নাথ। (এসংসার মাঝে)
তোমায় ছেড়ে রইতে নারি। (একাকী সংসারে)
তোমায় ডাক্‌লে হৃদয় শীতল হয় হে।
(দয়াল পিতা বলে)
পাপী ডাক্‌লে দয়াল পিতা বলে,
(পাপে তাপে কাতর হয়ে হে)
তুমি স্থান দেও চরণ তলে।
তোমার সর্ব্বজীবে সমান দয়া।
তোমার দুঃখধনী সবাই সমান।
তোমার কাছে জাতের বিচার কিছু নাই হে।
(তোমার কাছে যেতে)
তুমি দুর্ব্বলের বল কাঙ্গালের ধন।

যে জন কাতর প্রাণে তোমারে ডাকে,
(ভবসিন্ধুর মাঝে পড়ে হে)
তুমি চরণতরি দেও তাকে।
(ওহে ভবের নাবিক)
তুমি রাজার রাজা গুরুর গুরু,
(তোমার তুল্য কেহ নাই হে
তুমি ভক্তবাঞ্ছা-কল্পতরু।
তোমায় ডাক্‌লে পাপী দেখা পায় হে।
তোমায় না দেখে প্রাণ কেমন করে।
তোমার তরে প্রাণ কাঁদে ॥৬৩৪॥

---

শুন শুন প্রেমময়, কি কহিব আর,
পরশমণি সমান প্রীতি তোমার হে।
তুলনা আছে কি প্রভো! ধরণী মাঝারে,
অতুলন প্রেম তব এ ভব সংসারে ॥
ক্ষিতি তলে যদি কভু হয় চন্দ্রোদয় ;
শূন্যে শোভে তরুরাজি লতা কিসলয় ॥
অনলে শৈত্য সম্ভবে উষ্ণত্ব তুষারে ;

তুলনা নহে সম্ভব (তব প্রেমের) এ মহী মাঝারে॥
যে প্রেমে মোহিত কর ভকত সন্তানে;
নাহি যায় শোধ তার ছার প্রাণ দানে॥
প্রচণ্ড দৈত্যের সম মানব তনয়;
তব প্রেম-ফাঁদে পড়ে তৃণ হয়ে রয়॥
সুচতুর সেই সাধু প্রাণ বিনিময়ে;
লভেন তোমার প্রেম দীনদাস হয়ে॥
বাখানিব কত কত আমি ও প্রেম কাহিনী;
প্রেমসিন্ধু তুমি নাথ। ওহে গুণমণি!

প্রভো! কি নিবেদিব আমি, হে;

গভীর তোমার, প্রেম সাগরে
নিমগন কর তুমি॥
বিষয়ের কীট, অতীব বিকট,
মমহৃদি প্রাণ মন;
কিরূপে নিকট, হইব তোমার,
ভেবে হই অচেতন॥
মোহ আঁধারে, পাপ বিকারে,
অশুচি রয়েছি আমি,

তব পুণ্যনীরে, ধুইয়ে আমারে,
কোলে লও পিতা তুমি ॥
পিতা তব কোলে, বসিয়ে বিরলে,
দেখিব শ্রীমুখ শশী ;
হয়ে পূর্ণকাম, গাব তব নাম,
শুনিবে জগতবাসী ॥
তব যোগ ধ্যানে নাম গুণগানে,
নিযোজিব পাপ মন ;
হাসিব কাঁদিব, নাচিব গাইব,
ক্ষেপা পাগল যতন ॥
( সে দিন কবে বা হবে )
লভিয়ে তোমায়, ওহে দয়াময়,
পূর্ণ হবে মনস্কাম ,
সফল হইবে, মানব জীবন,
যাইব তোমার ধাম ।
প্রভো ! আশীষ কর মোরে, যাইতে তোমার পায়ে,
প্রেম সম্বল যেন পাই,
(আমায়) দাও নব জীবন, দাও নব চেতন,
মাগয়ি বর তব ঠাঁই ॥ ৬৪৫ ॥

কি মধুর বাণী ঐ শোনা যায়।
ঐ শোন্ প্রেমময় ডাকিতেছেন প্রেমধামে চলে আয়।
শুনে সে মধুর কথা, দূরে যায় মর্ম্ম ব্যথা,
( শোন কি মধুর বাণী রে )
প্রেমানন্দ তরঙ্গেতে প্রাণ মন ভেসে যায়।
হাতে লয়ে প্রেমামৃত, দাঁড়াইয়ে প্রাণনাথ,
( তাঁর কত দয়ারে ) ( প্রেমের সীমা নাইরে )
দিবেন সুধা সুধাময়, আয়রে সবে ধেয়ে আয়।
ধরি কি মোহন বেশ, দাঁড়াইয়ে প্রাণেশ,
(চেয়ে দেখ নয়ন ভবি-মোহনরূপ)(সেরূপ দেখ দেখ রে)
।(আয়রে) প্রাণমন সঁপে দিয়ে লুটাইগে তাঁরি পায়॥৬৪৬॥

---

এলেম ঐ মধুর বাণী শুন্‌তে ভাই।
চল তবে, মোরা সবে, প্রেম ধামে যেতে চাই।
আহা কি শুনালে আজ, এলেন কি বিশ্বরাজ,
( শুনে প্রাণ জুড়াল রে )
নিতে পাপী জনে, তাই শুনে মহানন্দে ভেসে যাই।
মোরা যে জনম দুখী, আমাদের দশা দেখি,

( মোরা বড় দুখীরে )

এলেন কি দুখহারী বল বল বল ভাই।

পড়ে থাকি কেমনে, ভুলে এমন ধনে,

( পাষাণে বাঁধিয়ে হিয়ে রে )

হেরিতে সে প্রেমময়ে প্রেমধামে এলেম তাই।

আজি আনন্দে মাতিয়ে, প্রভুর দয়াল নাম গাহিয়ে,

( সেই মধুর নাম গেয়ে গেয়ে রে )

প্রেমসাগরে প্রাণতরি ভাসাইয়ে দিতে চাই ॥৬৩৭॥

---

এমন দয়াল নাম সুধা রসে,

আমার মন কেন না মজিলরে।

আমার মন, মন কেন না মজিলরে।

সেই দেবতার বাঞ্ছিত ধনে, না মজিল রে।

আমি না জানি, কোন অপরাধে, না মজিল রে॥

( গতি কি হবে রে )

এমন জনম বিফলে গেল, না মজিল রে।

( কখন কি হবে রে ) ॥৬৩৮॥

---

(তব) রূপ-সাগরে ডুবে রহিব ;
আমি মীনের মতন ডুবে রব।
চঞ্চল মন বেড়ায় ভেসে। (গতি কি হবেহে)
(আজি) ডুবাইব (তব) প্রেমরসে। (চিরদিনের তরে)
তব প্রেমনীরে মগ্ন হয়ে (প্রেমসিন্ধু হে)
আমি, জুড়াব এই তাপিত হিয়ে।
(দুঃখ রবে না রবেনা) (তোমার কৃপা হলে)
এ জনমের মত ডুবে রব,
আমি, কভু নাহি উঠে যাব। (সংসার তাপে দহিতে)
প্রেমবারি (প্রাণ ভরি) পান করিব, (প্রেম সিন্ধু হে)
পাপের জ্বালা নিবারিব।
(বহুদিনের পাপের জ্বালা) ॥৬৪৯।

---

ধন্য প্রভু হে প্রণমি তোমারে।
দেখা দিলে কৃপা করে হে।
(পাপীর হৃদয় মাঝে)
প্রেমচন্দ্র কত সুধা বরষিলে প্রাণে,
চিত্ত চকোর বিভোর হল সুধাপানে।

(তোমার কত দয়া হে) (তোমার প্রেমের সীমা কি আছে হে)

হেরিয়ে তোমার মুখ, ভুলিলাম সব দুখ,
উঠিল তরঙ্গ সুখ-পারাবারে।
(পাপ পুঞ্জ ভেসে গেল হে) (সে তরঙ্গে)
রজনী আসিছে প্রভু, কেমনে যাইব বিভু,
তোমা ছাড়ি সংসার কাননে;
দাও জ্ঞান, দাও বল, দাও হে পুণ্য সম্বল,
লয়ে যাই নির্ভয় মনে।
(কারুর ভয় কর্‌ব না)
ভব-কানন মাঝারে, তব নাম গান করে.
যেন প্রভু সতত বেড়াই,
তব দ্বারে আসি পুন, পূজি এই ভাবে যেন,
এই ভিক্ষা মাগি তব ঠাঁই। (প্রভু হে)
(মোরা কর যোড়ে হে) ॥৬১০॥

## পরিশিষ্ট।

রাগিণী ললিত—তাল আড়াঠেকা।

দেখিতে তরঙ্গময় ভব পারাবার।
তরঙ্গ সে কিছু নয়, আতঙ্কই সার।
অসীমের ভাব যত, হৃদয়ে আনিবে তত,
ক্ষুদ্র তৃণটীর মত দেখিবে সংসার।
কত ঝড় বহে যাবে, কি ভয় কি ভয় তবে,
হৃদয় অটল রবে;
অতিক্রমি দুঃখ শোকে, অনন্ত অনন্ত লোকে,
নিরখিবে অনন্তের মহিমা অপার ॥ ৬৫১॥

---

রাগিণী গারা—তাল কাওয়ালি।

কি মধুর তব করুণা প্রভো, কি মধুর তব করুণা,
তব করুণা সব জগতময়,
সকলে গায় তোমারি প্রভু করুণা।
গায় তরুণ অরুণ শশী, নদী গিরি ফুলবন,
যথায় তথায় তব জয় জয় রব;
গায় নর নারী অগণন, কেহ নহে নীরব।

রাগিণী কুকব—তাল আড়াঠেকা।

চল চল যাইহে সে দেশে;
হেরিবে যদি প্রাণেশে।
ব্রহ্ম কল্পতরুমূলে, প্রীতি স্রোতস্বতী কূলে,
পুণ্যের কুসুম বনে কর চিরবাস;
করি নিত্য সুধাপান, লাভ হবে দিব্য জ্ঞান,
(আর) থেকো না অলসে।
চল যাই আনন্দপুরে, নিভৃত হৃদি-কন্দরে,
প্রাণ মন্দিরে গিয়ে, করি যোগ সাধন;
(করি) ইচ্ছাতে ইচ্ছা মিলন, সফল হবে জীবন,
তাঁহার পরশে ॥ ৬৫৪ ॥

রাগিণী ঝিঁঝিট—তাল কাওয়ালি।

কি ভয় তাঁহার নাথ, মৃত্যুর স্মরণে।
অমর করেছ যাঁরে, প্রেমসুধা দানে।
তব প্রেম আস্বাদন, না করেছে যেই জন,
বিষয় সর্ব্বস্ব ধন, তারি সন্নিধানে।
কৃতান্ত গ্রাসিবে কবে, বিষয় ত্যজিতে হবে,
দিবানিশি এই ভেবে শঙ্কিত সে মনে মনে।

# ভাবানুসারে সূচী।

## প্রথম অধ্যায়।

### উদ্বোধন ও উপদেশ।

---

## দ্বিতীয় অধ্যায়।

### আরাধনা ও কৃতজ্ঞতা।

---

## তৃতীয় অধ্যায়।

### প্রার্থনা আকাঙ্ক্ষা ও অনুতাপ।

---

## চতুর্থ অধ্যায়।

### উপাসনা শেষ।



---